CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-201 ■ 1 May, 2025 ■ আগরতলা ১ মে, ২০২৫ ইং ■ ১৭ বৈশাখ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জাতি জনগণনা ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সম্মতি

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল ।। আগামী জাতীয় জনগণনায় জাতিভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিল কেন্দ্র। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, দশ-বার্ষিক জনগণনার অংশ হিসেবে জাতিগত তথ্য সংগ্রহ "স্বচ্ছ ও কাঠামোবদ্ধ উপায়ে" করা হবে। তিনি বলেন, "নির্ভুলতা এবং স্বচ্ছতা বজায় রেখে জাতি গণনা সম্পন্ন করা উচিত, যাতে তথ্যভিত্তিক নীতিনির্ধারণ করা যায়।"

এদিন বৈষ্ণব কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলোর সমালোচনাও করেন। তিনি বলেন, "কংগ্রেস এবং তাদের জোটজাত দলগুলো কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থে জাতিভিত্তিক জনগণনার দাবিকে ব্যবহার করেছে। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল না বাস্তব তথ্য বা জনকল্যাণ।"

উল্লেখযোগ্যভাবে, স্বাধীনতার পর থেকে জাতিভিত্তিক তথ্য নিয়মিত জনগণনার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ২০১০ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং লোকসভায় আশ্বাস দিয়েছিলেন যে জাতি অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। পরে একটি মন্ত্রিগোষ্ঠী গঠন করা হয়, যেখানে বহু রাজনৈতিক দল জাতি গণনার পক্ষে মত দেয়। যদিও সেই সময়ের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার সামাজিক-অর্থনৈতিক ও জাতিভিত্তিক সমীক্ষা নামে পৃথক একটি সমীক্ষা করেছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, কিছু রাজ্য স্বতন্ত্রভাবে জাতিভিত্তিক সমীক্ষা চালিয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি স্বচ্ছভাবে হলেও, অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল এবং তাতে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে জাতি-ভিত্তিক তথ্যকে জাতীয় জনগণনার অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০২৫-২৬ মরশুমের জন্য আখের ন্যায্য ও লাভজনক মূল্য (স্টেঞ্চ) নির্ধারণ করেছে প্রতি কুইন্টাল ৩৫৫ টাকা। এটি কার্যকর হবে ১ অক্টোবর ২০২৫ থেকে এবং প্রায় ৫ কোটি আখচাষি এতে উপকৃত হবেন। যেসব চিনি কারখানায় আখ থেকে চিনি পুনরুদ্ধার হার ৯.৫ শতাংশের নিচে, সেসব ক্ষেত্রেও চাষিদের ন্যূনতম ৩২৯.০৫ প্রতি কুইন্টাল মূল্য দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সরকার।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা ২২, ৮৬৪ কোটির একটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন নিযুক্ত হলেন অরিন্দম লোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন হিসেবে নিযুক্ত হলেন ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অরিন্দম লোধ। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু ত্রিপুরা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অরিন্দম লোধকে ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন হিসাবে তিন বছরের মেয়াদে নিযুক্তি দিয়েছেন।

এদিন বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, মানবাধিকার সুরক্ষা আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ২২ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে রাজ্যপাল, ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু ত্রিপুরা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অরিন্দম লোধকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পর্ষদ পরিচালিত পরীক্ষার ফলাফল

মাধ্যমিকে পাশের হার ৮৬.৫৩ শতাংশ, উচ্চমাধ্যমিকে ৭৯.২৯

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। তাতে, মাধ্যমিকে ২৫৬৭৩ জন এবং উচ্চমাধ্যমিকে ১৭০৫২ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। শতাংশের হারে মাধ্যমিকে ৮৬.৫৩ শতাংশ এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ৭৯.২৯ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছেন।জেলাস্তরে ফলাফলে মাধ্যমিকে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় এবং উচ্চ মাধ্যমিকে সিপাহীজলা জেলায় পাশের হারে শীর্ষে রয়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে পর্ষদ সভাপতি ড. ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী বলেন, এবছর মাধ্যমিকে ২৯৬৭০ জন পরীক্ষা দিয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১৩৮৬১ জন ছাত্র এবং ১৫৮০৯ জন ছাত্রী রয়েছে। সারা ত্রিপুরায় ১০৫৭ টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। তিনি জানান, আটটি জেলায় পাশের হারে মাধ্যমিকে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শীর্ষে রয়েছে। ৯২.৬৯

শতাংশ ছাত্রছাত্রী ওই জেলায় মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হয়েছে। অন্যদিকে, খোয়াই জেলায় সবচেয়ে কম ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। ওই জেলায় ৭৮.৫৪ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। তিনি আরও জানান, উচ্চ মাধ্যমিকে ২১৫০৬ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছে। তাদের মধ্যে ৯৯২০ জন ছাত্র এবং ১১৫৮৬ জন ছাত্রী রয়েছে। তিনি বলেন, জেলাস্তরে ফলাফলে সিপাহীজলা জেলা উচ্চমাধ্যমিকে শীর্ষে রয়েছে। ৮৭.৩৮ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ওই জেলায় উত্তীর্ণ হয়েছে। অন্যদিকে, খোয়াই জেলায় সবচেয়ে কম ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২২৮ জন শিক্ষকের অফার প্রদান অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

চাকরির পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা সরকারের লক্ষ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। চাকরির পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে রাজ্যের বর্তমান সরকার। স্বচ্ছ নিয়োগ নীতির মাধ্যমে ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৭,৫৫৪ জনকে চাকরি প্রদান করেছে সরকার। আর শুধু ২০২৫ সালে আজকের দিন পর্যন্ত ৩,৫৫৪ জনকে সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। আজ আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্র প্রেক্ষাগৃহে রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের অধীনে ২২৮টি আন্ডার গ্র্যাজুয়েট টিচার (ইউজিটি) ও গ্র্যাজুয়েট টিচার (জিটি) পদে নিয়োগ পত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, গত কয়েক মাস ধরে একটার পর একটা অফার বিতরণ প্রক্রিয়া চলছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যেও অফার প্রদানের ব্যবস্থা হবে। সরকার পদ্ধতি মেনেই সবকিছু করছে। কাউকে বঞ্চিত করা এই সরকারের লক্ষ্য নয়। স্বচ্ছতার মাধ্যমে আজ শিক্ষা দপ্তরে ২২৮ জনকে নিয়োগপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এরমধ্যে ৬৬ জন ইউজিটি এবং ১৬২ জন জিটি রয়েছেন। চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের স্পস্ট নির্দেশিকা রয়েছে যাতে স্বচ্ছতার সঙ্গে পরীক্ষা নেওয়া হয়। আজ যারা নিয়োগপত্র গ্রহণ করছেন তাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। সেই সঙ্গে তাদের কর্মজীবন সুন্দর ও উজ্জ্বল হোক - এই প্রত্যাশা রাখছি।

আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, গত ২৭ এপ্রিল টেট টু এর পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। আমার কাছে খবর রয়েছে যে আগামী ৪ মে টেট ওয়ান পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ডাঃ সাহা বলেন, রাজ্য সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলকাতায় হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে ১৪ জনের মৃত্যু, তদন্তের নির্দেশ, আর্থিক সহায়তা

কলকাতা, ৩০ এপ্রিল ।। বড়বাজারের হোটেলের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪। মঙ্গলবার সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ ভয়াবহ আগুন লাগে বড়বাজারের মেছুয়া বাজার ফলপট্টির হোটেলে। দমকলের ১১ ইঞ্জিনের সহায়তায় নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও, পুরোপুরি সমস্যা মেটাতে রাত তিনটে অবধি চলেছে যুদ্ধ।

আগুন থেকে ধোঁয়ায় গ্যাস চেম্বারে পরিণত হয়েছিল হোটেলটি, এমনটাই জানিয়েছেন জনৈক দমকলকর্মী। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী হোটেলের জানলার কাচ ভেঙে ধোঁয়া বের করে ভিতরে ঢুকতে সক্ষম হয়। রাত তিনটের পর হোটেলের ভিতরে আটকে থাকা সবাইকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। কিন্তু ততক্ষণে অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছে। ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৩ জন হতভাগ্য বোর্ডারের। এদের মধ্যে বেশিরভাগই ঘরেই আটকে পড়েছিলেন। বেশ কয়েকজনের দেহ মিলেছে হোটেলের সিঁড়িতে। অনুমান, আগুন থেকে বাঁচতে ছাদে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু, ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয় তাঁদের। অগ্নিকাণ্ডের এই ঘটনার তদন্তে সিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছুটি

আজ ১লা মে (বৃহস্পতিবার) আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। এই উপলক্ষ্যে জাগরণ পত্রিকা ও রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কসে-র সমস্ত বিভাগে ছুটি। তাই শুক্রবার পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

চিন্ময় কৃষ্ণের জামিন নিয়ে আইনী নাটক

ঢাকা, ৩০ এপ্রিল ।। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার চাইছে প্রাক্তন ইসকন সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী জেলেই থাকুক। অন্তত আজ দিনভর তাঁর জামিন নিয়ে আইনী নাটকে তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

বাংলাদেশ হাইকোর্ট ছয় মাস কারাবন্দি থাকার পর ইসকনের প্রাক্তন নেতা ও হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে জামিন দিয়েছে। তার গ্রেপ্তারি গত বছর ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। দুই বিচারপতির বেঞ্চ আজ শুনানির পর তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে। তার আইনজীবী প্রহ্লাদ দেবনাথ জানান, যদি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায় স্থগিত না করে, তাহলে চিন্ময় কৃষ্ণ দাস খুব শীঘ্রই কারাগার থেকে মুক্তি পাবেন।

চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে ২০২৪ সালের ২৫ নভেম্বর ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) গ্রেপ্তার করেছিল। তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অসম্মানের অভিযোগে মামলা করা হয়েছিল, যা আন্তর্জাতিক মহলে "বিচারিক হয়রানি" হিসেবে নিন্দিত হয়েছে।

তাঁর আইনজীবী অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য্য জানান, চিন্ময় দাস গুরুতর অসুস্থ ছিলেন এবং বিচার শুরু না করেই দীর্ঘদিন কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে। তাঁর জামিনের আবেদন একাধিকবার খারিজ হয়েছে। গত ১১ ডিসেম্বর তাঁর জামিন পুনরায় প্রত্যাখ্যাত হয়। একই সঙ্গে খবর আসে, জেলে তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসাও করা হয়নি।

চিন্ময় দাস, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে বহু আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর গ্রেপ্তারি বাংলাদেশ ও ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।।: ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় ফাঁসিতে আত্মঘাতী হয়েছে এক যুবক। আজ সকালে ওই ঘটনায় রবীন্দ্রনগর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঘটনার বিবরণে মৃতার কাকা জানিয়েছেন, গত তিনমাস আগে এক ব্যক্তির কাছ থেকে বাইক ও একটি মোবাইল দিয়ে ৪০ হাজার টাকা ঋন নিয়েছিল প্রশান্ত দে (১৯)। কিন্তু সঠিক সময়ে ঋন শোধ করতে না পারায় গতকাল ওই ব্যক্তি তাকে বকাবকি করেছিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মান্দাইয়ে সিপিএমে কার্যালয়ে আগুন

সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। মান্দাইয়ে সিপিআইএম-এর দলীয় কার্যালয়ে আগুন লাগানোর ঘটনার পর রাজ্যজুড়ে উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশ। এই ঘটনায় সরাসরি সরকারি ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা ও সিপিআইএম পলিটব্যুরোর সদস্য জিতেন্দ্র চৌধুরী।

মঙ্গলবার আগরতলায় লালঝান্ডার বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তিনি কড়া ভাষায় শাসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন। মান্দাই, আগরতলা, ধর্মনগর সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সিপিআইএম কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর এবং দলের নেতাদের উপর শাসকপন্থী দুষ্কৃতীদের হামলার প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, মান্দাইয়ে দলীয় কার্যালয়ে আগুন লাগানো হয়েছে, আর এএসপি বলছেন এখনো তদন্ত চলছে। তিনি প্রশ্ন তুলেন, "আপনারা কীভাবে নিজেদের মুখ রক্ষা করবেন?" তিনি আরও বলেন, "এই ধরনের ঘটনায় থানায় এফআইআর করেও কোনো লাভ হয় না, কারণ বিগত বহু বছর ধরে এসব ঘটনায় অপরাধীরা ধরা পড়েনি।"

তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "দুষ্কৃতীরা রেহাই পাবে না। সবাইকে একদিন জবাবদিহি করতে হবেই।" এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিরোধী দলনেতা বলেন, "রাজ্যে আইনের শাসন নেই। সন্ত্রাসকে রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে।"এদিকে, সিপিআইএম নেতৃত্ব এই ধরনের ঘটনাকে গণতান্ত্রিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুধবার অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়িতে হালখাতা লিখতে ব্যস্ত পুরোহিতরা।

পরকীয়ার জেরে স্বামীর হাতে রক্তাক্ত স্ত্রী ও কন্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। এক পলকে শেষ ২৫ বছরের দাম্পত্য জীবন। পরকীয়ার অভিযোগে স্বামী ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে পাষণ্ডতা এবং শারীরিক নির্য্যাতনের শিকার হলেন এক গৃহবধূ ও তাঁর কিশোরী কন্যা। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে বিশালগড় থানাধীন নবীনগর এলাকায়। স্থানীয়রা জানিয়েছে, নবীনগরের বাসিন্দা কাবিল মিয়ার সঙ্গে প্রায় ২৫ বছর আগে সামাজিকভাবে বিয়ে হয় রুমা আক্তারের। তাদের সংসারে বর্তমানে দুটি সন্তান রয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে কাবিল মিয়া পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে এবং স্ত্রী-সন্তানদের উপর চালাতে থাকে মানসিক ও শারীরিক নির্য্যাতন।

গতকাল, মঙ্গলবার গভীর রাতে রুমা আক্তার তাঁর দুই সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়িতে পৌঁছালে দেখতে পান, কাবিল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপাহীজলা জেলায় বাল্যবিবাহের হার ৫০ শতাংশ, উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ এপ্রিল।। বাল্যবিবাহের লাগামহীন বৃদ্ধিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডঃ সিদ্ধার্থ শিব জশওয়াল। বুধবার সকালে বিশ্রামগঞ্জে জেলা শাসকের অফিসের কনফারেন্স হলে 'মিশন সংকল্প' কর্মসূচি নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে তিনি জানান, সিপাহীজলা জেলায় বাল্যবিবাহের হার শতকরা ৫০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

জেলাশাসক বলেন, "বাল্যবিবাহ শুধু একটি সামাজিক ব্যাধি নয়, এটি একটি প্রজন্মগত সমস্যা। যুগ যুগ ধরে এই সমাজে চলে আসা এই প্রবণতা এখনও থামছে না। প্রচার ও সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম করেও কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনা যাচ্ছে না।"

তিনি জানান, অল্প বয়সী মেয়েদের গর্ভবতী হওয়ার সংখ্যাও আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে। অতিরিক্ত জেলাশাসক রিঙ্কু লাঠোরের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন, ১৩ বছরের এক নাবালিকা বর্তমানে গর্ভবতী। আল্ট্রাসোনোগ্রাফি রিপোর্ট দেখে এ তথ্য উঠে এসেছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

ডিএম আরও বলেন, "এখন শুধুমাত্র প্রচারে নয়, মাঠে নেমে বাস্তবিক কাজ করতে হবে। কাজের গতি বাড়াতে হবে। সিপাহীজলা জেলার নাম বাল্যবিবাহের কারণে কলঙ্কিত হয়েছে, সেই বদনাম ঘোচাতে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।"

বৈঠকে জানানো হয়, বাল্যবিবাহ রোধে জেলার বিভিন্ন থানায় এখন পর্যন্ত নয়টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু এরপরেও বাল্যবিবাহ থামছে না।

শিশু সুরক্ষা ও মহিলা কমিশনের সদস্যা চামিলি সাহা বলেন, "বাল্যবিবাহ সমাজের এক মারাত্মক ব্যাধি। একে নির্মূল করতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ ও প্রশাসনকে একত্রিত হয়ে কাজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বজায় রেখে উন্নয়নের পাশে থাকার বার্তা কৃষিমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩০ এপ্রিল।। কেন্দ্র ও রাজ্যের বর্তমান সরকার উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি দেশের নানা জাতি গোষ্ঠীর কৃষ্টি সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গতকাল বিশালগড়ের ঐতিহ্যবাহী বৈশাখী মেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। তিনি বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতির নানা ভাবধারা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে গড়ে উঠেছে। যে দেশের সংস্কৃতি যত শক্তিশালী সে দেশ তত উন্নত। তিনি বলেন, যেকোন মেলাই হল ঐতিহ্য ও কৃষ্টি সংস্কৃতির মিলন স্থল। মেলার মধ্যদিয়ে একে অপরের সংস্কৃতির সংস্পর্শে নিজেকে সমৃদ্ধ করা যায়। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলে থাকেন আধুনিক হওয়া ভাল, কিন্তু তা নিজের কৃষ্টি এবং সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে নয়। রাজ্যের বর্তমান সরকারও এই ভাবধারা অনুসরণ করে কাজ করে চলেছে। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন, বিশালগড়ের জনজীবনের সঙ্গে বৈশাখী মেলার নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে। নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বজায় রেখে রাজ্যের উন্নয়নে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা,১ মে, ২০২৫ ইং
১৭ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

মহান মে দিবস

আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস অধিকার আদায়ের দিন। ১লা মে, আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস। বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের এক ঐতিহাসিক দিন। এই দিনটি শুধু একটি ছুটির দিন নয়, এটি শ্রমিক শ্রেণির দীর্ঘদিনের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের প্রতীক। ১৮৮৬ সালের এই দিনে আমেরিকার শিকাগো শহরের শ্রমিকরা দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে এক শান্তিপূর্ণ মিছিলে অংশ নিয়াছিলেন। কিন্তু সেই মিছিলে পুলিশের গুলিতে বহু শ্রমিক নিহত ও আহত হন। শ্রমিকদের রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল রাজপথ। এই মর্মান্তিক ঘটনা শ্রমিকদের মনে গভীর রেখাপাত করে এবং আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলন আরও জোরদার হয়।

আত্মত্যাগের ফলস্বরূপ বিশ্বব্যাপী দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের সময়সীমা স্বীকৃতি লাভ করে। ১৮৮৯ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ১লা মে কে আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই থেকে প্রতি বছর এই দিনটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পালিত হইয়া আসিতেছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম দিবসের তাৎপর্য অপরিসীম। এই দিনটি আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য কতটা ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। এটি শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং অন্যান্য মৌলিক অধিকারের গুরুত্ব তুলিয়া ধরে। এই দিনটি শ্রমিকদের মধ্যে সংহতি ও ঐক্য গড়িয়া তোলারও প্রেরণা যোগায়।

বর্তমানে, প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং বিশ্বায়নের যুগে শ্রমিকের অধিকার নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকরা এখনও শোষণ ও বঞ্চনার শিকার। তাই আন্তর্জাতিক শ্রম দিবসের চেতনা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

এই আন্তর্জাতিক শ্রম দিবসে আমরা সেই সকল অকুতোভয় শ্রমিকদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা, যাঁরা তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়া আমাদের জন্য একটি ন্যায্য কর্মপরিবেশ তৈরি করিয়া গিয়ছেন। আসুন, আমরা সকলে মিলে একটি শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের অঙ্গীকার করি, যেখানে প্রতিটি শ্রমজীবী মানুষ মর্যাদা ও সম্মানের সাথে জীবনযাপন করিতে পারিবে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস যা সচরাচর মে দিবস নামে অভিহিত। প্রতি বছর পয়লা মে তারিখে বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হয়। এটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের উদ্‌যাপন দিবস। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রমজীবী মানুষ এবং শ্রমিক সংগঠনসমূহ রাজপথে সংগঠিতভাবে মিছিল ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে দিবসটি পালন করিয়া থাকে। ভারত ও বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশে পয়লা মে জাতীয় ছুটির দিন। আরো অনেক দেশে এটি বেসরকারিভাবে পালিত হয়।১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের ম্যাসাকার শহিদদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করিয়া পালিত হয়। সেদিন দৈনিক আটঘণ্টার কাজের দাবিতে শ্রমিকরা হে মার্কেটে জমায়েত হয়েছিল। তাদেরকে ঘিরিয়া থাকা পুলিশের প্রতি এক অজ্ঞাতনামার বোমা নিক্ষেপের পর পুলিশ শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। ফলে প্রায় ১০-১২ জন শ্রমিক ও পুলিশ নিহত হয়। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের শতবার্ষিকীতে প্যারিসে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে থেকে শিকাগো প্রতিবাদের বার্ষিকী আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশে পালনের প্রস্তাব করেন রেমন্ড লাভিনে। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে এই প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। এর পরপরই ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে মে দিবসের দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। পরে, ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে আমস্টারডাম শহরে অনুষ্ঠিত সমাজতন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই উপলক্ষ্যে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে দৈনিক আটঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণের দাবি আদায়ের জন্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বজুড়ে পয়লা মে তারিখে মিছিল ও শোভাযাত্রা আয়োজন করতে সকল সমাজবাদী গণতান্ত্রিক দল এবং শ্রমিক সংঘের (ট্রেড ইউনিয়ন) প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সেই সম্মেলনে "শ্রমিকদের হতাহতের সম্ভাবনা না থাকিলে বিশ্বজুড়ে সকল শ্রমিক সংগঠন মে মাসের ১ তারিখে "বাধ্যতামূলকভাবে কাজ না-করার" সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অনেক দেশে শ্রমজীবী জনতা মে মাসের ১ তারিখকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালনের দাবি জানায় এবং অনেক দেশেই এটা কার্যকর হয়। দীর্ঘদিন ধরে সমাজতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট এবং কিছু কট্টর সংগঠন তাদের দাবি জানানোর জন্য মে দিবসকে মুখ্য দিন হিসাবে বেছে নেয়। কোনো কোনো স্থানে শিকাগোর হে মার্কেটের আত্মত্যাগী শ্রমিকদের স্মরণে আগুনও জ্বালানো হয়ে থাকে। পূর্বতন সোভিয়েত রাষ্ট্র, চীন, কিউবাসহ বিশ্বের অনেক দেশেই মে দিবস একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন। সেসব দেশে এমনকি এ উপলক্ষ্যে সামরিক কুচকাওয়াজের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ এবং ভারতেও এই দিনটি যথাযথভাবে পালিত হয়ে আসিতেছে। ভারতে প্রথম মে দিবস পালিত হয় ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে।

আমেরিকা ও কানাডাতে অবশ্য সেপ্টেম্বর মাসে শ্রম দিবস পালিত হয়। সেখানকার কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়ন এবং শ্রমের নাইট এই দিন পালনের উদ্যোক্তা। হে মার্কেটের হত্যাকাণ্ডের পর আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড মনে করেছিলেন পয়লা মে তারিখে যেকোনো আয়োজন হানাহানিতে পর্যবসিত হইতে পারে। সে জন্য ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দেই তিনি নাইটের সমর্থিত শ্রম দিবস পালনের প্রতি ঝুঁকে পড়েন।

প্রশাসনিক প্রশিক্ষণে পরিবর্তনশীল বাস্তবতার প্রতিফলন জরুরি : ড. জিতেন্দ্র সিংহ

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল : পরিবর্তনশীল শাসনব্যবস্থার প্রেক্ষিতে পাঠ্যক্রমে গতিশীলতা এবং আধুনিক প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ওপর জোর দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিংহ। বুধবার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন(আইআইপিএ)-এ আয়োজিত "অ্যাডভান্সড প্রফেশনাল প্রোগ্রাম ইন পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন"(এপিপিপিএ)-এর ৫০তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন তিনি। একইসঙ্গে তিনি আইআইপিএ-র এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করছেন। মন্ত্রী বলেন, "আজ যা প্রাসঙ্গিক, আগামীকাল তা নাও হতে পারে। প্রতিদিন কিছু না কিছু শেখার প্রয়োজন, তবেই আমরা প্রাসঙ্গিক থাকতে পারি।"

তিনি জানান, প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশবিশেষত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং কোয়ান্টাম কম্পিউটিং-এর মতো ক্ষেত্রগুলিতে সরকারি কর্মচারীদের নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করছে। সেই কারণে প্রশাসনিক প্রশিক্ষণেও প্রয়োজন ধারাবাহিক পরিবর্তন ও অভিযোজন। ড. জিতেন্দ্র সিংহ বলেন, এপিপিপিএ এখন আর শুধুমাত্র প্রথাগত পাঠ্যক্রমে আবদ্ধ নেই। এখন এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আকাঙ্ক্ষিত জেলা পরিদর্শন, প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ ও নগরোন্নয়ন প্রকল্প, এবং ভারতের প্রাচীন জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র। তিনি আরও বলেন, "আত্মনির্ভর ভারত" ও প্রশাসনিক সংস্কারের মতো বিষয়েরও অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে এই কোর্সে।

একটি সরল অথচ বিস্তৃত ভাষণে তিনি বলেন, "প্রযুক্তির এই অগ্রগতির যুগে নীতিনির্ধারক এবং প্রশাসকদের নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষার প্রক্রিয়ায় থাকতে হবে। সম্ভবত ৫০তম ব্যাচের অনেকেই ৫৫তম ব্যাচে আবার 'রিফ্রেশার কোর্স' করতে ফিরবেন,"মন্তব্য করে তিনি হাস্যরসের ছলে বাস্তব দিকটি তুলে ধরেন।

ড. সিংহ বলেন, "আজকের সেনা অফিসারদের শুধু সীমান্তে নয়, মিডিয়া ব্রিফিং, সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ এবং দুর্যোগের সময় যৌথ প্রতিক্রিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়।" ত

মে দিবস কি আজ শুধুমাত্র একটি ছুটির দিন ?

প্রবীর মজুমদার

মে দিবসের সংগ্রামের মূল দাবি ছিল ঘণ্টা শ্রম দিবস। এই দাবিতে শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলনের চেতনা একদিনে গড়ে ওঠেনি। শ্রমিকদের মধ্যে মালিকরা এই ধারণা গড়ে দিয়েছিল যে, মালিক কাজ দেয় বলেই শ্রমিক বেঁচে আছে। মালিকরা অন্নদাতা। মালিকদের কল্যাণ হলে তবেই শ্রমিকদের কল্যাণ, ফলে তাকে কোনওভাবেই বিব্রত করা চলে না। এই ধারণা আজও একাংশ শ্রমিকের মধ্যে আছে। সেদিন তো আরও ব্যাপকভাবেই ছিল। তা সত্ত্বেও মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অসন্তোষ, বিক্ষোভ চেপে রাখা যায়নি। তা মাকে মাঝেই ফেটে পড়ত। এই প্রান্ত ধারণায় প্রথম আলো ফেলে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর লেখা "কমিউনিস্ট ইস্তাহার", মে দিবসের সংগ্রামের ৩৮ বছর আগে। ১৮৪৮ সালে লেখা এই কমিউনিস্ট ইস্তাহার মালিকের ছায়া শ্রমিকের শোষণ স্পষ্ট করে দিয়েছিল এবং শ্রমিক শ্রেণির হাতে তুলে দিয়েছিল মুক্তির পথনির্দেশ। ঘোষণা করেছিল পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণির শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই, "জয় করবার জন্য জন্য আছে আছে গোনা গোটা দুনিয়া"।

মজুরি শ্রমিকের জন্ম ও বিকাশের সঙ্গে পুঁজিবাদের জন্ম ও বিকাশের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। মজুরি শ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধি ছাড়া পুঁজিবাদের তো পুঁজিবাদের অস্তিত্ব ও বিস্তার সম্ভব হয় না। সেজন্য ইউরোপে শিল্পবিপ্লব কালে একদিকে যেমন পুঁজিপতি একটি শ্রেণি হিসাবে তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে, অন্যদিকে তেমনি তৈরি হয়েছে শ্রমিক শ্রেণি। শ্রেণি। একইসময়ে যুক্তরাষ্ট্রেও প্রায় একই চিত্র ছিল। কাজের সময় কিংবা মজুরির তখন ঠিক ছিল না। ক্রমেই নারী-শিশুসহ শ্রমিকদের অবর্ণনীয় জীবন পরিবর্তনের জন্য অসংখ্য প্রতিবাদ-বিক্ষোভ তৈরি হয়, সংগঠন গড়ে ওঠে। উনিশ শতকের ৬০/৭০/৮০ দশকের এসব আন্দোলনের ধারাবাহিকতাতেই ১৮৮৬ সালের মে মাসের ১ তারিখে তিন লক্ষাধিক শ্রমিকের ধর্মঘট চলাকালে শিকাগো শহরের বড় সমাবেশে হামলা হয়। গুলিতে নিহত হন শ্রমিকরা, পরে আবার প্রহসনমূলক বিচারে শ্রমিক সংগঠকদেরই ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। এ জীবনদান বৃথা যায়নি। একসময়ে যে দাবিকে বলা হয়েছে উন্নয়নবিরোধী, সন্ত্রাসী-ক্রমে সারা বিশ্ব সেই দাবিই গ্রহণ করেছে, মে দিবস পরিণত হয়েছে আন্তজাতিক দিবসে। পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থায় পুঁজির দ্রুত সংবর্ধনের পাশাপাশি শ্রমের সঙ্গে যুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অস্তিত্বের লড়াইয়ে মে দিবসের কথাই আসে বারবার। অব্যাহত প্রান্তিকীকরণ ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে তাদের বিকশিত হওয়ার তাগিদ দেয় মে দিবস। এ লড়াইয়ের দুর্বলতা থাকলে তা শ্রমিক শ্রেণিকে কতটা হীন অবস্থায় ফেদতে পারে, আজকের ভাবত তার দৃষ্টান্ত। সংগঠিত হওয়ার সুযোগ শিক্ষিত শ্রমজীবী মানুষদের জন্যও খুবই ক্ষীণ। সে কারণে ব্যাঙ্ক, বিমা, মিডিয়া, এনজিও, বেসরকারি স্কুল- কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়, ক্লিনিক, অনলাইন গাত কোথাও কাজের ও আয়ের নিরাপত্তা দেখা যায় না। এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মানুষদের যে কোনো সময় ছাঁটাই এবং তাদের ওপর অন্যায়- অবিচারের প্রতিকারের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই। সরকার সর্বত্রই নীরব দর্শক। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থ দেখা প্রশ্নে আইনগত, প্রাতিষ্ঠানিক তদারকি ব্যবস্থা ভাবতের মতো এতটা নিষ্ক্রিয় কমই দেখা যায়। দারিদ্র্য আর বঞ্চনার মধ্যে আছে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, তাদের জীবনে কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি ছাড়াই দেশে মোট দেশজ উৎপন্ন (জিডিপি) আর গড় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। আর গড় পেয়েছে বহুগুণ। পরিসংখ্যানের চাতুর্য আর গ হিসাবের প্রতারণায় ঢাকা থাকছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনের নির্মমতা। কৃষিতে কৃষকদের, কারখানায় শ্রমিকদের রক্ত আর ঘাম দিয়ে তৈরি হচ্ছে প্রবৃদ্ধির উঁচু হার। অন্যদিকে বাণিজ্যিকীকরণের ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার খরচ বেড়ে গেছে। পরিবহণ ব্যয় বেড়েছে।

করোনা-পরবর্তী বছরে কাজ ও আয়ের বিপর্যয়ে পড়েছে বেশিরভাগ মানুষ। পুঁজিবাদ বিকাশ প্রক্রিয়ায় মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বেড়েছে, কিন্তু স্থায়ী স্থিতিশীল পরিবেশসম্মত, সম্মানজনক কাজের সুযোগ বাড়েনি। বিশ্বের সব অঞ্চলেই পুঁজির ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার কাছে শ্রমশক্তি বিক্রির মানুষ অর্থাৎ মজুরেরও বিস্তার ঘটে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বহুদুর। সেজনা শুধু শিল্প খাতের মধ্যেই শ্রমিক পরিচয় সীমাবদ্ধ রাখলে পুঁজির আধিপত্য ও ক্রিয়ার প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায় না। প্রযুক্তি বিকাশের মধ্য দিয়ে শ্রমশক্তি বিক্রেতাদের মধ্যে বহু বরন তৈরি হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মধ্যরিত, কিন্তু সর্বক্ষণ অনিশ্চিত কাজে নিয়োজিত ডিগ্রিপ্রাপ্ত এখন অনেকেই। কাজেই মে দিবস যাদের ঐক্য ও সংহতির বার্তা দেয়, তারাই সমাজের ৯৯ শতাংশ। আজ বাম-ডান কত শ্রমিক সংগঠনই তো মে দিবস পালন করে। কিন্তু মে দিবসের শহিদের এই আবেদনের মূল্য দেয় ক'জন। এই উপলব্ধি জনিত ঘাটতি এবং শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রাম দুর্বল থাকায় মালিকর আজ বেপরোয়া। শ্রমিকদের অধিকারগুলি এক এক করে হরণ করছে তারা। বহু সংগ্রামের এবং আত্মদানের মধ্য দিয়ে 'মে দিবস'-এর যে গৌরবময় অর্জন-মালিকরা তা নস্যাৎ করে দিয়েছে। আজ আবারও ১২ ঘণ্টা/১৪ ঘণ্টা করে শ্রমিকদের খাটানো শুরু হয়েছে। 'মে দিবসে'র অর্জিত অধিকারগুলি লুট হয়ে গেছে শুধু এ দেশে নয়, সব পুঁজিবাদী দেশেই। লেনিন-স্ট্যালিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র শ্রমদিবস ৮ ঘণ্টার থেকে কমিয়ে আনা শুরু করেছিল। ১৯২৬ সালে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় কাজের দৈনিক সময় কমিয়ে করা হয় সাড়ে সাত ঘণ্টা। ১৯২১ সালে ঘোষনা করা হয় সপ্তাহে এ দিন কাজ করতে হবে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ঘোষণা। করেছিল সবাইকে সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে হবে এবং উপযুক্ত কাজ দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। শ্রমিকদের এখানে এত অধিকার ছিল যে, বেতন কাঠামো কী হবে, কর্তৃপক্ষের সাথে সেই বৈঠকে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক শ্রমিক অংশগ্রহণ করত। এই সমাজতন্ত্র শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করেছিল। নর-নারীর বেতন বৈষম্য দূর করেছিল। এই সমাজতন্ত্রেই মানুষ মুক্তির স্বাদ পাচ্ছিল। কিন্তু আন্তজাতিক পুঁজিতন্ত্র ও দেশের মধ্যে পরাজিত পুঁজিবাদ এবং মার্কবাদ ভুমিন বিচ্যুত সংশোধনবাদ সমাজতন্ত্রকে ভেঙে দিয়েছে। পুঁজিবাদী রাশিয়া শ্রমিক শ্রেণির পায়ে তরুণী আবার পরিয়েছে মজুরি দাসত্বের শৃঙ্খল। অনে পুঁজিবাদী রাশিয়া এখন সাম্রাজ্যবাদী রূপ ধারণ ১২ করে ইউক্রেনে ছাব্বিশ মাসের বেশি সময় ঊর্ধ্বে ধরে স্কুল ও আকাশ পথে হামলা চালিয়ে দেশটাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আজ ইউক্রেন, বাক রাশিয়া সহ গোটা বিশ্বের মানুষ উপলব্ধি করছেন শান্তির জন্য সমাজতন্ত্র কত জরুরি।

"দুনিয়ার শ্রমিক এক হও", কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের শ্লোগান। কেন এক হবে দুনিয়ার শ্রমিক। কারণ, সব দেশের শ্রমিকই মালিকি শোষণের কারাগারে বন্দি। এই শোষণ মুক্তির সংগ্রামে তারা একে অপরের বন্ধু। মে দিবসের সংগ্রামে ৮ ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবি প্রধানত থাকলেও এর মধ্যে নিহিত ছিল পুঁজিবাদ উচ্ছেদের মর্মবস্তু। মে দিবস পালন করব আবার মালিকি ব্যবস্থা রক্ষা করব বা যে সমস্ত দল পুঁজিবাদকে সেনা করে চলেছে তাদের পতাকা বহন করব-এটা দ্বি-চারিতা। শ্রমিক আন্দোলনকে এর প্রভাব থেকে মুক্ত করার মধ্যেই রয়েছে মে দিবস উদযাপনের যথার্থ তাৎপর্য।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

যে যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশের দুই লাখ মানুষের জীবন রক্ষা পায়

আহমেদ মুনির (চট্টগ্রাম)

অপারেশন সি এঞ্জেল নিয়ে তৈরি তথ্যচিত্র থেকে। তেলের বাজারমূল্যসহ বেশ কিছু বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্যের ধনী অথচ ছোট দেশ কুয়েতের ওপর নাখোশ ছিলেন ইরাকের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন। ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট রাত ২টার সময়ে প্রায় ২ লাখ ইরাকি সৈন্য ৩০০টি ট্যাংক নিয়ে কুয়েত দখল করে। কুয়েতের ১৬ হাজার সেনার পক্ষে প্রায় কোনো প্রতিরোধই গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। খুব সহজেই একটি স্বাধীন দেশ দখল করে নেওয়ার এই ঘটনা রাতারাতি সারা বিশ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল। সে সময় কুয়েতের আমির শেখ জাবির আল-আহমাদ আল-জাবির আল-সাবা, তাঁর মন্ত্রিপরিষদের সব সদস্য এবং লাখখানেক কুয়েতি দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন। অধিকাংশই গিয়েছিলেন সৌদি আরবে।

জাতিসংঘে এ নিয়ে প্রস্তাব পাসের পর যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট ১৯৯১ সালের ১৭ জানুয়ারি ইরাকে বিমান হামলা শুরু করে। অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম নামের অতি সংক্ষিপ্ত ওই যুদ্ধ শেষ হয় ২৮ ফেব্রুয়ারি। ১ মাস ১১ দিনের ওই যুদ্ধে ইরাকের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ সামরিক বাহিনী থাকা সত্ত্বেও এমন পরাজয়ের বিষয়টি কল্পনাও করেননি সাদ্দাম হোসেন। ইরাকের পরাজয় ও কুয়েত দখলমুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে অভিযানের ইতি টানে মার্কিন সামরিক বাহিনী। কিন্তু কে জানত, অপারেশন ডেজার্ট স্টর্মে অংশ নেওয়া মার্কিন মেরিনদেরই ভিন্ন এক অভিযানে নামতে হবে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই। অভিযান শেষে সবাই তখন দেশে ফেরার দিন গুনছিলেন।

প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ বিশ্ববাজারে তেলের বাজারকে অস্থির করে তুলেছিল। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় বিপাকে পড়েছিল অনেক ছোট অর্থনীতির দেশ। তবে এই যুদ্ধ বাংলাদেশের লাখো মানুষের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল। অনেকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক কী? কেন মার্কিন সামরিক বাহিনীর ইতিহাসের সঙ্গে এখনো বাংলাদেশের নাম জড়িয়ে আছে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে ফিরে যেতে হবে ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল।

১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল। সেদিন মধ্যরাতে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের উপকূলে ক্যাটাগরি ফোর বা ৪ মাত্রার সাইক্লোন। এখন পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ধ্বংসের ছাপ রেখে যাওয়া এই ঝড়ের গতিবেগ ছিল অকল্পনীয়, ঘণ্টায় আড়াই শ কিলোমিটার। এমন গতির কাছে যেকোনো কাঠামোই তুচ্ছ। প্রবল বাতাসের সঙ্গে ছয় মিটার; অর্থাৎ প্রায় ২০ ফুটের মতো জলোচ্ছ্বাস আছড়ে পড়েছিল চট্টগ্রাম কক্সবাজার উপকূলে। এক রাতেই মৃত্যুবরণ করেছিল ১ লাখ ৩৮ হাজার মানুষ। ঘরহারা হয়েছিল এক কোটির বেশি। সদ্য স্বৈরাচারমুক্ত হওয়া বাংলাদেশে তখন বিএনপির নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার। দেশের একটা অংশের অবকাঠামো, রেল, বিদ্যুৎ, টেলিকমিউনিকেশন একেবারেই ভেঙে পড়েছিল। এ অবস্থায় মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল আরও লাখো মানুষের। যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে টেলিফোন করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে। ৩ মে টেলিফোনে কথোপকথনের পরদিনই ক্ষয়ক্ষতি প্রত্যক্ষ করতে চট্টগ্রামে হাজির হয় মার্কিন সাহায্য সংস্থা ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি দল। তাদের পাঠানো প্রতিবেদনের ভিত্তিতে উপসাগরে অবস্থান করা মার্কিন রণতরিগুলোকে বাংলাদেশের দিকে যাত্রার নির্দেশ দেন প্রেসিডেন্ট বুশ। শুরু হয় বিশ্বের সবচেয়ে বড় ত্রাণ তৎপরতা। এর নাম দেওয়া হয় অপারেশন সি অ্যাঞ্জেল।

১০ মে, ১৯৯১। যুক্তরাষ্ট্রের নৌসেনাদের এম্ফিবিয়াস টাস্কফোর্স (এটিএফ) তখন ইরাকযুদ্ধে অংশ নেওয়ার পর বঙ্গোপসাগর হয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছিল। তাৎক্ষণিকভাবে সেই বহরকে বাংলাদেশে যেতে নির্দেশ দেন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ। মার্কিন মেরিন, নৌ, সেনাবাহিনী ও ইঞ্জিনিয়ারদের সমন্বয়ে প্রায় ৮ হাজার সদস্য ছিলেন সেই বহরে। বহরের নেতৃত্বের ভার দেওয়া হয় জাপানের ওকিনাওয়ায় অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটির থ্রি মেরিন এক্সপেডিশনারি ব্রিগেডের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল হেনরি সি. স্টাকপোলকে। শুরু হয় বিশ্বের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ত্রাণ তৎপরতা। আর এই কাজে যুক্ত হয়েছিলেন চিন, জাপান, ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশের ত্রাণকর্মীরা।

ইউএস মেরিন ক্রপসের হিস্টরি অ্যান্ড মিউজিয়াম ডিভিশন থেকে প্রকাশিত চার্লস আর স্মিথের লেখা অ্যাঞ্জেলস ফ্রম দ্য সি: রিলিফ অপারেশন ইন বাংলাদেশ নামের বইতে এই অভিযানের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। সেই বইতে উল্লেখ করা হয়, উপদ্রুত এলাকা ঘুরে আসার পর সমন্বিত ত্রাণব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জেনারেল স্ট্যাকপোল ঢাকায় যান। এরপর বৈঠক করেন সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল নুরুদ্দিন খান, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম বি মাইলামসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানের সঙ্গে। ত্রাণ তৎপরতাও শুরু হয় দ্রুত। মেরিন হেলিকপ্টার ও উভচর যানগুলো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া সন্দ্বীপ, ভোলা, হাতিয়া, বাঁশখালী প্রভৃতি প্রত্যন্ত অঞ্চলে ত্রাণ নিয়ে যেতে শুরু করে। সে সময়কার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে এক সাক্ষাৎকারে স্ট্যাকপোল বলেছিলেন, 'আমাদের প্রথম লক্ষ্য ছিল দুর্গত মানুষদের মৃত্যু প্রতিরোধ করা; দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল খাদ্য, পানি, ওষুধ, আশ্রয়কেন্দ্র তৈরির মাধ্যমে স্বাভাবিকতা ফিরে আনা; অর্থাৎ যত বেশি পারা যায় মানুষের জীবন বাঁচানো।'

সে সময় সাপ্তাহিক সন্দ্বীপের হয়ে দুর্গত এলাকায় সংবাদ সংগ্রহের কাজ করছিলেন মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম। ২০১৯ সালে 'কাছ থেকে দেখা, অপারেশন সি অ্যাঞ্জেল' শিরোনামে দৈনিক প্রতিদিন---এর সংবাদে প্রকাশিত এক নিবন্ধে সেই সময়কার ত্রাণ তৎপরতার স্মৃতিচারণা করেন শহীদুল ইসলাম।

সেই নিবন্ধে শহীদুল উল্লেখ করেন, 'মেরিন সেনাদের হেলিকপ্টারে চড়ে সরেজমিনে দেখলাম উপদ্রুত এলাকা। প্রথমে গেলাম সন্দ্বীপের কলেজ মাঠে। পরে অন্য স্থানগুলোতে। হেলিকপ্টারে লাইফ স্যুট পরতে এ সময় সহযোগিতা পেলাম মেরিন কর্নেল রেন্ডি এল ওয়েস্টের কাছ থেকে। দেশের প্রত্যন্ত দ্বীপগুলোতে মেরিনদের সঙ্গে আনা দ্রুতগামী উভচর যান এলসিএসির (ল্যান্ডিং ক্র্যাফট এয়ার কুশন) সাহায্যে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছানোর কাজও কীভাবে করা হচ্ছে, তা---ও দেখলাম। দেখলাম, দূষিত জলকে ওয়াটার পিউরিফিকেশন মেশিনের সাহায্যে মুহূর্তে বিশুদ্ধ করে পানের উপযোগী করা হচ্ছে।'

চার্লস আর স্মিথের লেখা বইয়ে উল্লেখ আছে, অপারেশন সি অ্যাঞ্জেলের মাধ্যমে প্রায় ২০ লাখ মানুষের কাছে খাদ্য পৌঁছানো হয়েছিল। এই খাদ্যের পরিমাণ ছিল চার হাজার টন। ২৬৬ হাজার গ্যালন বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হয়েছিল। পাশাপাশি ১৫ হাজার গুরুতর অসুস্থ মানুষকে অস্থায়ী ফিল্ড হাসপাতালে রেখে দেওয়া হয়েছিল চিকিৎসা। সব মিলিয়ে সেই অভিযান না হলে আরও অন্তত ২ লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটত বলে মার্কিন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

'অপারেশন সি অ্যাঞ্জেলের' সার্বিক তদারকি করেছিলেন সে সময়কার মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম বি মাইলাম। এই অভিযান নিয়ে এক স্মৃতিকথা তিনি উল্লেখ করেন, 'আজ পেছনে ফিরে তাকালে মনে হয়, বিপর্যয় (ট্র্যাজেডি) যখন আসে, তখন মানুষই পারে তাকে বিজয়ে পরিণত করতে।'

অপারেশন সি অ্যাঞ্জেল থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র বড় অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডরের সময় আবারও মার্কিন সহায়তা এসে পৌঁছায় বাংলাদেশে। আর ওই ত্রাণ কার্যক্রমের নাম রাখা হয় অপারেশন সি অ্যাঞ্জেল—২।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলায় ১৯ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাইকেল বিতরণ করা হয়।

পহেলগাঁম হামলা: প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে সম্পন্ন হল ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটি-র বৈঠক

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল : পাহালগামের ভয়াবহ জঙ্গি হামলার পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত হল নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। প্রসঙ্গত, ২২ এপ্রিলের জঙ্গি হামলায় ২৬ জন নিরীহ মানুষ, যাদের বেশিরভাগই পর্যটক ছিলেন, নিহত হন। এরপর থেকেই দেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। আজকের বৈঠক ছিল এই বিষয়ে সরকারের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ নির্ধারণের লক্ষ্যেই।

এই বৈঠক ছিল প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গত কয়েক দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার কমিটির বৈঠক। বৈঠকের পরপরই ক্যাবিনেট কমিটি অন পলিটিক্যাল এফেয়ার্স ও ক্যাবিনেট কমিটি অন ইকোনমিক এফেয়ার্স-এর পৃথক অধিবেশন শুরু হয়েছে। শীর্ষ মন্ত্রীরা এখনও প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বৈঠকে রয়েছেন।

২৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটি-র প্রথম বৈঠকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক কড়া পদক্ষেপ ঘোষণা করা হয়েছিল।

এর মধ্যে ছিল সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করা, অটারি সীমান্ত বন্ধ ঘোষণা, পাকিস্তানি নাগরিকদের ভিসা বাতিল, পাকিস্তান-ঘনিষ্ঠ ইউটিউব চ্যানেল ও এক্স অ্যাকাউন্ট ব্লক ও দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্ক হ্রাস ও পাকিস্তানি দূতাবাস কর্মীদের ফেরত পাঠানো।

সূত্রের দাবি, আজকের বৈঠকে সামরিক প্রতিশোধের পথ খোলা রাখা হয়েছে এবং সব ভারতীয় বাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্কতায় থাকার নির্দেশ বহাল রয়েছে। ভারত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, পাহালগাম হামলার মূল ষড়যন্ত্রকারীদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে এবং যারা এই হামলার পৃষ্ঠপোষক, তাদেরও জবাবদিহি করতে হবে।

অন্ধ্র প্রদেশের সিমাচলম মন্দিরে দেওয়াল ধসে ৮ ভক্তের মৃত্যু, মুখ্যমন্ত্রীর ২৫ লক্ষ টাকা এককালীন আর্থিক সহায়তার ঘোষণা

বিশাখাপত্তনম, ৩০ এপ্রিল : অন্ধ্রপ্রদেশের বিখ্যাত শ্রী বরাহা লক্ষ্মী নরসিংহ স্বামী মন্দিরে আজ ভোররাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় অন্তত ৮ জন ভক্তের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। 'চন্দনোৎসব' বার্ষিক উৎসব চলাকালীন ভোররাতে হঠাৎ একটি দেওয়াল ধসে পড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

ঘটনাটি ঘটে 'নিজরূপ দর্শন'-এর জন্য নির্ধারিত ৩০০ টাকার কিউ লাইনে, যেখানে শত শত ভক্ত জড়ো হয়েছিলেন। স্থানীয় প্রশাসনের মতে, গভীর রাতে প্রবল বৃষ্টির কারণে মাত্র ২০ দিন আগে নির্মিত দেওয়ালটি ধসে পড়ে। দেওয়াল ধসের সময় রাত প্রায় ২:৩০ থেকে ৩:৩০ টার মধ্যে ব্যাপক বৃষ্টিপাত হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত মন্দিরের উত্তরাধিকারী ট্রাস্টি অশোক গজপতি রাজু তখন দেবতাকে ঐতিহ্যগত রীতি অনুযায়ী রেশমের বস্ত্র দান করছিলেন। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটে যায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

মৃত ৮ জনের মধ্যে ৫ জন পুরুষ ও ৩ জন নারী রয়েছেন। ৭ জন ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান, একজন পরে হাসপাতালে মারা যান। কিং জর্জ হাসপাতালের সুপারিন্টেনডেন্ট কে. শিবানন্দ জানান, এ পর্যন্ত তিনজনকে আধার কার্ডের মাধ্যমে শনাক্ত করা গেছে। পরবর্তীতে অবশ্য বাকিদের মধ্যে সাতজনকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা হলো, নিহতদের মধ্যে রয়েছেন এক প্রযুক্তি কর্মী দম্পতি। পিল্লা উমা মহেশ্বর রাও (৩০) এবং পিল্লা শৈলজা (২৬), এই দম্পতি হায়দরাবাদে এইচসিএল ও ইনফোসিস-এ কর্মরত ছিলেন এবং সম্প্রতি বাড়ি থেকে কাজ করছিলেন। তাঁদের বাড়ি বিশাখাপত্তনম জেলার মাধুরাওয়াড়ার চন্দ্রপালেম গ্রামে। এই দম্পতি তিন বছর আগে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। মর্মান্তিকভাবে, শৈলজার মা ভেঙ্কট রত্না (৪৫) এবং কাকিমা জি. মহালক্ষ্মী (৬৫)-ও এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। নিহত অন্যদের মধ্যে রয়েছেন দুর্গাস্বামী নাইডু (৩৩) এবং কে. মনিকান্ত (২৮), তাঁরা উভয়েই পূর্ব গোদাবরী জেলার বাসিন্দা। এছাড়াও নিহতদের তালিকায় আছেন ইদলা ভেঙ্কট রাও (৪৫), তিনি বিশাখাপত্তনম জেলার বাসিন্দা। অপর একজনকে এখনও শনাক্ত করা যায়নি

মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু ইতিমধ্যে নিহতদের পরিবারকে ২৫ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৩ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। পাশাপাশি, প্রয়াতদের পরিবারের একজন উপযুক্ত সদস্যকে আউটসোর্সিং চাকরি দেওয়া হবে এনডোয়মেন্টস দপ্তরের মাধ্যমে। এদিকে, এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং প্রশাসনের তরফ থেকে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরপরই এনডিআরএফ, এসডিআরএফ দমকল এবং পুলিশ বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করে। বিশাখাপত্তনমের জেলা কালেক্টর এম. এন. হরেন্দ্র প্রসাদ, পুলিশ কমিশনার ডঃ শঙ্ক ব্রত বাগচী ও গৃহমন্ত্রী ভাঙ্গালাপুড়ি অনীতা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।

মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে জরুরি ভিত্তিতে একটি টেলিকনফারেন্স করেন। তিনি নির্দেশ দেন, আহতদের সর্বোচ্চ চিকিৎসা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। একইসাথে তিনি একটি তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স-এ শোক প্রকাশ করে নিহতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০,০০০ টাকা করে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তার কথা জানান।

এদিকে, উপ-মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ ঘটনাকে 'চরম দুর্ভাগ্যজনক' বলে উল্লেখ করে আহতদের চিকিৎসায় যথাযথ তদারকি করার নির্দেশ দেন। রাজস্বমন্ত্রী অনাগানি সত্য প্রসাদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বলেন, সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে আছে। এনডোয়মেন্টস মন্ত্রী অনাম রমণারায়ণ রেড্ডি জানান, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দাবি করেছে, জেলা কালেক্টর ও উতব কমিটির প্রধান রামচন্দ্র মোহন এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। ভিএইচপি-র মুখপাত্র পুড়িপেদ্দি শর্মা অভিযোগ করেন, 'ভিআইপি নিরাপত্তার পেছনে সাধারণ ভক্তদের নিরাপত্তা অবহেলা করা হয়েছে। একজন ভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া ভক্ত বলেন, "দেওয়াল ধসের মাত্র ৩ থেকে ৫ মিনিট আগেই আমি ওই জায়গা পার হয়েছিলাম। হঠাৎই এক বিকট শব্দে দেওয়াল ভেঙে পড়ে। তা ছিল ভয়ানক অভিজ্ঞতা।"

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল এস. আব্দুল নাজির ও তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী এ. রেভন্ত রেড্ডি উভয়েই শোক প্রকাশ করে আহতদের সর্বোচ্চ চিকিৎসা সুনিশ্চিত করার আহ্বান জানান। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই.এস. জগন মোহন রেড্ডি শোক প্রকাশ করে সরকারকে পূর্ণ সহায়তার নির্দেশ দেন। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনার তদন্ত চলছে এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রোধে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।

অসমে দ্বাদশের ফলাফল ঘোষিত, বিজ্ঞানে পাসের হার সর্বোচ্চ, শীর্ষ স্থানে নিকিলেশ

গুয়াহাটি, ৩০ এপ্রিল : অসমে দ্বাদশের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। তাতে, বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার সর্বোচ্চ রেকর্ড হয়েছে। তেমনি, ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা ভালো ফলাফল করেছে। অসম রাজ্য স্কুল শিক্ষা পর্ষদ আজ দ্বাদশের ফলাফল প্রকাশ করেছে।

এই বছর মোট ৩,০২,৪২০ জন ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বিভাগে দ্বাদশ পরীক্ষা দিয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগে ৮৪.৮৮ শতাংশ, বাণিজ্যে ৮২.১৮ শতাংশ, কলা বিভাগে ৮১.০৩ শতাংশ, ব্যবসায়িক বিভাগে ৬৮.৫৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাস করেছে।

দৃষ্টান্তমূলকভাবে, প্রত্যেক বিভাগেই মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় ভালো ফল করেছে। উদাহরণস্বরূপ, কলা বিভাগে ছাত্রীদের পাসের হার ৮২.৯৫ শতাংশ, যেখানে ছাত্রদের হার ৭৮.৪২ শতাংশ। বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রীদের পাসের হার ৮৫.৫৪ শতাংশ এবং ছাত্রদের ৮৪.৩৯ শতাংশ।

বিজ্ঞান বিভাগে শীর্ষে আছেন ডন বসকো স্কুলের নিকিলেশ দত্ত। তিনি ৪৮৪ নম্বর পেয়েছেন। দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন নওগাওঁ রামানুজন জুনিয়র কলেজের অরিজিত রায় ও ডিব্রুগড় ব্রিলিয়ান্ট একাডেমির বিষ্ণুজ্যোতি দাস। উভয়েই ৪৮২ নম্বর পেয়েছেন।

অসমে দ্বাদশ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৭ মার্চ পর্যন্ত, দুটি শিফটে। প্রায়োগিক পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল ২৯ জানুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

যেসব শিক্ষার্থী পুনঃমূল্যায়নের আবেদন করতে চান, তাঁরা ফলাফল ঘোষণার দুই দিন পর থেকে অসম রাজ্য স্কুল শিক্ষা পর্ষদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আবেদন করতে পারবেন। প্রতি বিষয়ে পুনঃমূল্যায়নের জন্য ৫০০ টাকা ফি ধার্য করা হয়েছে। যাঁরা অকৃতকার্য হয়েছেন বা ফল উন্নতির জন্য আগ্রহী, তাঁদের জন্য অতিরিক্ত ও উন্নয়নমূলক পরীক্ষার সময়সূচি পরবর্তীতে পর্ষদ ঘোষণা করবে। সব শিক্ষার্থীকে নিজ নিজ বিদ্যালয় থেকে মূল মার্কশিট সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

রেলওয়ে স্টেশনে পাওয়ার কার থেকে এইচএসডি তেল চুরি, ধৃত চার

মালিগাঁও, ৩০ এপ্রিল : গুয়াহাটী রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং ১২০৬৭ আপ-এর জেনারেটর ব্রেক ভ্যান থেকে হাই-স্পিড ডিজেল (এইচএসডি)তেল চুরির ঘটনায় ২৯ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে গুয়াহাটির রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীয়ে (আরপিএফ) ৪জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছেন। এসি/টিএল/গুয়াহাটি-এর সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার তরফ থেকে একটি মেমো দ্বারা পাওয়ার কার থেকে এইচএসডি তেল চুরির কথা জানানো হয়েছিল।

তথ্যের ভিত্তিতে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে আরপিএফ-এর অফিসার ও কর্মীরা তাৎক্ষণিকভাবে একটি অভিযান ও তল্লাশি চালায়। তাদের প্রচেষ্টায় চারজন অপরাধীকে সফলভাবে গ্রেফতার করা হয় এবং চুরি হওয়া ১০ লিটার এইচএসডি তেল উদ্ধার করা হয়।

এই ঘটনার সাথে সম্পর্কিত, রেলওয়ে সম্পত্তি (বেআইনি দখল) আইনের ধারা ৩ (ক) এবং রেলওয়ে আইনের ধারা ১৫৪ এবং ১৬৪ এর অধীনে ২৯ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখের মামলা নং ০৭/২৫ এর অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের সন্মানীয় স্পেশাল রেলওয়ে ম্যাজিস্ট্রেট (এসআরএম),গুয়াহাটির সামনে হাজির করারেলওয়ে স্টেশনে পাওয়ার কার থেকে এইচএসডি তেল চুরি, ধৃত চার

মালিগাঁও, ৩০ এপ্রিল : গুয়াহাটী রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং ১২০৬৭ আপ-এর জেনারেটর ব্রেক ভ্যান থেকে হাই-স্পিড ডিজেল (এইচএসডি)তেল চুরির ঘটনায় ২৯ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে গুয়াহাটির রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীয়ে (আরপিএফ) ৪জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছেন। এসি/টিএল/গুয়াহাটি-এর সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার তরফ থেকে একটি মেমো দ্বারা পাওয়ার কার থেকে এইচএসডি তেল চুরির কথা জানানো হয়েছিল।

তথ্যের ভিত্তিতে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে আরপিএফ-এর অফিসার ও কর্মীরা তাৎক্ষণিকভাবে একটি অভিযান ও তল্লাশি চালায়। তাদের প্রচেষ্টায় চারজন অপরাধীকে সফলভাবে গ্রেফতার করা হয় এবং চুরি হওয়া ১০ লিটার এইচএসডি তেল উদ্ধার করা হয়।

মেহুল চোকসির বিরুদ্ধে ঋণ প্রতারণা মামলায় মুম্বই আদালতের জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি

মুম্বই, ৩০ এপ্রিল : ক্যানারা ব্যাংক-এর নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়াম ঋণ প্রতারণা মামলায় অভিযুক্ত হীরার ব্যবসায়ী মেহুল চোকসির বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে মুম্বইয়ের এসপ্ল্যানেড কোর্ট।

এই মামলাটি প্রায় ৫৫.২৭ কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতি সংক্রান্ত। অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আর বি ঠাকুর সম্প্রতি এই পরোয়ানা জারি করেন। মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে ২ জুন। ওইদিন এই পরোয়ানা সংক্রান্ত রিপোর্ট আদালতে উপস্থাপন করা হবে।

সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (ঋঙ্কজ্জ) জানিয়েছে, ক্যানারা ব্যাংক এবং ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র মিলে বেজেল জুয়েলারি নামে একটি প্রতিষ্ঠানে যথাক্রমে ৩০ কোটি টাকা এবং ২৫ কোটি টাকার কর্মনিধি ঋণ মঞ্জুর করেছিল। এই ঋণ স্বর্ণ ও হীরার গহনা তৈরির জন্য দেওয়া হলেও প্রতিষ্ঠানটি তা প্রকৃত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেনি, বরং ঋণ ফেরতও দেয়নি। ফলে ঋণদাতা কনসোর্টিয়াম ব্যাংকগুলোর সম্মিলিতভাবে ৫৫.২৭ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ সিবিআইয়ের।

প্রসঙ্গত, মেহুল চোকসি ও তাঁর ভাইপো নীরব মোদী ইতিমধ্যেই ১৩,৫০০ কোটির পিএনবি কেলেঙ্কারি মামলায় প্রধান অভিযুক্ত।

ভারতের তদন্ত সংস্থার প্রত্যর্পণ অনুরোধের ভিত্তিতে চোকসি সম্প্রতি ১২ এপ্রিল বেলজিয়ামে গ্রেপ্তার হন। বর্তমানে তিনি বেলজিয়ামের আদালতে জামিনের জন্য লড়ছেন। অন্যদিকে, নীরব মোদী ২০১৯ সাল থেকে লন্ডনের একটি কারাগারে আটক রয়েছেন। চোকসির বিরুদ্ধে জারি হওয়া এই জামিন অযোগ্য পরোয়ানার মাধ্যমে ভারত সরকার তাঁর প্রত্যর্পণের প্রচেষ্টা আরও জোরদার করতে চলেছে।

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খাজা আসিফের 'ডার্টি ওয়ার্ক' মন্তব্যে আমেরিকার প্রতিক্রিয়া, দিল বড় বার্তা

ইসলামাবাদ, ৩০ এপ্রিল: পহেলগাঁও-এ সন্ত্রাসী হামলার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা চরমে উঠেছে। এরই মধ্যে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খাজা আসিফ একটি সাক্ষাৎকারে বিস্ফোরক মন্তব্য করে বলেন, "পাকিস্তান বিগত কয়েক দশক ধরে সন্ত্রাসবাদের পোষণ করছে এবং এই 'ডার্টি ওয়ার্ক' (নোংরা কাজ) মূলত আমেরিকার জন্যই করা হয়েছে।" তাঁর এই বক্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক আলোড়ন, আর এবার এ বিষয়ে মুখ খুলল আমেরিকা।

সাম্প্রতিক এক প্রেস ব্রিফিংয়ে মার্কিন বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুসকে খাজা আসিফের বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আমরা উভয় দেশের সঙ্গেই কথা বলছি এবং গোটা বিশ্ব আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তবে এই মুহূর্তে এর বাইরে আমার কিছু বলার নেই।" ট্যামি ব্রুসের এই সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া থেকে স্পষ্ট, মার্কিন প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে সরাসরি মন্তব্য করতে এখনই রাজি নয়, তবে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে।

স্কাই নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে খাজা আসিফ বলেন, "গত ৩০ বছর ধরে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের মতো নোংরা কাজ করে আসছে। এই কাজ মূলত আমেরিকা ও আরও কিছু দেশের জন্যই করা হয়েছে।" তিনি আরও দাবি করেন, "লস্কর-ই-তৈয়বা এখন প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং ভারতের সঙ্গে কোনও অল-আউট যুদ্ধের পরিস্থিতি নেই।"

জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে সম্প্রতি যে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে, তাতে ভারতের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত কড়া।

ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক কূটনৈতিক ও প্রতিরক্ষা-সম্পর্কিত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চারটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশ নেবেন, যার মধ্যে রয়েছে সিসিএস (ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটি)-এর বিশেষ বৈঠক। এতে উপস্থিত থাকবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। হামলার পর থেকে পাকিস্তান আতঙ্কে রয়েছে, এবং আশঙ্কা করছে ভারত পাল্টা হামলার পথে হাঁটতে পারে। এই ভয় থেকেই পাকিস্তান ইতিমধ্যেই তুরস্ক, রাশিয়া সহ একাধিক দেশের সঙ্গে আলোচনায় বসেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন বাসব জয়ন্তীতে, স্মরণে জগদ্গুরু বাসবেশ্বরের আদর্শ ও অবদান

নয়া দিল্লি, ৩০ এপ্রিল : আজ বাসব জয়ন্তীর পবিত্র দিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করলেন জগদ্গুরু বাসবেশ্বরকে। সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টের মাধ্যমে তিনি বাসবেশ্বরের সমাজকল্যাণমূলক চিন্তা ও সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, 'জগদ্গুরু বাসবেশ্বর মহারাজের সমাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা আজও আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর শিক্ষা এবং আদর্শ আমাদের একটি সমতাভিত্তিক ও ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ গঠনে পথপ্রদর্শক।' বাসব জয়ন্তী কর্ণাটক এবং দেশের বিভিন্ন অংশে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব হিসেবেই উদযাপিত হয়, যেখানে ভক্তগণ জগদ্গুরু বাসবেশ্বরের স্মরণে নানা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তিনি ১২শ শতাব্দীতে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর প্রচারিত "বচন সাহিত্য" এবং "শরণ সংপ্রদায়" এক নতুন সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের জন্ম দেয়, যেখানে জাতপাতের বিভাজন অগ্রাহ্য করে সমতা, শ্রমের মর্যাদা এবং নৈতিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই বার্তা দেশের যুবসমাজকে আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিল বাসবেশ্বরের শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা এবং আজকের সমাজে তার প্রয়োগের অপরিহার্যতা। জগদ্গুরু বাসবেশ্বর কেবল একজন ধর্মীয় নেতা নন, তিনি এক সমাজচিন্তক, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রবক্তা এবং মানবতার প্রতীক।

ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার মাঝেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলো স্বস্তির বার্তা, ট্রাম্প বললেন - ভারতের সঙ্গে হতে পারে বাণিজ্য চুক্তি

ওয়াশিংটন, ২৯ এপ্রিল: ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলমান উত্তেজনার মধ্যেও ভারতীয় বাণিজ্য জগতে আশার আলো দেখা দিলো। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ভারতের সঙ্গে শুল্ক সংক্রান্ত আলোচনা খুব ইতিবাচকভাবে এগোচ্ছে এবং তিনি মনে করেন, খুব শীঘ্রই দুই দেশের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে।

হোয়াইট হাউসের বাইরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, *'আমার বিশ্বাস, আমরা ভারতের সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে পারব।'

প্রসঙ্গত, ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী মোদি হোয়াইট হাউস সফর করেছিলেন। ট্রাম্পের এই মন্তব্য এসেছে ঠিক একদিন পরে, যখন মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বলেন, ভারত এমন দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম হবে যারা আমেরিকার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করে পাল্টা শুল্ক আরোপ এড়াতে পারবে।

এর আগে, ২ এপ্রিল ট্রাম্প প্রশাসন ভারত ও চীন-সহ একাধিক দেশের ওপর ১০ শতাংশ মূল শুল্ক এবং স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম ও মোটর যন্ত্রাংশের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে। যদিও, ৯ এপ্রিল চীন ও হংকং বাদে অন্যান্য দেশগুলোর জন্য আগামী ৯ জুলাই পর্যন্ত ৯০ দিনের জন্য এই শুল্কে স্থগিতাদেশ দেয় আমেরিকা।

এদিকে, আমেরিকার সঙ্গে চলমান বাণিজ্য সংঘাতের জেরে বেশ কিছু চীনা সংস্থা ভারতীয় রপ্তানিকারকদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে। ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান এক্সপোর্ট অর্গানাইজেশন্স (চজ্জকঞ্জ)-এর ডিরেক্টর জেনারেল অজয় সাহায় জানিয়েছেন, গুয়াংঝৌ-তে চলমান ক্যান্টন ফেয়ারে (৫ মে পর্যন্ত) ভারতের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে চীনের একাধিক কোম্পানি যোগাযোগ করেছে।

নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি

সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে. উপরোক্ত ছবিতে দেওয়া নিখোঁজ ব্যক্তির নাম শ্রী দিনেশ নমঃ দাস বয়স ৩৩ বৎসর, পিতা শ্রী ভুবন নম দাস ঠিকানা বাগানটিলা, জামথুন খানা-কচুখড়া, জেলা। ধলাই ত্রিপুরা, গায়ের রঙ। ফর্সা, উচ্চভাঃ-৫.৬ ফুট, চোখ এবং চুল-কালো, উক্ত ব্যক্তি গত ১০.০২.২০১৩ ইং তারিখে নিজ বাড়ি বইতে স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া যায়। এখন পর্যন্ত সে আর বাড়িতে ফিরিয়া আদে নাই। পরবর্তী সময়ে অনেক খোঁজা-খুজির পরও তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

উক্ত বিষয়ে কচুদড়া খানায় গত ০৭.০৭.২০২৩ ইং তারিখে একটি জেনারেল ডায়েরী নর্থীভুক্ত করা হইয়াছে, যাহার নং ১৯ উক্ত বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে।

উক্ত নিজে ব্যক্তির দক্ষদ্ধ কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানানোর জন্য" অনুরোধ করা যাইতেদে।

পুলিশগুপ্তার,
ধলা জেলা, আনবা
দুরাচার নম্বর
০৫৮২৬-২৬৭৯৫৯ (পুলিশকন্টোল, ধলাই)
০৩৮২৬,২৬৭২৫৮ (অভিস) ১৫৭৩১৭২৬৮০ (মোবাইল)
বাতর:-
মাহর কন দাস ধলাই জেলা, আমবাসা

ICA/D-126/25

নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তি

সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য আনানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত ছবিতে দেওয়া নিখোঁজ ব্যক্তির নাম শ্রী পক্ষ কুমার দেবর্ধনা বয়স ৫৫ বৎসর, পিতা-মৃদ্ধ দত্র রাম দেবর্বদা, ঠিকানা মেচুরিয়া, থানা-কচুমড়া, জেলাঃ ধলাই ত্রিপুরা, গায়ের রঙঃ-ফর্সা, উচ্চতাঃ-৫.৬ ফুট, চোখ এবং চুল কালো, উক্ত ব্যক্তি গত ০৪-০৩-২০১৯ ইং তারিখে নিজ বাড়ি হইতে স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া যায়। এখন পর্যন্ত সে আর বাড়িতে ফিরিযা আসে নাই। পরবর্তী সময়ে অনেক খোঁজ-খুজির পরও ভাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

উক্ত বিষয়ে কচুমড়া খানায় গড় ০৭-০৩-২০১৯ ইংভারিখে একটি জেনারেল ডাবেরী নখীভুক্ত করা হইয়াছে, যাহার দং ১৯ উক্ত বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে।

১২ উক্ত নিখোঁক বান্ধির পঞ্চদ্ধে কাহারো কোন তথ্য জন্য থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায়, আনানোর জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

নোমাযোগের ঠিকানা।-
ধলাইজেসা, আমবাসা
দুরান্ডার নম্বর
০৩৮২৬-২৬৭২৫১ (পুলিশকন্টোল, গুলাই)
১৩৮২৬৯৬৭২৫৮ (অফিস)
২৪৩৬৯০১৬৮০ (মোবাইল)
ধলাই তেলা আমবানা

ICA/D-128/25

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 03/EE/SNM/PWD/2025-26, Dt: 28/05/2025

The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to 3.00 P.M. on 19/05/2025 for the following work:

Sl. No	Name of work (DNIeT No)	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	197/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2024-25	Rs 1,17,35,691.00	Rs 2,34,714.00	120 Days
2	198/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2024-25	Rs 1,07,66,316.00	Rs 2,15,326.00	120 Days

For more tender details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C-351/25

(Er. Dhananjoy Debbarma)
Executive Engineer
Sonamura Division, PWD(R&B)
Sonamura, Sepahijala, Tripura

PNIET No.: 03/EE/UDP-DIVN/UDP/2025-26,Dated. 04.2025

The Executive Engineer, Udaipur Division, PWD(R&B), Udaipur, Gomati District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bids system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Gov't Organization of other State & Central for

Sl. No.	DNIT No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last Date & time for document downloading & bidding	Time & Date of opening of Bid
1	03/EE/PWD/UDP/R/2025-26	Rs. 23,82,093.57	Rs. 47,642.00	120 Days	Up to 03.00 PM on 13.05.2025	At 11.00 AM on 14.05.2025, if Possible.
2	04/EE/PWD/UDP/R/2025-26	Rs. 24,13,466.90	Rs. 48,269.00	120 Days		

All the above mentioned online activity should be done in the e-procurement portal http:// tripuratenders.gov.in.
Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/ 346/25

(Er. H. Majumder)
Executive Engineer
PWD(R&B), Udaipur Division
Gomati District, Tripura.

NOTIFICATION

The "Notice Inviting Tender" towards (i) Compilation of Accounts, and (ii) Audit of Books & Accounts from the CAG empanelled Chartered Accountants exclusively within Tripura State for the F/Y 2024 – 2025 in c/w (i) O/o the Member-Secretary, TTWREIS; & (ii) O/o the Nodal Officer, NESTS, Tripura issued vide notice no. 25-282/TW/REIS/FIN/2024/I/576050/2025 Dated, 17/03/2025 respectively is hereby cancelled due to unavoidable
ICA/C/886/25

(Vanlaldika Darlong, TCS, Gr-I)
Member-Secretary (Joint Director, T.W.)
Tripura Tribal Welfare Residential Educational Institutions Society
Nodal Officer :: NESTS :: Tripura

হরেকরকম

কষ্ট করে ঘাম ঝরিয়ে জিম আর নয়

হৃদযন্ত্র ভাল রাখতে কার্ডিয়োভাস্কুলার ব্যায়াম করার পরামর্শ দেন প্রশিক্ষকেরা। নিয়মিত দৌড়নো, ব্রিস্ক ওয়াক বা জগিংয়ের মতো ব্যায়াম হার্ট এবং ধমনীর বিভিন্ন রকম সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। ফলে স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে। তবে শরীরচর্চার তো বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে।

কোনটি কার জন্য কার্যকরী, সে বিষয়ে সাধারণত চিকিৎসক এবং প্রশিক্ষকেরাই আলোকপাত করে থাকেন। কিন্তু এখন সমাজমাধ্যমের যুগ। প্রতি দিন নতুন নতুন যা কিছু ঘটছে, তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার জন্য দশ পা এগিয়ে রয়েছে সমাজমাধ্যম। সম্প্রতি সেই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে শরীরচর্চার বিশেষ একটি মাধ্যম "কোজি কার্ডিয়ো"।

তরুণ প্রজন্মের মধ্যে অনেকেই জিমে গিয়ে গা ঘামাতে পছন্দ করেন। কিন্তু প্রতি দিন জিমে যাওয়ার কষ্ট সহ্য করতে পারেন না এমন মানুষও আছেন। তাই হোপ জাকারব্রো নামে এক সমাজমাধ্যম প্রভাবী বাড়ির পরিবেশেই কম খেটে ঘাম ঝরানোর ফন্দি এঁটেছেন তিনি। নাম দিয়েছেন "কোজি কার্ডিয়ো"। অভিনব শরীরচর্চার এই পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে। তাঁর ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই ২০ লক্ষ মানুষের নজরে এসেছে।

কোজি কার্ডিয়োর ধারণাটি আসলে শরীরচর্চার জন্য একটি আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। হোপের করা ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, মনোরম কিছু সুগন্ধি মোমবাতি এবং একেবারে হালকা, ঢিমে আলোর মালায় দিয়ে ওই তরুণী তাঁর বাড়ির বসার ঘরটি সাজিয়ে নিয়েছেন। ঘরের এক কোণে চলছে টেলিভিশন। তাঁর প্রিয় পানীয়ে চুমুক দিতে দিতে বেশ কিছু ভঙ্গি অভ্যাস করছেন। আধঘণ্টা থেকে ১ ঘণ্টা এই ভাবে শরীরকে বিশেষ কষ্ট না দিয়ে ব্যায়াম করার ফলও পেয়েছেন তিনি।

স্মৃতিশক্তি উন্নত হয় কোন কোন গন্ধে

চেষ্টা করেও কিছু মনে রাখতে পারছেন না। কিংবা পুরনো কথা মনে থাকলেও সকালে কী দিয়ে ভাত খেয়েছেন, তা মনে করতে পারছেন না। আবার বাজার করতে গিয়ে এটা-ওটা আনতে ভুলে যাওয়া কিংবা দূর সম্পর্কের কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে হঠাৎতরাস্তায় দেখা হলেও চিনতে না পারার মতো সমস্য দেখা যায় অনেকের। স্মৃতিভ্রম যে কতটা বিপজ্জনক হতে পারে, তার উদাহরণ হল ডিমেনশিয়া।

ঠিক কী কারণে এই রোগ হয়, তা বলা মুশকিল। চিকিতা পদ্ধতিও বেশ দীর্ঘ। তবে ইউসিআই সেন্টার ফর দ্য নিউরোবায়োলজি অফ লার্নিং অ্যান্ড মেমোরি'র করা একটি গবেষণা বলছে, বিশেষ কিছু এসেনশিয়াল অয়েলের সাহায্যে স্নায়ুর এই ধরনের জটিলতাকে প্রতিরোধ করা যায়। সাম্প্রতিক গবেষণায় উঠে এসেছে এমন তথ্য।

ঘটে যাওয়া কোনও বিষয় মনে রাখতে সমস্যা হচ্ছে এমন মানুষদের নিয়ে ছ'মাস ধরে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল গবেষক সমীক্ষা শুরু করেন। তাঁদের শোয়ার ঘরে নিয়মিত কিছু সুগন্ধি তেল রেখে আসা হয়। নির্দিষ্ট সময় পরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আশানুরূপ ফল দেখতে পান গবেষকেরা। অংশগ্রহণকারীদের ঘরে গোলাপ, ল্যাভেন্ডার, কমলালেবু, ইউক্যালিপটাস, পাতিলেবু, পিপারমেন্ট এবং রোজমেরির মতো ৬টি আলাদা গন্ধের এসেনশিয়াল অয়েল রাখা হয়। ঘুমোনোর ঘণ্টা দুয়েক সেই ঘ্রাণ নিতে বলা হয়। যার ফলে রাতে সকলেই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ঘুমোতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন অংশগ্রহণকারীরা।

ইউসিআই-এর দেওয়া একটি প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "এর আগেও সুগন্ধি নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, দীর্ঘ সময় ধরে প্রায় ৪০ রকম আলাদা আলাদা গন্ধ অনেকেরই স্মৃতিশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করেছে। এই গন্ধ-চিকিৎসাই ডিমেনশিয়ার মতো দুরারোগ্য ব্যধিকে ঠেকিয়ে রাখার কাজে আশার আলো দেখাচ্ছে।"

বাবা-মায়ের ডায়াবিটিস আছে কি

ডায়াবিটিস ধরা পড়লেই জীবনে চলে আসে বেশ কিছু বিধিনিষেধ। খাওয়াদাওয়া থেকে দৈনন্দিন যাপন, সব ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে চলতে হয়। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে না রাখলে এর হাত ধরেই আরও অনেক সমস্যা শুরু হয়। তাই সাবধান থাকা জরুরি। শর্করার মাত্রা যদি এক বার বিপদসীমা পেরিয়ে যায়, তা হলে কিডনিতেও এর প্রভাব পড়তে পারে।

যাঁদের পরিবারে কোনও সদস্যের ডায়াবিটিস রয়েছে তাঁদের কিন্তু বেশি সতর্ক থাকতে হবে। রোজকার কিছু অভ্যাস অজান্তেই আপনার ডায়াবিটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। জেনে নিন, কোন কোন অভ্যাসে লাগাম না টানলেই ডায়াবিটিসের আশঙ্কা বাড়ে। ১) অনেকেই অফিস যাওয়ার তাড়ায় প্রাতরাশ না করেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। দীর্ঘ ক্ষণ খালি পেটে থাকলে শরীরে ইনসুলিন হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। তাই প্রাতরাশ করতে হবে পেট ভরে। ২) অনেকেই ঘুমের সঙ্গে আপস করেন। রাত জেগে পার্টি, ওয়েব সিরিজ দেখা, হইহুল্লোড়ের ফলে অপর্যাপ্ত ঘুম নানা রোগবালাই ডেকে আনে। দিনে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টার কম ঘুম হলে ডায়াবিটিস হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। ঘুম যাতে পর্যাপ্ত হয়, সে দিকে অতি অবশ্যই খেয়াল রাখুন। ৩) দীর্ঘ ক্ষণ এক জায়গায় বসে কাজ করলেও ঝুঁকি বাড়ে ডায়াবিটিসের। শরীর যত সচল রাখবেন, ততই ডায়াবিটিস দূরে থাকবে। এক জায়গায় বসে বসে কাজ রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই যত পারবেন, শরীর সচল রাখার চেষ্টা করুন। শরীরচর্চা শুরু করুন।

৪) বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ধূমপানের সঙ্গেও ডায়াবিটিসের যোগ রয়েছে। তাই ডায়াবিটিসের ঝুঁকি কমাতে ধূমপানে রাশ টানুন। নিয়মিত মদ্যপানের অভ্যাসও ডায়াবিটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। ৫) মানসিক চাপের কারণেও ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হন কেউ কেউ। কর্মক্ষেত্রে চাপ, বাড়িতে সমস্যা চিন্তার জেরে বেড়ে যায় রক্তের শর্করার মাত্রা। মানসিক চাপ কমাতে নিয়মিত যোগাসন করুন। মাঝেমধ্যে সময় বার করে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিন, বেড়াতে যান। মন ভাল রাখার চেষ্টা করুন।

নীল রঙের কলার স্বাদ ঠিক যেন ভ্যানিলা আইসক্রিমের মতো

নীল রঙের কলা হয়, এ কথা শুনেছেন কখনও? তবে নামের জন্য নয়, এই কলা কিন্তু স্বাদের জন্য বেশি জনপ্রিয়। ব্লু জাভা কলার স্বাদ নাকি একেবারে ভ্যানিলা আইসক্রিমের মতো। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ফিলিপিনস আর ফিজিতে এই রকম নীল কলার খোঁজ পাওয়া যায়। সমাজমাধ্যমে এই রঙের কলা ঘিরে বেশ হইচই শুরু হয়েছে।

১৯২০ সালে হাওয়াইয়ে প্রথম এই কলার খোঁজ মেলে। নীলচে সবুজ রঙের এই কলা মুখে দিলেই যেন মাখনের মতো গলে যায়। কোনও রাসায়নিক ব্যবহার করে এই রং করা হয় না। প্রকৃতিক উপায়েই এই ফল হয়। ব্লু জাভা কলা কিন্তু ঠান্ডা প্রতিরোধ করতেও সক্ষম। মাইনাস ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাতেও এই প্রকার কলা জন্মায়। যেখানে হলুদ কলা শুধুমাত্র গ্রীষ্মমন্ডলীয় পরিবেশে জন্মাতে পারে, নীল জাভা কলার লন কিন্তু ১, ৮০০ মিটার উচ্চতাতেও ভাল হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যে ভাবে চোখে পড়ছে, তাতে এই ধরনের কলার ফলন বাড়বে বলেই আশা হরা যায়। এই নীল জাভা কলা ইতিমধ্যেই অনেকের কাছে আগ্রহের বিষয়। দিন দিন এর জনপ্রিয়তা এত বাড়ছে যে, এর বীজ আমাজন বা অনলাইনে অন্যান্য ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাচ্ছে। আইসক্রিমের মতো স্বাদের জন্য এই কলা আইসক্রিম কলা নামেও পরিচিত। এই কলা কিন্তু সাধারণ কলার তুলনায় বেশি স্বাস্থ্যকর। এই কলা প্রোটিনে ভরপুর। খেলে মন চাঙ্গা হয়। এতে থাকা ভিটামিন ডি ৬ রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থেকেও রেহাই পেতে এই কলা খান অনেকেই। অ্যানিমিয়ার রোগীদের জন্যও এই কলা বেশ কার্যকর।

ভিটামিন ডি-র অভাবে কি মারণরোগের ঝুঁকি বাড়ে?

শরীরের জন্য ভিটামিন ডি কতটা জরুরি তা বলা বাহুল্য। হাড়ের যত্ন নেওয়া থেকে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ভিটামিন ডি অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। ভিটামিন ডি শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলে অনেক রোগবালাই থেকে দূরে থাকা যায়। তেমনই ভিটামিন ডি-এর অভাবে বাড়ে ক্যানসারের ঝুঁকিও। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় উঠে এসেছে এমন একটি তথ্য।

তবে গবেষকেরা জানাচ্ছেন, ভিটামিন ডি-র অভাবের সঙ্গে ক্যানসারের সরাসরি কোনও যোগ নেই। শরীরে যদি এই ভিটামিনের অভাব দেখা দেয়, তাহলে অনেক সময় ক্যানসার হওয়ার একটা ঝুঁকি থেকে যায়। পাশাপাশি, ভিটামিন ডি-এর যদি কোনও অভাব না ঘটে, তাহলে ক্যানসার ছাড়াও আরও অনেক রোগ থেকে দূরে থাকা সম্ভব হয়। তাই ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার প্রতি বাড়তি নজর দেওয়ার কথা বলেন চিকিতকেরা।

ভিটামিন ডি-র অভাবে যে ধরনের ক্যানসারের ঝুঁকি থাকে তার মধ্যে অন্যতম হল স্তন ক্যানসার। এ ছাড়াও অন্ত্রের ক্যানসারের ঝুঁকিও থাকে ভিটামিন ডি-র অভাবে। এই ভিটামিন ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। মারণরোগ থেকে দূরে থাকতে ভিটামিন ডি শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকা জরুরি। ভিটামিন ডি-র গুণে আর কোন কোন রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি মেলে?

১) স্নায়ুর কার্যক্ষমতা বজায় রাখতে সাহায্য করে এই ভিটামিন। বার্ধক্যে স্নায়ুর রোগের উপসর্গ কমাতে এটি বেশ কার্যকর। মস্তিষ্কে কর্মক্ষমতা সচল রাখতেও এই ভিটামিনের জুড়ি মেলা ভার।

২) বৃদ্ধাবস্থায় হাড়ের ক্ষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা। হাড়ে উপস্থিত অন্যতম প্রধান খনিজ পদার্থ হল ক্যালসিয়াম। সুতরাং হাড় মজবুত রাখতে এবং ক্ষয় রোধ করতে ভিটামিন ডি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩) দেহের প্রোটিনকে রক্ষা করতে ভিটামিন ডি দারুন উপযোগী, তাই এটি দেহের পেশির কোষগুলিকে সুস্থ রাখে। এর ফলে বয়সকালে ওজন কমে যাওয়ার আশঙ্কা কমে এবং শরীর ভাল থাকে।

৪) ভিটামিন ডি অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের খুব ভাল একটি উত। এই অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট জাতীয় পদার্থ শরীরকে নানা ধরনের ক্ষতিকর বিক্রিয়া থেকে রক্ষা করে। ফলে প্রোটিন, হরমোন, ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ডিএনএ-র মতো উপাদানগুলি রক্ষা পায়।

হঠাৎ ওজন কমে যাওয়া কোন রোগের উপসর্গ হতে পারে?

অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন? এ দিকে, যতই সচেতন থাকুন না কেন, ওজন কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে থাকছে না। ভালমন্দ না খেয়েও বেড়ে যাচ্ছে ওজন, চুল ঝরছে অকালে, ত্বক হয়ে উঠছে জৌলুসহীন। কর্মব্যস্ত জীবনে ছোটখাটো এই শারীরিক সমস্যাগুলি আমরা প্রায়ই অবহেলা করি। অথচ এই উপসর্গগুলির পিছনে লুকিয়ে থাকতে পারে থাইরয়েডের চোখরাঙানি।

তাই থাইরয়েডের সমস্যা দেখা দিলে বিগড়ে যেতে পারে হরমোনের ভারসাম্য, দেখা দিতে পারে একাধিক রোগ। অনেক সময়ে শুরুতে বোঝা যায় না রোগের উপসর্গ। আর রোগ চিনতে যে দেরিটা হয়ে যায়, তাতেই নষ্ট হয় অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ সময়।

১) ক্লান্তি থাইরয়েডের সবচেয়ে বড় লক্ষণ। যদি অল্প কাজেই ক্লান্ত লাগে, তবে সতর্ক হওয়া জরুরি।

২) হঠাৎ কোনও কারণ ছাড়াই অতিরিক্ত রোগা বা মোটা হয়ে যাচ্ছেন কি? তা হলেও কিন্তু সতর্ক হোন। এটি থাইরয়েড হরমোনের মাত্রা ওঠা-নামা করার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কেত।

৩) ঘাড়ের উপর কালচে দাগ পড়তে শুরু করেছে? এই লক্ষণ কিন্তু প্রায়ই আমরা অবহেলা করি। কিন্তু থাইরয়েডের মাত্রায় গোলমাল হলেই এই দাগ পড়তে থাকে। ৪) অনিদ্রার সমস্যাও থাইরয়েডের লক্ষণ হতে পারে। রাতের পর রাত ঘুম না হলে এক বার থাইরয়েড পরীক্ষা করানো দরকার। ৫) উদ্বেগ এবং অবসাদ হঠাৎ বাড়তে শুরু করলেও সাবধান হওয়া দরকার। থাইরয়েড হরমোনের মাত্রার ওঠা-নামার সঙ্গে এর সরাসরি যোগ রয়েছে।

৬) মহিলাদের ক্ষেত্রে আর একটি বিষয়ও আছে। ঋতুস্রাব সময় মতো হচ্ছে কি না, খেয়াল রাখা জরুরি। অনিয়মিত ঋতুস্রাবও থাইরয়েডের উপসর্গ হতে পারে। ৭) সবাই আরামে বসে আছেন, অথচ আপনার প্রচণ্ড শীত করছে কিংবা গরমে দরদর করে ঘামছেন। হঠাৎ হঠাৎ এমনটা হলে সতর্ক হতে হবে।

বিয়ারের বোতল ঠান্ডা রাখবেন কোন কৌশলে

পুজো আসতে হাতে গোনা কয়েক দিন বাকি থাকলেও উৎসব মোটামুটি শুরু হয়ে গিয়েছে। এমন উতবমুখর সময়ে তাই ফাঁক পেলেই আড্ডাও জমে উঠেছে জোরকদমে। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়লেও বাইরে যা গরম পড়েছে, তাতে বন্ধুদের আড্ডায় চায়ের তুফান তোলাটা বেশ মুশকিলের। তার চেয়ে ঠান্ডা শরবত কিংবা অন্য পানীয়ে বেশি তৃপ্তি পাওয়া যেতে পারে।

সে কথা ভাবলে, আড্ডা জমাতে বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিলে মন্দ হয় না। আগে থেকে গিয়ে কয়েকটি বিয়ারের বোতল ফ্রিজবন্দি করে রাখলেই হয়। আড্ডা জমে যাবে। হয়তো পরিকল্পনা তেমনই ছিল, কিন্তু গোলমাল বাধল ফ্রিজটা বিগড়ে গিয়ে। ফ্রিজ ছাড়া বিয়ার ঠান্ডা রাখা সহজ নয়। তবে একেবারে কঠিনও নয়। কয়েকটি উপায় জেনে নিলে ফ্রিজ ছাড়া বিয়ারের বোতল ঠান্ডা রাখা নিয়ে ভাবতে হবে না। ১) বাড়িতে পুরনো খবরের কাগজ আছে? তা হলে সেগুলি বড় বড় করে ছিঁড়ে জলে ভিজিয়ে নিন। এ বার ওই ভেজা কাগজের টুকরোগুলি বোতলের গায়ে ভাল করে সেঁটে দিন। তার পর বোতলগুলি কিছু ক্ষণ অন্ধকার কোনও জায়গায় রেখে দিন। ৫-৬ ঘণ্টা পরে দেখবেন, বোতলগুলি ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। ২) বাজার থেকে কিছু বরফের চাঁই কিনে আনলেই এ সমস্যার সমাধান হয়। একটি বালতিতে বরফের চাঁই, জল আর সামান্য নুন দিন। তার পর বালতির মধ্যে বিয়ারের বোতলগুলি রেখে দিন। ঠান্ডা থাকবে দীর্ঘ ক্ষণ।

৩) ওয়েট টিস্যুও কিন্তু বিয়ারের বোতল ঠান্ডা রাখতে পারে। বিয়ারের বোতলের গায়ে ওয়েট টিস্যু জড়িয়ে দিন পুরু করে। তার পর সেটি ফাঁকা এবং অন্ধকার একটি জায়গায় রেখে দিন। বোতল ঠান্ডা থাকবে অনেক ক্ষণ।

ব্যস্ত জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে একসঙ্গে একাধিক কাজ

হাতে সময় কম। ব্যস্ত জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে একসঙ্গে একাধিক কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন অনেকেই। বিশেষ করে সকালে কাজে বেরোনোর আগে গোটা দেশ-দুনিয়ার হাল জেনে নেওয়া, সমাজমাধ্যমে নতুন কী এল তাতে চোখ বুলিয়ে নেওয়া ইত্যাদির জন্য সব সময়ের সঙ্গী হচ্ছে মোবাইল। ঘুম থেকে ওঠা থেকে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত হাতে বন্দি মুঠোফোন। হাতে ফোন নিয়েই শৌচালয়ে প্রবেশ করেন অনেকে। জরুরি কথা থেকে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করা সবই চলে কমোডে বসে। স্নানঘরে বসে এই কাজগুলি সেরে ফেলতে পারলে সময় হয়তো খানিকটা বাঁচিয়ে ফেলা যায়, কিন্তু এই অভ্যাস শরীরের জন্য মোটেই ভাল নয়। এখান থেকেই প্যাথোজেন সংক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়াও শৌচাগারে ফোন নিয়ে গেলে "ক্রস কন্টামিনেশন"- এর আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ক্রস কন্টামিনেশন কী? মোবাইলের টাচস্ক্রিনে হাত দিয়ে কমোডের ফ্লাশে হাত দেওয়া কিংবা ফ্লাশ করার পর হাত না ধুয়ে মোবাইল, শৌচাগারের অন্যত্র স্পর্শ করার ফলে ওই জায়গাগুলিতে ব্যাক্টেরিয়া থেকে যায়। ফলে পরে আবার যিনি শৌচাগারের দরজায় বা ফ্লাশ স্পর্শ করেন, তাঁর হাতে জীবাণু লেগে যায়। এই ভাবে ক্রমে সংক্রমণ ঘটতে থাকে।

নিয়মিত ফোন স্যানিটাইজ করলেও কি সমস্যার সমাধান হতে পারে?

অনেকে মনে করেন, প্রতিদিনের ব্যবহারের জিনিস যেমন জীবাণুমুক্ত করতে হয়, তেমন ভাবেই নিয়মিত ফোন জীবাণুমুক্ত বা স্যানিটাইজ করে নিতে পারলে বোধ হয় সংক্রমণ কিছুটা হলেও এড়ানো যেতে পারে। কিন্তু চিকিৎসকেরা বলছেন, ফোন, ল্যাপটপ, ট্যাবের মতো বৈদ্যুতিন যন্ত্রগুলি পরিষ্কার করা যথেষ্ট ঝক্কির। স্যানিটাইজারের সংস্পর্শে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এ ছাড়া, ফোন হাতে স্নানঘরে ঢুকলে নিজেদের অজান্তেই অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। কমোডের উপর বেশি ক্ষণ বসে থাকলেও কিন্তু শারীরিক সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। অনেকেই মনে করেন, শৌচাগারে কাটানো সময়টুকু তাঁদের ব্যক্তিগত সময়। কিন্তু ফোন হাতে শৌচালয়ে গেলে মস্তিষ্ক বিরতি পায় না। উল্টে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

৫ খাবার: সন্তানকে খাওয়ালে উচ্চতা, ওজন নিয়ে ভাবতে হবে না

কৈশোর আর তারুণ্যের মাঝের সময়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে শরীরের যত্ন কেমন হচ্ছে, তার উপর নির্ভর করে বয়স বাড়লে স্বাস্থ্য কেমন থাকবে। তাই এই বয়সে খাওয়াদাওয়ায় বাড়তি নজর দেওয়া জরুরি। সন্তানের যত্নে যাতে কোনও ত্রুটি না থেকে, সে দিকে কড়া নজর থাকে বাবা-মায়ের। কারণ, বেড়ে ওঠার সময়ে সঠিক পুষ্টি পাওয়া অত্যন্ত জরুরি।

স্বাস্থ্যকর খাবার না খেলে ওজনও অনেক সময়ে বয়সের তুলনায় কম হওয়ার ঝুঁকি থাকে। প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। তবে কোন বয়সে কোন খাবার খেলে সঠিক পুষ্টি পাবে শরীর, তা বোঝা সম্ভব হয় না। পুষ্টিবিদরা কয়েকটি খাবারের কথা জানিয়েছেন। যেগুলি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খাওয়ালে সুস্থ থাকবে শরীর।

দুগ্ধজাত খাবার

দুগ্ধজাত খাবারে ক্যালশিয়ামের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। হাড়ের খেয়াল রাখতে তাই দুগ্ধজাত খাবার বেশি করে খেতে হবে। দুধ, ছানা, পনির, দই যত ঘন ঘন খাওয়া যাবে, হাড় তত মজবুত এবং শক্তিশালী হবে। সন্তান দুধ খেতে পছন্দ না করলে অন্য কোনও খাবার খাওয়াতে হবে, যাতে ক্যালশিয়াম আছে।

বাদাম

কাঠবাদাম, চিনা বাদাম, কাজু বাদাম, আখরোট সব ধরনের বাদামে স্বাস্থ্যগুণের শেষ নেই। শরীরে প্রোটিন, ফ্যাট, খনিজ পদার্থ থেকে শুরু করে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টের ঘাটতি মেটাতে বাদামের উপর চোখ বন্ধ করে ভরসা রাখা যায়। বাড়ন্ত বয়সে বাদাম যত বেশি খাওয়া যাবে, প্রতিরোধ ক্ষমতা তত শক্তিশালী হবে।

মিলেটস

মিলেট হল ভিটামিন বি, ই, মিনারেলস, ম্যাগনেশিয়াম, আয়রনের মতো উপাদানের সমৃদ্ধ উত। মিলেট হজম করাও খুব সহজ। বিশেষ করে বাড়ন্ত বয়সে শিশুর শারীরিক গঠন মজবুত করতে মিলেট উপকারী। এ ছাড়া, হাড় ও পেশি দৃঢ় করতে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতেও এর জুড়ি মেলা ভার।

কিনোয়া

মিলেটের মতো কিনোয়াতেও গ্লুটেন নেই। উপরন্তু কিনোয়াতে রয়েছে ভিটামিন বি, ই-এর মতো উপাদান। শিশু বেড়ে ওঠার পথে কিনোয়ার মতো খাবার কার্যকরী। ম্যাগনেশিয়াম, আয়রন, জিঙ্কে সমৃদ্ধ কিনোয়া পেশি থেকে হাড়, কোনও কিছুর খেয়াল রাখতে ভোলে না।

ওট

ছোট থেকেই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকেরা। সে ক্ষেত্রে ওট উপকারী হতে পারে। ওটসে রয়েছে ফাইবার, প্রোটিন, ভিটামিন ই, জিঙ্ক, ম্যাগনেশিয়ামের মতো স্বাস্থ্যকর উপাদান। সুস্থ ভাবে বেড়ে ওঠায় যে উপাদানগুলি অত্যন্ত জরুরি ভূমিকা পালন করে। ওট ডায়াবিটিসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। স্থূলতার ঝুঁকিও কমায়।

বুধবার অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে রামঠাকুর মন্দিরে কীর্তন পরিবেশন করা হয়।

ড. বিআর আম্বেডকরকে অপমানের অভিযোগে সমাজবাদী পার্টি প্রধান অখিলেশ যাদবের বিরুদ্ধে বিজেপির তীব্র সমালোচনা

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল: ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) আজ সমাজবাদী পার্টি (সপা) প্রধান অখিলেশ যাদবের বিরুদ্ধে ড. ভীমরাও আম্বেডকরকে ‘অপমান’ করার অভিযোগে তীব্র সমালোচনা করেছে। কেন্দ্রীয় আইন ও বিচারমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেন, সমাজবাদী পার্টির এক পোস্টারে অখিলেশ যাদব ও ড. আম্বেডকরের মুখের অর্ধেক অর্ধেক মিলিয়ে একটি ছবি প্রকাশ করা হয়েছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং এটি বাবাসাহেবের অবমাননার শামিল।

মন্ত্রী মেঘওয়াল জানান, এই ধরনের পোস্টার শুধুমাত্র রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সপা দলিত সমাজের মানুষের ভোট পাওয়ার চেষ্টা করছে। বিজেপি এই ধরনের রাজনৈতিক কৌশলের কঠোর বিরোধিতা করেছে।

তিনি আরও বলেন, ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচন এবং ১৯৫৩ সালের উপ-নির্বাচনে ড. আম্বেডকরের পরাজয়ের জন্য মূলত কংগ্রেস দায়ী ছিল। সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি প্রশ্ন তোলেন, আজ যখন সমাজবাদী পার্টি কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধেছে, তখন কীভাবে দলিত সমাজ অখিলেশ যাদবকে সমর্থন করতে পারে?অন্যদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রসঙ্গে বিরোধীদের পক্ষ থেকে সংসদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের দাবিকে কেন্দ্র করে মেঘওয়াল জানান, সরকার ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে বিরোধীদের চিঠি পেয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সংসদের মন্ত্রিসভা সম্পর্কিত কমিটিতে আলোচনা হবে বলে তিনি জানান।প্রসঙ্গত, লোকসভায় বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধী এবং রাজ্যসভায় বিরোধী নেতা মল্লিকার্জুন খড়গে পহেলগাম হামলার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার দাবি জানিয়েছেন।

ভারতের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হলেন বিচারপতি ভূষণ রামকৃষ্ণ গবাই, ১৪ মে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল : ভারতের রাষ্ট্রপতি সংবিধান দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিচারপতি ভূষণ রামকৃষ্ণ গবাই-কে ভারতের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। কেন্দ্রীয় ন্যায় ও বিচার মন্ত্রকের তরফ থেকে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। বিচারপতি গবাই আগামী ১৪ মে ভারতের ৫০তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

২৪ নভেম্বর ১৯৬০ সালে মহারাষ্ট্রের আমরাবতীতে জন্মগ্রহণ করেন ভূষণ রামকৃষ্ণ গবাই। ১৬ মার্চ ১৯৮৫ সালে আইনজীবী হিসেবে তিনি নিজের পেশাগত জীবন শুরু করেন। শুরুতে তিনি প্রয়াত ব্যারিস্টার রাজা এস. ভোঁসলে-র সঙ্গে কাজ করেন এবং পরে স্বতন্ত্রভাবে বম্বে হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চে চর্চা চালিয়ে যান।

তিনি সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক আইন সহ বহু বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। নাগপুর এবং আমরাবতী পুরসভা, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন সরকার-নিয়ন্ত্রিত সংস্থা ও কর্পোরেশনের হয়ে নিয়মিত আদালতে সওয়াল করেছেন। ১৪ নভেম্বর ২০০৩ সালে তিনি বম্বে হাইকোর্টে অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ হন। ১২ নভেম্বর ২০০৫ সালে স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে পদোন্নতি এবং ২৪ মে ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ হন।

তিনি মুম্বই, নাগপুর, ঔরঙ্গাবাদ ও পানাজির বেঞ্চে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। গত ছয় বছরে, বিচারপতি গবাই প্রায় ৭০০-র বেশি বেঞ্চে ছিলেন এবং প্রায় ৩০০ রায় প্রদান করেছেন, যার মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবিধানিক বেঞ্চের রায় রয়েছে। এই রায়গুলি নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার ও আইনি সুরক্ষা বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

তিনি উলানবাটার (মঙ্গোলিয়া), নিউ ইয়র্ক (যুক্তরাষ্ট্র), কার্ডিফ (যুক্তরাজ্য) ও নাইরোবি (কেনিয়া)-সহ একাধিক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সংবিধানিক ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন।

নতুন প্রধান বিচারপতি ২৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে অবসর নেবেন। বিচারপতি গবাই-এর নিযুক্তিকে দেশের বিচার ব্যবস্থা ও গণতন্ত্রের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক মিজোরামে পি এম জে ভি কে’র অধীনে ক্রীড়া ও শিক্ষামূলক পরিকাঠামো গঠনের সহায়তায় বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছে

আইজল, ৩০ এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী জন বিকাশ কার্যক্রম অর্থাৎ পি এম জে ভি কে-র আওতায় ক্রীড়া ও শিক্ষামূলক পরিকাঠামো গড়ায় সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখতে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব রাম সিংহ মিজোরাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

মিজোরাম পাহাড়ী অঞ্চল হবার পরিপ্রেক্ষিতে, রাজ্যের সীমিত সমতল ভূমির মধ্যেও কি করে একটি অত্যাধুনিক ফুটবল স্টেডিয়াম এবং একটি সুসংহত ক্রীড়া কমপ্লেক্স গড়ে তোলা যায় সে ব্যাপারে বিভিন্ন উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জন বিকাশ কার্যক্রম অর্থাৎ পি.ম.জে.ভি.কে. একটি কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাধীন প্রকল্প। এই প্রকল্পের অধীনে বাছাই করা এলাকাগুলিতে সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং মৌলিক সুযোগ-সুবিধা তৈরি করা হয়েছে।

অমরাবতী সফরের পথে বাধা, গৃহবন্দি কংগ্রেস নেত্রী ওয়াই. এস. শর্মিলা

বিজয়ওয়াড়া, ৩০ এপ্রিল : অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেস সভানেত্রী ওয়াই. এস. শর্মিলা-কে আজ সকালে পুলিশ গৃহবন্দি করেছে। তিনি অমরাবতীর উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁকে বাধা দিয়েছে।

শর্মিলা আজ উদ্দন্ডারায়ুণিপালেম যেতে চেয়েছিলেন যেখানে ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অন্ধ্রপ্রদেশের নতুন রাজধানী অমরাবতীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু পুলিশ জানিয়ে দেয়, এই সফরের কোনও পূর্বানুমতি নেই, তাই তিনি বাড়ি থেকে বেরোতে পারবেন না।

শর্মিলা পুলিশের এই পদক্ষেপে তীব্র আপত্তি জানিয়ে বলেন, তিনি শুধু কংগ্রেস কার্যালয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু-র উদ্দেশ্যে এক্স (প্রাক্তন টুইটার)-এ লেখেন, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী গারুঃ, আমাকে বিজয়ওয়াড়ার ভিলাতে গৃহবন্দি করা হয়েছে কেন? আমি কি শুধুই অফিসে যাচ্ছিলাম বলে অপরাধী? কংগ্রেস কার্যালয়ে যাওয়া কি এখন অপরাধ হয়ে গেছে?

তিনি আরও লেখেন, আপনার সরকার কীসের ভয় পাচ্ছে? কেন আমাদের সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে? শর্মিলা বলেন, কংগ্রেস দল মাত্র দুদিন আগে ‘অমরাবতী ক্যাপিটাল কমিটি’ গঠন করেছে এবং তাতে সরকার ইতিমধ্যেই আতঙ্কে আছে। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী মোদীর অমরাবতী সফর উপলক্ষে দলীয় কর্মসূচি নির্ধারণ করতেই তিনি অফিসে যাচ্ছিলেন।

তিনি অভিযোগ করেন, পুলিশ আধিকারিকেরা আইনের বাইরে গিয়ে কাজ করেছেন। বলেন, আইন অনুযায়ী কাজ করাই পুলিশের কর্তব্য। শর্মিলা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নাইডু ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভি. অনিতা-র কাছ থেকে জবাবদিহি দাবি করেন। তিনি আরও বলেন, অন্ধ্রপ্রদেশ ইতিমধ্যেই দেশের মধ্যে নারীদের ওপর অপরাধে তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

পাহালগাম হামলা: প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে সম্পন্ন হল ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটি-র বৈঠক, বড় সিদ্ধান্ত ঘোষণার সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল : পাহালগামের ভয়াবহ জঙ্গি হামলার পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত হল নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। সূত্রের খবর অনুযায়ী, বৈঠকটি শেষ হয়েছে এবং বিকেল ৩টায় সাংবাদিক সম্মেলনে বড় সিদ্ধান্তের ঘোষণা করা হতে পারে। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

প্রসঙ্গত, ২২ এপ্রিলের জঙ্গি হামলায় ২৬ জন নিরীহ মানুষ, যাদের বেশিরভাগই পর্যটক ছিলেন, নিহত হন। এরপর থেকেই দেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। আজকের বৈঠক ছিল এই বিষয়ে সরকারের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ নির্ধারণের লক্ষ্যেই।এই বৈঠক ছিল প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গত কয়েক দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার কমিটির বৈঠক। বৈঠকের পরপরই ক্যাবিনেট কমিটি অন পলিটিক্যাল এফেয়ার্স ও ক্যাবিনেট কমিটি অন ইকোনমিক এফেয়ার্স-এর পৃথক অধিবেশন শুরু হয়েছে। শীর্ষ মন্ত্রীরা এখনও প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বৈঠকে রয়েছেন।

২৩ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটি-র প্রথম বৈঠকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক কড়া পদক্ষেপ ঘোষণা করা হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করা, অটারি সীমান্ত বন্ধ ঘোষণা, পাকিস্তানি নাগরিকদের ভিসা বাতিল, পাকিস্তান-ঘনিষ্ঠ ইউটিউব চ্যানেল ও এক্স অ্যাকাউন্ট ব্লক ও দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্ক হ্রাস ও পাকিস্তানি দূতাবাস কর্মীদের ফেরত পাঠানো।

সূত্রের দাবি, আজকের বৈঠকে সামরিক প্রতিশোধের পথ খোলা রাখা হয়েছে এবং সব ভারতীয় বাহিনীকে সর্বোচ্চ সতর্কতায় থাকার নির্দেশ বহাল রয়েছে। ভারত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, পাহালগাম হামলার মূল ষড়যন্ত্রকারীদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে এবং যারা এই হামলার পৃষ্ঠপোষক, তাদেরও জবাবদিহি করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার বিকেল ৩টায় সাংবাদিকদের সামনে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেবে। তখনই জানা যাবে পাহালগাম হামলার প্রতিক্রিয়ায় ভারতের ভবিষ্যৎ কৌশল কী হবে।

ইউএসএ ও ব্রিটেনের যৌথ বিমান হামলা: লক্ষ্য ইয়েমেনের রাজধানী সানার নিকটবর্তী হুথি ড্রোন ঘাঁটি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক, ৩০ এপ্রিল:এক গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযানের অংশ হিসেবে, যুক্তরাষ্ট্র (ইউএসএ) ও যুক্তরাজ্য (ব্রিটেন) যৌথভাবে ইয়েমেনের রাজধানী সানার উপকণ্ঠে একটি শক্তিশালী বিমান হামলা পরিচালনা করেছে। এই আঘাত হুথি সশস্ত্র গোষ্ঠীর ড্রোন উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত একাধিক স্থাপনায় চালানো হয়।

ব্রিটেনের গোয়েন্দা সংস্থাগুলির মতে, এই ড্রোনগুলোরই ব্যবহার করা হয়েছিল লাল সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজের ওপর হামলার জন্য। তাই আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও বাণিজ্যিক পথ রক্ষার স্বার্থে এই হামলাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, এই যৌথ হামলাগুলি সানার দক্ষিণ অংশে রাতভর চলেছে। মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে জানানো হয়, তারা হামলার সময় বেসামরিক নাগরিকদের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছে। যদিও, এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনো ক্ষয়ক্ষতির সংখ্যা বা বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।যুক্তরাষ্ট্র ১৫ মার্চ থেকে হুথি লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে তার সামরিক অভিযান আবার শুরু করে এবং এর পর থেকে একাধিক স্ট্রাইক পরিচালনা করেছে। এই যৌথ হামলা ছিল তারই ধারাবাহিক অংশ। তবে এই নির্দিষ্ট অভিযানের ওপর এখনো হুথিদের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে, প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সামরিক বাহিনীকে হুথি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে “চূড়ান্ত ও শক্তিশালী” স্ট্রাইক চালানোর নির্দেশ দেন। তার নির্দেশনার পর থেকে, আমেরিকার পক্ষ থেকে পরিচালিত বিমান হামলাগুলি ইয়েমেনে এক হাজারেরও বেশি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে। এতে হুথি যোদ্ধা ও নেতাদের হত্যা করে তাদের সামরিক ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল করা হয়েছে।

এই ধরনের হামলা আন্তর্জাতিক মহলে নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। একদিকে আন্তর্জাতিক জলপথের নিরাপত্তা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা, অন্যদিকে ইয়েমেনের সংকট আরও ঘনীভূত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মানবাধিকার সংগঠনগুলি।

এই অভিযান হুথি গোষ্ঠীর উপর আন্তর্জাতিক চাপ আরও বাড়াবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে ইয়েমেনের চলমান গৃহযুদ্ধ ও মানবিক সংকটের নিরসনে এই সামরিক পদক্ষেপ কতটা কার্যকর হবে, তা সময়ই বলবে।৫

দামাস্কাসের উপকণ্ঠে চলমান সংঘর্ষে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৮

দামাস্কাস, ৩০ এপ্রিল : সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকণ্ঠে মঙ্গলবার রাতে ও বুধবার ভোরে সংঘর্ষ নতুন করে তীব্র আকার ধারণ করেছে। সিরিয়ায় সক্রিয় পর্যবেক্ষক সংস্থা সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস (এসওএইচআর) জানিয়েছে, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার জেরে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ছে।

ব্রিটেনভিত্তিক এই সংস্থা জানায়, আশরাফিয়াত সাহনায়া এলাকায় হালকা ও মাঝারি ধরনের অস্ত্র, এমনকি আরপিজি ব্যবহার করেও গোলাগুলি হয়েছে। এছাড়াও সাহনায়া ও আশরাফিয়াত সাহনায়া এলাকায় অন্তত একটি মর্টার শেলের বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে।

বাড়তে থাকা সহিংসতার কারণে সিরিয়ার জেনারেল সিকিউরিটি ডিরেক্টরেট উভয় শহরে রাত্রিকালীন কারফিউ জারি করেছে। এসওএইচআর জানিয়েছে, চলমান সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮ জনে, যার মধ্যে ৯ জন সাধারণ বাসিন্দা (জারামানা, সাহনায়া ও আশরাফিয়াত সাহনায়া থেকে) এবং বাকি ৯ জন সরকারপন্থী বাহিনীর সদস্য। এছাড়া অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পরিস্থিতির অনিশ্চয়তার কারণে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছিল জারামানা শহরে, যেখানে একটি ইসলামবিরোধী অডিও রেকর্ডিং সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, এটি একজন দ্রুজ সম্প্রদায়ের সদস্য রেকর্ড করেছিলেন। এরপর থেকেই দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে, বিশেষত আলেপ্পো ও হোমসের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়।

এদিকে, দ্রুজ-অধ্যুষিত সুয়েইদা প্রদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে অবস্থিত আল-থালা সামরিক বিমানঘাঁটি লক্ষ করে সশস্ত্র হামলার খবর পাওয়া গেছে। অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীরা মাঝারি অস্ত্র ও মর্টার শেল ব্যবহার করলেও, এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাহনায়ার আকাশে ইসরায়েলি ড্রোন নজরদারি চালায়, যদিও কোনো ধরনের হামলার খবর নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

সহিংসতা আরও বাড়ার আশঙ্কায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জারামানার পার্শ্ববর্তী এলাকায় অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করেছে। অনেক বাসিন্দা এলাকা ছেড়ে পালাতে শুরু করেছে। এসওএইচআর জানিয়েছে, সম্ভাব্য প্রতিশোধের ভয়ে ইতিমধ্যে তিনটি বাসে করে দ্রুজ সম্প্রদায়ের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা নিজেদের বাড়িতে ফিরে গেছে।

এদিকে মঙ্গলবার সকালেই, জারামানায় সম্প্রদায়ভিত্তিক নেতা ও সরকারি প্রতিনিধিদের মধ্যে এক বৈঠকে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি হয়। তবে তাতে অস্থিরতা থামেনি। সাম্প্রতিক এই সহিংসতার ঢেউ নতুন করে সিরিয়ায় সাম্প্রদায়িক সংঘাতের শঙ্কা বাড়িয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে স্থানীয় প্রশাসন ও সমাজ নেতারা একযোগে কাজ করছে বলে জানানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী পয়লা ও দোসরা মে মহারাষ্ট্র, কেরালা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ সফর করবেন

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পয়লা ও দোসরা মে মহারাষ্ট্র, কেরালা ও অন্ধ্রপ্রদেশ সফর করবেন। তিনি পয়লা মে মুম্বাই যাবেন। সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ প্রধানমন্ত্রী ওয়ার্ল্ড অডিও ভিজ্যুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেন্টমেন্ট সামিট (ওয়েভস)-এর উদ্বোধন করবেন। এর পর তিনি যাবেন কেরালায়। দোসরা মে, সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ তিনি ভিঝিনজাম ইন্টারন্যাশনাল ডিপওয়াটার মাল্টিপারপাস সি-পোর্ট জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এরপর অনুষ্ঠানের সমাবেশে ভাষণ দেবেন। পরে, তিনি অন্ধ্রপ্রদেশ সফর করবেন। বেলা সাড়ে ৩টে নাগাদ তিনি অমরাবতীতে ৫৮ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং উদ্বোধন করবেন। তিনি একটি জনসভায় ভাষণও দেবেন।

প্রধানমন্ত্রী মুম্বাইয়ে জিও ওয়ার্ল্ড সেন্টারে ভারতের প্রথম ওয়ার্ল্ড অডিও ভিজ্যুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেন্টমেন্ট সামিট-ওয়েভস ২০২৫-এর উদ্বোধন করবেন। ‘কানেকটিং ক্রিয়েটর্স, কানেকটিং কান্ট্রিজ’ ট্যাগলাইন সহ চারদিনের এই শীর্ষ সম্মেলন বিশ্বজুড়ে স্রষ্টা, স্টার্টআপ, শিল্প নেতৃত্ব এবং নীতি নির্ধারকদের একত্রিত করে ভারতকে গণমাধ্যম, বিনোদন এবং ডিজিটাল উদ্ভাবনের একটি বিশ্বব্যাপী কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রস্তুত।

সৃজনশীলতা, প্রযুক্তি এবং প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে ওয়েভস চলচ্চিত্র, ওটিটি, গেমিং, কমিক্স, ডিজিটাল মিডিয়া, এআই, এভিজিসি-এক্সআর, সম্প্রচার এবং উদীয়মান প্রযুক্তিকে একত্রিত করবে, যা ভারতের গণমাধ্যম এবং বিনোদন ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচায়ক হয়ে উঠবে। ওয়েভস-এর লক্ষ্য ২০২৯ সালের মধ্যে ৫ হাজার কোটি মার্কিন ডলারের বাজার তৈরি করা। এতে বিশ্বের বিনোদন অর্থনীতিতে ভারতের অবস্থান সম্প্রসারিত হবে।

ওয়েভস ২০২৫-এ ভারত প্রথমবার গ্লোবাল মিডিয়া ডায়ালগ (জিডিএম) আয়োজন করেছে। যেখানে ২৫টি দেশের মন্ত্রী পর্যায়ের অংশগ্রহণ থাকবে, যা বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যম এবং বিনোদন জগতের সঙ্গে দেশের সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হয়ে উঠবে। এই সম্মেলনে ওয়েভস বাজারও থাকবে। এর লক্ষ্য দেশের এবং বিশ্বের ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা, বিস্তৃত নেটওয়ার্কিং ও ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিত করা।প্রধানমন্ত্রী ক্রিয়েটোস্ফিয়ার পরিদর্শন করবেন। প্রায় এক বছর আগে চালু হওয়া ৩২টি ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ থেকে নির্বাচিত উদ্ভাবকদের সঙ্গে তিনি মত বিনিময় করবেন। ভারত প্যাভিলিয়ন ঘুরে দেখবেন প্রধানমন্ত্রী।

ওয়েভস ২০২৫-এ ৯০টিরও বেশি দেশ অংশগ্রহণ করছে। যেখানে ১০ হাজার জনেরও বেশি প্রতিনিধি, ১ হাজার জন উদ্ভাবক, ৩০০টিরও বেশি কোম্পানি যোগ দেবে। এই শীর্ষ সম্মেলনে সম্প্রচার, ইনফোটেইনমেন্ট, এভিজিসি-এক্সআর, চলচ্চিত্র এবং ডিজিটাল মিডিয়া সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৪২টি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন, ৩৯টি ব্রেকআউট সেশন এবং ৩২টি মাস্টার ক্লাস থাকবে।

দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ট্যারিফ ব্যবস্থা সংক্রান্ত চুক্তি চূড়ান্ত করতে এই সপ্তাহে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা

ওয়াশিংটন, ৩০ এপ্রিল : দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র এই সপ্তাহে ট্যারিফ ব্যবস্থা সংক্রান্ত একটি সাম্প্রতিক দ্বিপাক্ষিক চুক্তির বিবরণ চূড়ান্ত করতে দুই দিনব্যাপী এক প্রযুক্তিগত আলোচনায় অংশ নিতে চলেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্য, শিল্প ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে, এই বৈঠকটি ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত হবে এবং এটি গত সপ্তাহে হওয়া আলোচনার একটি পরবর্তী ধাপ হিসেবে বিবেচিত। চলমান আলোচনা ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের সময় প্রবর্তিত বিভিন্ন ট্যারিফ ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসেবে গৃহীত উদ্যোগের অংশ। আলোচনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটি সমন্বিত প্যাকেজ প্রস্তুত করা যা একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য নতুন ট্যারিফ নীতির সমাধান দেবে, অপরদিকে দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ও শিল্প খাতে সহযোগিতার পরিধি আরও বিস্তৃত করবে। উল্লেখযোগ্য যে, এই আলোচনার সময়সীমা ৮ জুলাই শেষ হতে যাওয়া ৯০ দিনের ট্যারিফ বিরতির আগেই একটি ফলপ্রসূ সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য নির্ধারিত হয়েছে। গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত “টু-প্লাস-টু” প্রাথমিক ট্যারিফ আলোচনায়, দুই দেশ চারটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে একমত হয়েছে। এই ক্ষেত্রগুলো হল: ট্যারিফ ও অ-ট্যারিফ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, বিনিয়োগ সহযোগিতা এবং মুদ্রা নীতি।এই মাসের শুরুতে আলোচনার ঘোষণা আসার পরপরই প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাময়িকভাবে ৯০ দিনের জন্য ট্যারিফ কার্যকর করার প্রক্রিয়া স্থগিত করেন এবং প্রতিটি অংশীদার দেশের সঙ্গে পৃথকভাবে আলোচনা শুরু করেন।দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষ থেকে আশা করা হচ্ছে যে, এই আলোচনা দক্ষিণ কোরিয়ান রপ্তানিকারকদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশ আরও সহজ করবে এবং দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্ককে দীর্ঘমেয়াদে আরও শক্তিশালী করবে।

কেরালায় প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী ৮ হাজার ৯০০ কোটি টাকা মূল্যের ভিঝিনজাম ইন্টারন্যাশনাল ডিপওয়ার্টার মাল্টিপারপাস সি-পোর্ট জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এটি দেশের প্রথম কন্টেনার ট্রান্সশিপমেন্ট বন্দর, যা বিকশিত ভারতের ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির অঙ্গ হিসেবে ভারতের সামুদ্রিক ক্ষেত্রে রূপান্তরমূলক অগ্রগতি। কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই বন্দর বিশ্ববাণিজ্যে ভারতের অবস্থানকে শক্তিশালী করবে। এতে সরবরাহ ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং পণ্য পরিবহণের জন্য বিদেশী বন্দরের উপর নির্ভরতা হ্রাস করবে।

অন্ধ্রপ্রদেশে প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী অমরাবতীতে ৫৮ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, উদ্বোধন ও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। দেশজুড়ে বিশ্বমানের পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্রধানমন্ত্রী অন্ধ্রপ্রদেশে ৭টি জাতীয় মহাসড়ক প্রকল্প উদ্বোধন করবেন। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে জাতীয় মহাসড়কের বিভিন্ন অংশের প্রশস্তকরণ, সড়ক সেতু এবং সাবওয়ে। এই প্রকল্পগুলি সড়ক নিরাপত্তা আরও জোরদার করবে, কর্মসংস্থানে সুযোগ তৈরি করবে। তিরুপতি, শ্রীকলাহস্তি, মালাকোন্ডা ও উদয়গিরি দুর্গের মতো ধর্মীয় এবং পর্যটন স্থানগুলিতে নিরন্তর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

প্রধানমন্ত্রী রেল পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি রেল প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। ৬টি জাতীয় মহাসড়ক প্রকল্প এবং একটি রেল প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি। পাশাপাশি তিনি ১১ হাজার ২৪০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিধানসভা, হাইকোর্ট, সচিবালয়, অন্যান্য প্রশাসনিক ভবন এবং ৫ হাজার ২০০টি পরিবারের জন্য আবাসন ভবন সহ একাধিক পরিকাঠামোগত প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। প্রধানমন্ত্রী অন্ধ্রপ্রদেশের নাগায়ালঙ্কায় প্রায় ১ হাজার ৪৬০ কোটি টাকা মূল্যের মিসাইল টেস্ট রেঞ্জ-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। সেখানে একটি উৎক্ষেপণ কেন্দ্র, প্রযুক্তিগত সুবিধা, দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি রাডার, টেলিমেট্রি এবং ইলেক্ট্রো-অপটিক্যাল সিস্টেম থাকবে। এটি দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করবে।

প্রধানমন্ত্রী বিশাখাপত্তনমের মধুরাওয়াড়ায় পিএম একতা মল-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি, মেক ইন ইন্ডিয়া উদ্যোগকে সমর্থন যোগানো, এক জেলা এক পণ্যের বিষয়ে উৎসাহদান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রামীণ শিল্পীদের ক্ষমতায়ণ এবং বাজারে দেশে উৎপাদিত পণ্যের উপস্থিতি বাড়ানোর লক্ষ্যে এর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের আদেশে এক মিলিয়ন শ্রীলঙ্কান রুপি ক্ষতিপূরণ দিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট মৈত্রীপালা সিরিসেনা

কলম্বো, ৩০ এপ্রিল : শ্রীলঙ্কার সাবেক রাষ্ট্রপতি মৈত্রীপালা সিরিসেনা সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুযায়ী এক মিলিয়ন শ্রীলঙ্কান রুপি ক্ষতিপূরণ প্রদান করেছেন। এই ক্ষতিপূরণ একটি আলোচিত মামলার প্রেক্ষিতে আদালতের আদেশে নির্ধারিত হয়েছিল, যা সাবেক রাষ্ট্রপতির দেয়া একটি বিতর্কিত ক্ষমার সিদ্ধান্তকে ঘিরে তৈরি হয়।

ঘটনার সূত্রপাত হয় রয়্যাল পার্ক হত্যা মামলায় দোষী সাব্যস্ত জুড শ্রামন্থ জয়মহা-কে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদান নিয়ে, যা মৈত্রীপালা সিরিসেনা তার শাসনামলে ঘোষণা করেছিলেন। ২০০5 সালে সংঘটিত এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি শ্রীলঙ্কার বিচারব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ নজির স্থাপন করেছিল। কিন্তু সিরিসেনার ক্ষমা প্রদান আদালতের দৃষ্টিতে ছিল সংবিধানবিরোধী ও ন্যায়বিচারের পরিপন্থী।

সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হওয়া মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত একটি পিটিশনের শুনানিতে গতকাল আদালতে হাজির হন মৈত্রীপালা সিরিসেনা। শুনানিকালে তার আইনজীবী দল জানায়, আদালতের নির্দেশ মোতাবেক নির্ধারিত এক মিলিয়ন রুপি ক্ষতিপূরণ ইতোমধ্যেই প্রদান করা হয়েছে। আদালতে তিনি নিজেও উপস্থিত ছিলেন, যখন বিচারপতিমণ্ডলী মামলাটি পর্যালোচনা করছিলেন।

বিচারপতিদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সমস্ত তথ্য ও কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে দেখা গেছে ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, এবং আইনগতভাবে আদালতের নির্দেশনাও পালিত হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে আদালত সাবেক প্রেসিডেন্ট সিরিসেনাকে এই মামলার দায় থেকে মুক্তি প্রদান করে।

এই ঘটনার পর শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক অঙ্গনে এক নতুন আলোচনা শুরু হয়েছে সাবেক রাষ্ট্রপতিদের ক্ষমার অধিকার, সেই ক্ষমার সীমা ও বিচার ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়ে। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর অনেকেই সিরিসেনার আগের সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করেছিল এবং আদালতের এই রায়কে ন্যায়বিচারের বিজয় হিসেবে দেখছেন।

সাবেক রাষ্ট্রপতি সিরিসেনার পক্ষে যদিও কোনো সরাসরি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি, তবে তার ঘনিষ্ঠ মহল থেকে ইঙ্গিত মিলেছে যে তিনি ভবিষ্যতে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও সতর্ক হবেন।

প্রজ্ঞাভবনে মাইক্রোফিনান্স সম্পর্কে সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল : একটি সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইনস্টিটিউশনাল ফিনান্স দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই সভার উদ্বোধন করেন অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়। তিনি তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে মাইক্রোফিনান্সের সাথে যুক্ত বিভিন্ন কোম্পানী সম্পর্কে আধিকারিকদের সচেতন করে বলেন, এই ক্ষেত্রটি সম্পর্কে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা ভাল নয়। রাজ্যের অনেক মানুষ তাদের জমানো অর্থ হারিয়েছেন। অনেক প্রতিষ্ঠান মানুষের অর্থ হাতিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে। তাই মাইক্রোফিনান্স সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাধারণ মানুষকে ঋণ দিতে এগিয়ে এসেছেন তারা বৈধ ভাবে এরাজ্যে এসেছেন কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি তারা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কোন অর্থ গ্রহণ করছে কিনা সে সম্পর্কে জানতে হবে। শ্রীরায় বলেন, মাইক্রোফিনান্সের সঙ্গে যারা যুক্ত সেই কোম্পানীগুলি সাধারণ মানুষদের ঋণ দেবার পাশাপাশি নানা বিষয়ে পরামর্শও দিয়ে থাকে। মাইক্রোফিনান্স কোম্পানীগুলির ভূমিকা সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করে তুলতে এই সভা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে অর্থ দপ্তরের সচিব শ্রীরায় আশা প্রকাশ করেন।সভায় স্বাগত বক্তব্যে ইনস্টিটিউশনাল ফিনান্স দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব এবং অধিকর্তা রাখি বিশ্বাস বলেন, রাজ্যে এই মুহুর্তে ২৮টি মাইক্রোফিনান্স কোম্পানী কাজ করছে। অতীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কোম্পানী মানুষের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি রয়েছে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এমভিএফসি কোম্পানীগুলির সঙ্গে মাইক্রোফিনান্সের পার্থক্য রয়েছে। মাইক্রোফিনান্স মানুষের কাছ থেকে কোন অর্থ নেয়না। তারা শুধুমাত্র মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা করে থাকে। তিনি বলেন, মাইক্রোফিনান্সের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের মাধ্যমে যাতে কেউ প্রতারিত না হন তা সুনিশ্চিত করা প্রশাসনের দায়িত্ব। মাইক্রোফিনান্সগুলি কিভাবে কাজ করে সেই সম্পর্কে সবাইকে জানতে হবে। তিনি বলেন, অবৈধভাবে যাতে কোন মাইক্রোফিনান্স কোম্পানী কাজ করতে না পারে সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে। তিনি এই কোম্পানীগুলির কাজকর্ম সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য সভায় উপস্থিত আধিকারিকদের প্রতি আহ্বান জানান। "সাধন"র উপঅধিকর্তা ড. শৈবাল পাল পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে মাইক্রোফিনান্স সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মাইক্রোফিনান্সের সঙ্গে যুক্ত কোম্পানীগুলি আরবিআই"র নথিভুক্ত কিনা বা এসআরওও সদস্য কিনা সে সম্পর্কে খোঁজ নিতে হবে। সভায় এছাড়াও ইনস্টিটিউশনাল ফিনান্স দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা অ্যামিলিয়া রিয়াং উপস্থিত ছিলেন।

ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে আলোচনা সভা উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী বিল্লাল মিয়া

বিলোনিয়া, ৩০ এপ্রিল: বুধবার দুপুর সাড়ে তিনটায় ৩৭ ঋষ্যমুখ মণ্ডলের উদ্যোগে সাড়াসীমা কমিউনিটি হলে ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার প্রদেশ সভাপতি ও প্রাক্তন মন্ত্রী বিল্লাল মিয়া, বিজেপি দক্ষিণ জেলা সভাপতি দ্বীপায়ন চৌধুরী, ৩৭ ঋষ্যমুখ মণ্ডল সভাপতি নকুল পাল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃত্ব। আলোচনা সভায় বক্তারা ওয়াকফ বিল কী এবং কেন তার সংশোধন আনা হয়েছে, সেই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বক্তব্য রাখেন। তারা জানান, সংশোধিত বিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পত্তির সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রদেশ সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি বিল্লাল মিয়া বলেন, "সারা দেশের পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি জেলা ও মণ্ডলে এই জনজাগরণ অভিযান চলছে। উদ্দেশ্য একটাইসংখ্যালঘু জনগণের সম্পত্তি রক্ষা ও উন্নয়নে এই বিল কতটা কার্যকর তা সকলকে জানানো ও সচেতন করা।" এই ধরনের সচেতনতামূলক উদ্যোগের মাধ্যমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সরকারি প্রকল্প ও আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দল কাজ করছে বলেও তিনি জানান।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

স্কুলগুলির সমস্যা সমাধানে সরকারের উদ্যোগ নেই, বাঙালি ছাত্র সমাজ তীব্র ক্ষোভ

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল: প্রায় এক মাস অতিক্রান্ত হতে চলছে কিন্তু বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলির সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করছে না। এই ব্যাপারে ক্ষোভ জানালো বাঙালি ছাত্র সমাজ। বাঙালি ছাত্র সমাজের বক্তব্য হল, স্কুলগুলির সমস্যা সমাধানের জন্য গত ৭ এপ্রিল রাজ্য সরকারের বিদ্যালয়ের শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি। কুমারঘাট নিবেদিতা ইংলিশ মিডিয়াম বিদ্যাজ্যোতি স্কুলে নাশকতা মূলক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাও ঘটে। বাঙালি ছাত্র সমাজের বক্তব্য হল, বিগত পাঁচ বছরে রাজ্যে মাত্র ৪৬৫৬ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। ফলে সংশ্লিষ্ট সবকটি স্কুলই শিক্ষক স্বল্পতা সহ নানা পরিকাঠামো গত সমস্যার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পাধীন স্কুলগুলির শিক্ষার মাধ্যম যেহেতু ইংরেজি ও হিন্দি সেজন্যে বাংলা মাধ্যম থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীগণ ভাষা সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। স্কুল এবং বোর্ড পরীক্ষা গুলিতে তার বড় প্রতিফলন ঘটেছে। চাপ সহ্য করতে না পেরে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের অনেক ছাত্র ছাত্রী বিদ্যাজ্যোতি স্কুল ছেড়ে পাশ্ববর্তী বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলিতে গিয়ে ভিড় জমাচ্ছে। কারো কারোর শিক্ষাবর্ষও নষ্ট হওয়া উপক্রম হয়েছে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে বাঙালি ছাত্র সমাজ শিক্ষা অধিক র্তার মাধ্যমে রাজ্যে সরকারে র একগুচ্ছ দাবি রেখেছিল। বাঙালি ছাত্র যুব সমাজের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছিল, বিদ্যাজ্যোতি সহ অন্যান্য বিদ্যালয়ে ইংরেজি, বাংলা, অংক, বিজ্ঞানসহ বিষয় শিক্ষক নিয়োগ করে প্রতিটি বিদ্যালয়ে চলতি শিক্ষক সমস্যা সমাধানে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিষয় শিক্ষক বাদেও কম্পিউটার শিক্ষক, ক্রীড়া শিক্ষকেরও নিযুক্তির দাবি জানানো হয়। বিদ্যাজ্যোতি স্কুলগুলিতে ইংরেজি একটি বিষয় হিসাবে থা কলেও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষা চালু করতে হবে। বাংলা ভাষাকে কোনওভাবেই ঐচ্ছিক করা চলবে না ও হিন্দি ভাষাকে বলপূর্বক বা কায়দা করে চাপিয়ে দেওয়াকে মেনে নেওয়া হবে না ব লেও জানি য়ে দেওয়া হয়েছিল। শুধু পঠনপাঠনের মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষা চালুই নয় রাজ্যে অনুষ্ঠিত জয়েন্ট এন্ট্রাস সহ চাকুরি প্রাপ্তির সমস্ত পরীক্ষা ধ্রুপদীভাষা বাংলায় নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছিল। নতুন করে কোনও বাংলা মাধ্যম স্কুলকে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলে রূপান্তর করা চলবে না এই দাবী ও করা হয়েছিল। বিদ্যাজ্যোতি উন্নয়নের নামে দপ্তরের মর্জি মাফিক বিভিন্ন ফি রাজ্যের গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের উপর চাপানো বন্ধ করতে হবে। বিদ্যাজ্যোতিসহ রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয়ে বাউন্ডারি, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ল্যাবরেটরি, ওয়াশরুম, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে পর্যাপ্ত বৈদ্যুতিক পাখা ফিটসহ আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতেও দাবি জানানো হয়েছিল। আউট সোর্সিং বন্ধ করে চলতি বছরের মধ্যে শিক্ষা বিভাগসহ প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের সমস্ত শূন্যপদগুলি পূরণের ব্যবস্থা করতেও দাবী করা হয়েছিল। এই দাবিগুলি পুরনে সরকার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করছে না। আমরা বাঙালির নেতা সঞ্জিত পাল জানিয়েছেন দাবি পূরণে এবার রাজ্যের আটটি জেলার শিক্ষার আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন এবং বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করা হবে।

পারায় যুবকের মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

তারপরই গতকাল রাতে আত্মহত্যা পথ বেছে নিয়েছে প্রশান্ত। পরিবারের অজান্তেই সে ঋণ নিয়েছিল। এমনকি কি কারণে সে ঋণ নিয়েছিল তা পরিবারের সদস্যরা জানেন না বলে দাবি করেন তিনি।

নিয়ে আইনী নাটক

● প্রথম পাতার পর

তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। ইসকনসহ বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন তার অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানায়। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। চিন্ময় দাসের গ্রেপ্তার ২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনা সরকারের বিদায়ের পরপরই বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর কট্টরপন্থীদের আক্রমণের ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। ভারত এই পরিস্থিতিকে দুই দেশের সম্পর্কের উপর চাপ হিসেবে দেখছে। হাইকোর্টের এই জামিন আদেশকে অনেকেই ন্যায়বিচারের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি বলে মনে করছেন।

কিন্তু, সন্ধ্যা হতেই তাঁর জামিন স্থগিত করেন ঢাকার চেম্বার আদালত। অবশ্য পরবর্তীতে জামিন স্থগিতের আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন চেম্বার বিচারপতি। একইসঙ্গে জামিন স্থগিতের আবেদন পুনরায় শুনানির জন্য আগামী রবিবার দিন ধার্য্য করা হয়েছে। ওইদিন চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের আইনজীবীর বক্তব্য শুনবেন আদালত। বুধবার সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে সন্ধ্যা ৫টা ৫০ মিনিটে চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীকে হাইকোর্টের দেওয়া জামিন স্থগিত করেন ঢাকার চেম্বার আদালত। আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হকের আদালত এ আদেশ দেন। এ সময় আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার অনীক আর হক ও আরশাদুর রউফ। তবে আসামির কোনো আইনজীবী এসময় উপস্থিত ছিলেন না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা বলেন, চেম্বার বিচারপতি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি ৪ মে আসামির আইনজীবীর বক্তব্য শুনবেন। তারপর আদেশ দেবেন।ণ

নিয়েছে: সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

● আটের পাতার পর

কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ২০ টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পাকাভবনের নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এই প্রকল্পের অঙ্গ হিসাবে জনজাতি বসতি এলাকায় আরও ৫৩টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালু করা হবে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে উন্নীত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রালয় ধলাই জেলার ৪৭৪টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে উন্নীত করার অনুমোদন দিয়েছে। এই ৪৭৪টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ৪ কোটি ৩৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। তিনি জানান, এছাড়াও বিভিন্ন ব্যাঙ্ক তাদের কর্পোরেট সোসিয়্যাল রেসপনসিবিলিটি"র অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উন্নয়নের কাজ হাতে নিয়েছে। যেমন এইচ ডি এফ সি ব্যাঙ্ক ১০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ করছে এবং আরও ৩২ টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ হাতে নিয়েছে। এস বি আই ব্যাঙ্ক ৪০ টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সোলার লাইট বসানোর জন্য অর্থ প্রদান করেছে। এছাড়াও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫ হাজারটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকারের বাজেটে অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে। ২ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে স্মার্ট অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রূপান্তরিত করার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রালয়ের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। আগরতলার পুরনিগম এলাকা সহ রাজ্যের পুর এলাকার অন্তর্গত ১০০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকেও আরও উন্নত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সমাজকল্যাণমন্ত্রী জানান, সমাজ কল্যাণ এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তর গরীব ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের সাহায্যে একটি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের জন্য সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরে সামাজিক ভাতা চালু রয়েছে। বর্তমানে ৩ হাজার ৪৭৬ জনকে ২ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। আরও ১৩১ জনকে ভাতা দেওয়ার জন্য প্রক্রিয়া চলছে। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরে সচিব তাপস রায়, অধিকর্তা তপন কুমার দাস।

ওয়েস্টার্ন বাইপাস নির্মাণে জনদুর্ভোগ নিয়ে বৈঠক, সমস্যা সমাধানে আশ্বাস মেয়রের

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল: ওয়েস্টার্ন বাইপাস নির্মাণের কারণে জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া সমস্যাগুলিকে সামনে রেখে বুধবার বর্ডার গোল চক্কর এলাকায় এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে নেতৃত্ব দেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে লেম্বুছড়া থেকে সাবরুম পর্যন্ত এনএইচ-০৮ রাস্তা প্রশস্তকরণের কাজ চলছে, যা খোয়াই সড়কের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। এই কাজের আওতায় বর্ডার গোল চক্কর থেকে জয়পুর ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে বসবাসকারী মানুষজন জল, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

মেয়রের নেতৃত্বে আয়োজিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ডঃ বিশাল কুমার, কর্পোরেটর তুষার কান্তি ভট্টাচার্য, কর্পোরেটর মনোজ কান্তি দেব রায়, কর্পোরেটর নিতু গুহ দে এবং রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের মন্ডল সভাপতি অমিতাভ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তা নির্মাণ করতে গিয়ে গ্যাসের লাইন ও অন্যান্য ইউটিলিটি সংযোগ বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, ফলে জনজীবনে ভোগান্তি বাড়ছে। তাছাড়া, ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় জলজটের সমস্যাও প্রকট হয়ে উঠছে। মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, রাস্তার কাজ বন্ধ করা যাবে না। তবে জনগণের সমস্যার দিকেও নজর দিতে হবে। তিনি আশ্বাস দেন, এই সমস্যাগুলির সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং আগামীকাল একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ডাকা হয়েছে।

তিন দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ধর্মনগরে ডেপুটেশন বাম যুব সংগঠনের

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল: তিন দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে উত্তর জেলার জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে বাম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই ও টিওয়াইএফ। এদিন ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব বলেন, সারা রাজ্যের সাথে ধর্মনগরে ডিএম অফিস চলো কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। বিজেপি সরকারের আমলে রাজ্যে দুর্নীতি ও জঙ্গলের রাজত্বে পরিণত হয়েছে। চারিদিকে নেশার রমরমা বাণিজ্য চলছে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রশাসনের তরফ থেকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না। তাঁর কথায়, রাজ্যে আইনের শাসন তলানিতে ঠেকেছে। আইনের শাসন বলতে কিছুই নেই। তাছাড়া, রাজ্যে বেকার সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। কাজের সন্ধানে দিশেহারা হয়ে ঘুরছেন যুবক যুবতীরা। তাই বাম সংগঠনের তরফ থেকে কর্মসংস্থান, দুর্নীতি ও জঙ্গলের রাজত্বের অবসান এবং নেশা ও নেশাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে।

মহকুমার ৬০ হাজার ৪৬৬ টি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল : জল জীবন মিশন ২.০ এর আওতায় গত অর্থবছরে বিলোনীয়া ও শান্তিরবাজার মহকুমায় মোট ৩ হাজার ৫৪৩টি বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে বিলোনীয়া মহকুমায় ১ হাজার ৩৫টি এবং শান্তিরবাজার মহকুমায় ২ হাজার ৫০৮টি বাড়িতে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই দুই মহকুমার মোট ৬০ হাজার ৪৬৬ টি বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। বিলোনীয়াস্থিত পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকারের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদা যোজনা

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদা যোজনায় গত অর্থবছরে বামুটিয়া ব্লকে ৩ জন সুবিধাভোগীকে মাছ বিক্রির সুবিধার্থে আইস বক্স বিতরণ করা হয়। এতে মোট ব্যয় হয় ১২ হাজার টাকা। এছাড়া ১ জনকে প্যাডেল হুইল এরিয়েটর প্রদান করা হয়। এতে সুবিধাভোগীকে ৩৫ হাজার টাকা ভর্তুকি দেওয়া হয়। মোহনপুর মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

উচ্চমাধ্যমিকে ৭৯.২৯

● প্রথম পাতার পর

ওই জেলায় ৭১.৯৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সচিব ডঃ দুলাল দে জানিয়েছেন, এ বছর মাধ্যমিকে শারীরিকভাবে দুর্বল ১৬৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১১০ জন পাশ করেছে। অপরদিকে উচ্চমাধ্যমিকে ৯০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭০ জন পাশ করেছে।তিনি জানান, আগামী ৭, ৮ এবং ৯ মে রিভিউ ফর্ম পূরণ করে ছাত্রছাত্রীরা নিজ স্কুলে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য ফর্ম পূরণ করতে পারবেআগামী দুই মাসের মধ্যে বছর বাঁচাও পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান তিনি।

থাকার বার্তা কৃষিমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

সভাপতিত্ব করেন বিশালগড় এগ্রিপ্রডিউস মার্কেটের চেয়ারম্যান হরিদাস ভৌমিক। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অঞ্জন পুরকায়স্থ, বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অতসী দাস, কৃষি দপ্তরের অধিকর্তা ফনীভূষণ জমাতিয়া, বিশালগড় সাংস্কৃতিক সংস্থার সম্পাদক স্বপন কুমার রায়, তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক কাকলি ভৌমিক প্রমুখ। বিশালগড় বৈশাখী মেলা কমিটির উদ্যোগে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ও অন্যান্য দপ্তরের সহযোগিতায় বিশালগড় এগ্রিপ্রোডিউস মার্কেটে ২৪ এপ্রিল থেকে ৬দিনব্যাপী বৈশাখী মেলা শুরু হয়েছিল।

রক্তাক্ত স্ত্রী ও কন্যা

● প্রথম পাতার পর

মিয়া গোপনে দ্বিতীয় বিয়ে করেছে এবং ঘরে নতুন স্ত্রীকে রেখেছে। এ নিয়ে প্রতিবাদ করতেই স্বামী কাবিল মিয়া, ভাসুর অহিদ মিয়া এবং দেবর ফরহাদ মিয়া মিলে রুমার উপর বর্বরোচিত হামলা চালায়।

গৃহবধূর অভিযোগ, তাকে লাঠি দিয়ে এলোপাথাড়ি মারধর করা হয়, যার ফলে তার বাম হাত ভেঙে যায়। রেহাই পায়নি ১৬ বছরের কন্যাটিও। তাকে প্রচণ্ড মারধর করা হয়েছে এবং গুরুতর অভিযোগ, কিশোরীটির গায়ে পর্যন্ত হাত দেওয়ার চেষ্টা করেছে ফরহাদ মিয়া ও অহিদ মিয়া।

চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে মা ও মেয়েকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গৃহবধূর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত স্বামী কাবিল হোসেন, ভাসুর অহিদ মিয়া এবং দেবর ফরহাদ মিয়ার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নির্দেশ, আর্থিক সহায়তা

● প্রথম পাতার পর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ওই ঘটনায় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, লোকসভায় বিরোধী দলনেতা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শোক প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি, আর্থিক সহায়তার ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ কলকাতায় অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি মৃতদের প্রত্যেকের নিকটাত্মীয়কে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য ৫০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেছেন। এক্স-এ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক বার্তায় বলা হয়েছে: 'কলকাতায় অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় আমি মর্মাহত। যারা প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, তাঁদের সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের প্রত্যেকের নিকটাত্মীয়কে ২ লক্ষ টাকা করে এবং আহতদের ৫০,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

অক্ষয় তৃতীয়ার উৎসবে স্বর্ণ কেনার ধুম, বিশেষ অফার নিয়ে প্রস্তুত রাজধানীর দোকানগুলো

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল: অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে রাজধানী আগরতলা শহরের স্বর্ণের বাজারে আজ ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। পুরাণ মতে, অক্ষয় তৃতীয়া এমন একটি তিথি, যেদিন করা শুভ কাজের ফল কখনও ক্ষয় হয় না। বিশেষ করে এই দিনে স্বর্ণ কেনার প্রচলন বহু প্রাচীন এবং বিশ্বাস করা হয়, আজকের দিনে স্বর্ণ কেনা হলে তা চিরকাল অক্ষয় থাকে। আর সেই বিশ্বাসকে ঘিরেই প্রতি বছরের মতো এবছরও রাজ্যের মানুষজন ভিড় জমিয়েছেন বিভিন্ন জুয়েলারি দোকানে।

রাজধানীর সেরা স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা অক্ষয় তৃতীয়াকে ঘিরে আয়োজন করেছেন বিশেষ ছাড় এবং আকর্ষণীয় অফার। কোথাও দেওয়া হয়েছে মেকিং চার্জে ছাড়, আবার কোথাও উপহারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শুধু স্বর্ণের গয়নাই নয়, কেউ কেউ বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে কিনছেন স্বর্ণের কয়েন এর মতো মূল্যবান সামগ্রীও। এক ক্রেতা জানান, "আমি প্রতি বছর অক্ষয় তৃতীয়ায় কিছু না কিছু স্বর্ণ কিনে থাকি। এটা আমাদের পারিবারিক রীতি। পাশাপাশি এটা ভবিষ্যতের জন্য একরকম সঞ্চয়ও।"

অক্ষয় তৃতীয়ার এই দিনটি শুধুমাত্র একটি তিথি নয়, বরং বাঙালি সমাজে এটি হয়ে উঠেছে ঐতিহ্য, বিশ্বাস এবং অর্থনৈতিকভাবে সুরক্ষিত থাকার এক গুরুত্বপূর্ণ উপায়। আর সেই বিশ্বাসেই আগরতলা শহরের জুয়েলারি বাজারে দেখা গেছে উৎসবের রঙিন ছোঁয়া।

বহু প্রতীক্ষার অবসান, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের জন্য অভয়নগরে জমি প্রদান করল রাজ্য সরকার

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল: বহুদিনের প্রত্যাশা অবশেষে পূরণ হল বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সম্প্রদায়ের। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে অভয়নগরে এই সম্প্রদায়ের জন্য তিন গন্ডা জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওই জমিতে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের শিলান্যাস করা হয়। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ও বিধায়ক দীপক মজুমদার, মনিপুরী সমাজের প্রতিনিধিরা সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। এই উদ্যোগে বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সমাজে খুশির আবহ সৃষ্টি হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মনিপুরী সমাজের কর্মকর্তারা জানান, গত ১২ বছর ধরে আগরতলা শহর সংলগ্ন এলাকায় একটি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার নির্মাণের জন্য জমির দাবিতে তারা রাজ্য সরকারের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। তবে অবশেষে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহার প্রচেষ্টায় এই দাবি বাস্তবায়িত হল। সমাজের তরফে মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। কর্মকর্তারা জানান, এই জমিতে ভবিষ্যতে একটি আধুনিক কমিউনিটি সেন্টার তৈরি করে সমাজের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ব্যবস্থা করা হবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সম্মতি

● প্রথম পাতার পর

মহাসড়ক প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এই প্রকল্পে শিলং থেকে শিলচর পর্যন্ত একটি মহাসড়ক নির্মাণ হবে, যা অসম ও মেঘালয়ে যাতায়াত এবং বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনবে।

প্রশ্ন তুললেন জিতেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

পরিসরের উপর আক্রমণ বলে ব্যাখ্যা করেছেন এবং দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন।

হলেন অরিন্দম লোধ

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁকে চেয়ারপার্সন হিসাবে তিন বছরের মেয়াদে বা তাঁর ৭০ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত নিযুক্তি দিয়েছেন

হার ৫০ শতাংশ, উদ্বেগ

● প্রথম পাতার পর

করতে হবে।" বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, সহকারি সভাধিপতি পিন্টু আইচ, জেলার তিন মহকুমার মহকুমা শাসক ও পুলিশ আধিকারিকরা, চাইল্ড প্রটেকশন ইউনিট, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজীব সূত্রধর, আইপিএস ভেঙ্কট রাম সহ অন্যান্য প্রশাসনিক ও সমাজকল্যাণ বিভাগের কর্তাব্যক্তিরা।

সিপাহীজলা জেলা প্রশাসন ও চাইল্ড লাইন প্রটেকশন ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালায় সমাজের দায়িত্ববান ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

করা সরকারের লক্ষ্য

● প্রথম পাতার পর

স্বচ্ছতার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনে আরো গতি বৃদ্ধি করা। এই দিশায় কাজ করছে সরকার। বিভিন্ন দপ্তরে নতুন নতুন পদ সৃষ্টির পাশাপাশি শূন্য পদগুলি পূরণ করার জন্যও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমাদের সরকার আসার পর স্বচ্ছ নিয়োগ নীতির মাধ্যমে ২০২৫ এর মার্চ পর্যন্ত ডাই ইন হারনেস সহ মোট ১৭,৫৫৪ জনকে সরকারি চাকরি দেওয়া হয়েছে। সরকারি বা প্রশাসনিক কাজে যাতে সমস্যা না হয় সেজন্য আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হয়েছে। গত ১৯ এপ্রিল টিপিএসসির মাধ্যমে স্মল সেভিংস ইন্সপেক্টর পদে অফার দেওয়া হয়েছে। গত ২৭ এপ্রিল রাজ্য সরকারের ৩টি দপ্তরে ৪৭৯ জনকে অফার দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরে ১২৬ জন, পূর্ত দপ্তরে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদে ১৯৭ জন এবং ত্রিপুরা সমবায় ব্যাংকে ১৫৬ জন চাকরি পেয়েছেন। আর আজ ৩০ এপ্রিল ২২৮ জনের হাতে অফার তুলে দেওয়া হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, আমরা স্বচ্ছতার সঙ্গে সরকারি চাকরি প্রদান করায় এখন পর্যন্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় নি। আমাদের প্রতিশ্রুতি চাকরি প্রদান ও কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও বারবার বলছেন স্বচ্ছতা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই লক্ষ্যে কাজ করছে রাজ্য সরকারও। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে জেআরবিটির মাধ্যমে গ্রুপ সি লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক, এগ্রি এসিস্ট্যান্ট সহ ইত্যাদি পদে রাজ্য সরকারের ৩৫টি দপ্তরে ১,৯৮০ জনকে নির্বাচিত করে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরার ছেলেমেয়েদের চাকরির সুযোগ নিশ্চিত করতে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আউটসোর্সিং ও চুক্তিভিত্তিক এর মাধ্যমে প্রায় ৫,৭০০ এর অধিক নিয়োগ করা হয়েছে। এখন রাজ্যে কর্মসংস্থানের পরিবেশের উন্নতি হয়েছে। সিকিউরিটি গার্ড ও অন্যান্য পরিষেবা ক্ষেত্রে বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে ২,৯০০ এর অধিক ব্যক্তিকে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত করা হয়েছে। ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের মাধ্যমে গত তিন বছরে রাজ্যের শিল্প এলাকাগুলিতে ১,৬০০ এর অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস প্রজেক্টের অধীনে আগরতলা, ধর্মনগর ও কৈলাশহরে তিনটি মডেল কেরিয়ার স্থাপন করা হয়েছে। ১০টি ভোকেশনাল গাইডেন্স প্রোগ্রামে অনেক প্রার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। ২০২৪ অর্থবর্ষে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে আয়োজিত ৮২টি কেরিয়ার কাউন্সিলিং প্রোগ্রামে প্রায় ১২ হাজারের অধিক শিক্ষার্থী ও চাকরি প্রত্যাশী অংশ নেন। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের অগ্নিবীর প্রকল্পে আয়োজিত ২৮টি কেরিয়ার এওয়ার্নেস প্রোগ্রামে ৩ হাজারের অধিক প্রত্যাশী অংশ নেন। রাজ্যে বর্তমানে বেকারত্বের হার অনেকটা কম হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার বৃত্তিমূলক শিক্ষার পাশাপাশি দক্ষতার উন্নয়নেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে।

এদিন অফার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, অধিকর্তা এন সি শর্মা সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ।

াঙ্গন

সুপার ফোর : ম্যাচ অমীমাংসিত শতদলকে ছাপিয়ে ৩ পয়েন্ট ওপিসি-র

শতদল সংঘ - ২০৭, ৬৯/৪ ও পি সি - ২০৮

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ডিভিশন সুপার ফোর ক্রিকেটের প্রথম ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। লীগ ক্রিকেটের ফাইনালে পরাজয়ের সুমধুর বদলা নিলো ও পি সি। সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে প্রত্যাশিতভাবে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হলেও প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে মোক্ষম ৩ পয়েন্ট পেলো ও পি সি। শতদল সংঘের গড়া ২০৭ রানের জবাবে একসময় খাদের কিনারে ছিল ও পি সি। ওই সময় 'বুধীর দুর্গে কুম্ভ হয়ে' লড়াই করেন নবারুণ চক্রবর্তী এবং অভিজিৎ দেববর্মা। ওই দুজনের হাত ধরে প্রথম ইনিংসে লিড নিলো ও পি সি। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে শতদল সংঘের গড়া ২০৭ রানের জবাবে ও পি সি ২০৮ রান করে। এক রানে পিছিয়ে থেকে শতদল সংঘ দ্বিতীয় ইনিংসে চার উইকেটে ৬৯ রান করার পর দুই অধিনায়ক সম্মতিক্রমে ম্যাচটিকে অমীমাংসিত ভাবে শেষ করে। প্রথম দিনের তিন উইকেটে ৬৩ রান নিয়ে খেলতে নেমে এদিন শুরুতেই নিরুপম সেন চৌধুরী এবং রাহুল চন্দ্র সাহাকে হারিয়ে চাপে পড়ে যায় ও পি সি। ওই অবস্থায় কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করেন দলনায়ক শুভম ঘোষ। কিন্তু বড় ইনিংস খেলতে ব্যর্থ হয়েছেন। সময় ১৩৩ রানে ছয় উইকেট হারিয়ে দল ছিলো বেকায়দায়। ওই অবস্থায় নবারুণ চক্রবর্তী এবং অভিজিৎ দেববর্মা রুখে দাড়ান। শুরু হয় পাল্টা প্রতিরোধ। ১৮৯ রানে ৯ উইকেট হারানোর পর ও পি সি- র শিবির কালো মেঘে ঢেকে যায়। তখন অভিজিৎ দ্রুত রান তোলার দিকে নজর দেন। শেষ পর্যন্ত ৫৬.৩ ওভারে সবকটি উইটি উইকেট হারিয়ে ও পি সি ২০৮ রান করে। দলের পক্ষে নবারুণ চক্রবর্তী ৭৭ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৩, অভিজিৎ দেববর্মা ৪৯ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩, শুভম ঘোষ ৩৬ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯, নিরুপম সেন চৌধুরী ৫৮ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫, দ্বীপেন বিশ্বাস ২০ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং রাহুল চন্দ্র সাহা ৫০ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২২ রান। শতদল সংঘের পক্ষে দলনায়ক ভিকি সাহা ৯৫ রানে পাঁচটি এবং প্রলয় দাস ২৯ রানের দুটি উইকেট দখল করেন। ১ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নেমে ম্যাচের শেষ বল পর্যন্ত ২৪ ওভারে চার উইকেট হারিয়ে ৬৯ রান করে শতদল সংঘ। দলের পক্ষে দিব্যজ্যোতি পাল ৪১ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫, শুভম সূত্রধর ৪২ বল খেলে ২০ এবং দ্বীপজয় দেব ৪১ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। ও পি সি -র পক্ষে অর্কদ্যুতি দেব ২৪ রানে তিনটি উইকেট দখল করেন।

সিনিয়র মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে টানা জয় চাম্পামুড়া সিসি ও মৌচাক ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সিনিয়র মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার এবং মৌচাক ক্লাব টানা জয়ের মধ্যে রয়েছে। দলে এক ঝাঁক নতুন মুখ। সঙ্গে রয়েছে লংতরাইভ্যালি মহকুমার কয়েকজন ক্রিকেটার। ওই ক্রিকেটারদের হার না মানসিকতাই জয় এনে দিচ্ছে দলকে। টানা দুই ম্যাচে জয়লাভ করে আপাতত গ্রুপের শীর্ষে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার।

বুধবার শহীদ কাজল ময়দানে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার ৯ উইকেটে পরাজিত করে আগরতলা কোচিং সেন্টারকে। বিজয়ী দলের মেঘা দাস ৪৫ রানে অপরাজিত থেকে যান। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে চাম্পামুড়ার বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে আগরতলা কোচিং সেন্টার ৭১ রান করতে সক্ষম হয় নির্ধারিত ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে। দলের পক্ষে দলনায়িকা অনুভা পাল ৪৭ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪, ঋষিতা সূত্রধর ৩৭ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং রিয়া মিত্র ৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে প্রায় ১১ রান। চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টারের পক্ষে পূজা দাস ৮ রানে এবং সুমি চক্রবর্তী ১৬ রানে তিনটি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার ১৩.৩ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়।

দলের পক্ষে মেঘা দাস ৪৮ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫ রানে এবং মোনালি শর্মা ১৪ বল খেলে সাত রানে অপরাজিত থেকে যান।

এছাড়া দলের পক্ষে দীপিকা দেব ২১ বল খেলে ১০ রান করেন। পূজা দাস পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

টিআইটি মাঠে গ্রুপ বি-র অপর খেলায় মৌচাক ক্লাব ১৪৬ রানের ব্যবধানে ইউনাইটেড বিএসটি-কে পরাজিত করেছে।

টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে মৌচাক ক্লাব নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ৪ উইকেটে ১৭৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে মৌটুসী দে ৪৪ বল খেলে দশটি বাউন্ডারি সহযোগে ৬৩ রান সংগ্রহ করে দলের স্কোর অনেকটা এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড বি এস টি ছয় উইকেট হারিয়ে ৩২ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত কুড়ি ওভার ফুরিয়ে যায়। মৌটুসি পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

সিনিয়র মহিলা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে জয় অব্যাহত ইউ: ফ্রেন্ডস ও তরুণ সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পরপর দুই ম্যাচে জয়। সিনিয়র মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট আসরে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগোচ্ছে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ও তরুণ সংঘ।

ব্যাট হাতে আবারও উজ্জ্বল নিকিতা দেবনাথ। প্রথম ম্যাচের পর বুধবার প্রগতি প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে ম্যাচেও বোলারদের কার্যত শাসন করলেন নিকিতা দেবনাথের ব্যাট। তবে দুর্ভাগ্য নিকিতার। প্রথম ম্যাচের পর এদিনও বঞ্চিত হলেন শতরান থেকে। নিকিতার দুরন্ত ব্যাটিংয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলো ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। এদিন ১১৮ রানে পরাজিত করলো প্রগতি প্লে সেন্টারকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-২০ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়।

টি আই টি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ওভারে এক উইকেট হারিয়ে ১৬০ রান করে। ওপেনিং জুটিতে রেশমি নোয়াতির সঙ্গে ১২৪ রান যোগ করে দলকে বড় স্কোর করার ইঙ্গিত দেন নিকিতা। শেষ পর্যন্ত ৬৩ বল খেলে ১৭টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৯৫ রানে অপরাজিত থেকে যান নিকিতা। এছাড়া দলের পক্ষে রেশমি একান্ন বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪০ রান করেন। জবাবে খেলতে নেমে প্রগতি প্লে সেন্টার নির্ধারিত ওভারে সাত উইকেট হারিয়ে মাত্র ৪২ রান করতে সক্ষম হয়। দল সর্বোচ্চ ২১ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। দলের কোনও ব্যাটসম্যানই দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দলের পক্ষে অঙ্কিতা দাস সর্বোচ্চ ৯ রান করেন। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের পক্ষে অন্ত রানী নোয়াতিয়া চার রানে এবং নিকিতা দেবনাথ চার রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন। নিকিতা পেয়েছে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব।

এদিকে, এমবিবি স্টেডিয়ামে গ্রুপ সি-র অপর খেলায় তরুণ সংঘ আট উইকেটের ব্যবধানে ক্রিকেট অনুরাগী কে পরাজিত করেছে। টস জিতে ক্রিকেট অনুরাগী প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৭.৪ ওভারের সব কটি উইকেট হারিয়ে মাত্র ৩৯ রান সংগ্রহ করে। তরুণ সংঘের সুস্মিতা তেলি (৪-১-৮-৩) দুর্দান্ত বোলিং করে ক্রিকেট অনুরাগীকে থামানোর পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে তরুণ সংঘ ২২ বল খেলে দুটি উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। সুস্মিতা পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের পর আরও কড়া ভারতীয় বোর্ড, কী কী সমস্যায় পড়বে পাকিস্তানের ক্রিকেট

২০০৮ সালের মুম্বই হামলার পর থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট। শুধুমাত্র আইসিসি ও এশীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় মুখোমুখি হয় দুই দেশ। কিন্তু গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হত্যালীলার পরে আরও কড়া পদক্ষেপ করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। তার ফলে সমস্যা আরও বাড়তে পারে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের। আর্থিক দিক থেকে আরও দেউলিয়া হতে পারে মহসিন নকভির নেতৃত্বাধীন বোর্ড। পাশাপাশি সমস্যায় পড়তে পারে পাকিস্তানের ক্রিকেটও। আইসিসির কাছে দাবি ভারতীয় বোর্ডের-পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের পর আইসিসির কাছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আর্জি জানিয়েছে, এ বার থেকে আইসিসি প্রতিযোগিতাতেও যেন দু'দলকে এক গ্রুপে রাখা না হয়। অর্থাৎ, দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট তো বন্ধ হয়েই গিয়েছে, এ বার বিশ্বকাপ বা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো প্রতিযোগিতাতেও পাকিস্তানের মুখোমুখি হতে চাইছে না ভারত। পাকিস্তানের ক্রিকেটে অর্থের একটা বড় অংশ আসে এই সব ম্যাচ থেকে। যদি ভারত তাদের সঙ্গে খেলতে না চায়, তা হলে সমস্যায় পড়বে পাকিস্তান। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ না হলে কী সমস্যা হবে পাক বোর্ডের-ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক প্রতিযোগিতা বন্ধ হওয়ার পর থেকে আইসিসি প্রতিযোগিতায় ভারত ও পাকিস্তানকে এক গ্রুপে রাখা একটা নিয়ম হয়ে গিয়েছে। আইসিসি ইচ্ছা করেই দুই দলকে এক গ্রুপ রাখে। তাতে গ্রুপ পর্বেই দেখা হয়ে যায় তাদের। ভারত-পাকিস্তানের এই খেলা থেকে লাভের একটা বড় অংশ আদায় হয়। 'ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি' জানিয়েছে, গত দুই দশকে শুধুমাত্র ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ থেকে ১০ হাজার কোটি টাকা আয় করেছে আইসিসি। এই ম্যাচের সময় ১০ সেকেন্ডের একটি বিজ্ঞাপনের জন্যও কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হয়। সেই সম্ভাবনা এ বার বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অন্তত ভারতীয় বোর্ড আইসিসির কাছে সেই দাবিই করেছে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড সে দেশের ক্রিকেট চালানোর জন্য মূলত আইসিসির উপরেই নির্ভরশীল। আইসিসি থেকে যে টাকা তারা পায় সেখান থেকেই দেশের ক্রিকেটের খরচ চালানো হয়। আর সেই টাকার একটা বড় অংশ নির্ভর করে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের উপর। যদি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ না হয় তা হলে আইসিসির কাছ থেকে কম টাকা পাবে তারা। গত কয়েকটি আইসিসি প্রতিযোগিতায় গ্রুপ পর্ব টপকাতেই ব্যর্থ হয়েছে পাকিস্তান। তাই যদি গ্রুপ পর্বে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ না হয়, তা হলে পরের দিকেও এই ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা কম। সে ক্ষেত্রে যেমন বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থাও সমস্যায় পড়বে, তেমনই সমস্যায় পড়বে পাকিস্তান বোর্ডও। তাদের রোজগার কমবে। পাকিস্তানের ক্রিকেট ম্যাচের সম্প্রচার বন্ধ ভারতে- পাকিস্তানে আয়োজিত ক্রিকেট ম্যাচের সম্প্রচার ভারতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, পাকিস্তান সুপার লিগের কোনও খেলা এই দেশে দেখানো হবে না। এমনকি, পাকিস্তানের জাতীয় দলের আগামী সিরিজগুলিও দেখানো হবে না। ক্রিকেটের সবচেয়ে বেশি দর্শক রয়েছে ভারতে। তাই সব দেশ চায় ভারতে তাদের খেলা দেখানো হোক। ভারতের সময় অনুযায়ী খেলার সূচিও করে তারা। ভারতে সম্প্রচার থেকে ভাল টাকা পেত পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। কিন্তু যদি ভারতে পাকিস্তানের ম্যাচ দেখানো না হয় তা হলে আর্থিক সমস্যায় পড়বে পাকিস্তান বোর্ড। তার প্রভাব পড়বে সে দেশের ক্রিকেটেও।

গুয়াহাটিতে লিটল মাস্টার্স ট্রফি রানার্স ত্রিপুরা, চ্যাম্পিয়ন আসাম

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথমবারের ট্রফি, হাতছাড়া ত্রিপুরার। স্বাগতিক আসামের জয়জয়কার। প্রথম পূর্বোত্তর লিটল মাস্টার্স ট্রফি আসামের ঘরেই। গুয়াহাটিতে আয়োজিত অনূর্ধ ১৪ বালকদের এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে আসাম ৪৭ রানের ব্যবধানে ত্রিপুরা কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জিতে নিয়েছে। গুয়াহাটির ফালানে আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ক্রিকেট একাডেমী গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে আসাম প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৪০ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১৮৬ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা ৩৬.৫ ওভার খেলে ১৩৯ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। আসাম দলের বোলার মানস প্রতীম বর্মন ১৪ রানের বিনিময়ে তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে ত্রিপুরাকে থামিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি দলকে জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়েছে। একই সঙ্গে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। তাছাড়া, আয়ুষ পান্ডে তিনটি এবং মজিদুল ইসলাম দুটি উইকেট পেয়েছে। ব্যাটিংয়ে ত্রিপুরার অভয় দেব সর্বাধিক ৩৯ রান সংগ্রহ করলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। আসামের প্রীয়ম কুন্ডুর ৩৭ রান এবং তানভীর ইসলামের ৩৫ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। প্রথমবারের মতো আয়োজিত উত্তর-পূর্ব লিটল মাস্টার্স ট্রফি অনূর্ধ ১৪ বালকদের ক্রিকেটে ত্রিপুরা দল রানার্স খেতাবেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

অমরপুরে অস্মিতা লীগ জুডো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। এবার গোমতী জেলার অমরপুরে। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গোমতী জেলায় অমরপুর জুডো কোচিং সেন্টারে অস্মিতা সিটি লীগ আয়োজনে জুডো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্য সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধীনে গোমতী জেলায় অমরপুর জুডো কোচিং সেন্টারে আয়োজিত অস্মিতা সিটি লীগ প্রতিযোগিতায় বয়স ও ওজন ভিত্তিক তিনটি গ্রুপের ১৫টি বিভাগে অর্ধশতাধিক খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ ১৪ বয়স ভিত্তিক ২৭ কেজি বিভাগে ফেরি রিয়াঙ, স্নেহা সরকার; ৩৬ কেজি বিভাগে সুইটি সূত্রধর, নন্দিনী সরকার, দেবশ্রী ভৌমিক; ৪০ কেজি বিভাগে পূজা ভদ্র, অঙ্কিতা সরকার, আয়ুশি ঘোষ, পূজা সরকার; ৪৪ কেজি বিভাগে দীপান্বিতা সরকার, কাবেরী ভৌমিক, ইন্দ্রানী সাহা; ৪৪ কেজি ততোর্ধ বিভাগে সৃষ্টিশ্রি দেব, পরিণীতা দাস, অনামিকা মজুমদার; অনূর্ধ ১৯ বছর বিভাগে ৭৮ কেজি গ্রুপে আবতি রিয়াঙ, নাজমা আক্তার; ৪৪ কেজি বিভাগে মৈত্রী সরকার, প্রিয়া জমাতিয়া; অনূর্ধ ১৭ বছর বিভাগে ৭৮ কেজি গ্রুপে সায়ন্তী দাস, সন্দীপা দাস; ৪৮ কেজি বিভাগের সেলিনা রিয়াং, ফাস্টিনা রিয়াঙ, ৫২ কেজি বিভাগে সুনিতা রিয়াঙ, অঞ্জনা রিয়াঙ, ৪৪ কেজি বিভাগ মুত্তাকি রিয়াং, নমিতা রিয়াং ও রিনা জমাতিয়া যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে। প্রতিযোগিতা শুরুর প্রাক্কালে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্য বিধানসভার সদস্য রঞ্জিত দাস। অন্যান্যদের মধ্যে অনুষ্ঠানে অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন বিকাশ সাহা, খেলো ইন্ডিয়া সাই সেন্টার অফ এক্সিলেন্স এর হাই পারফরম্যান্স ডিরেক্টর ড. সূর্যকান্ত পাল, সমাজসেবী উজ্জ্বল দত্ত, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা ঋতেশ শীল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতায় প্রত্যেকে উদ্যোক্তাদের ভুয়যী প্রশংসা করে বিষয়টা প্রতিভাময়ী মহিলা খেলোয়ারদের অনেকটা

জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগুচ্ছে এগিয়ে চল সংঘ ও ব্লাডমাউথ ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগোচ্ছে এগিয়ে চলো সংঘ এবং ব্লাড মাউথ ক্লাব। দ্বিতীয় ম্যাচেও সহজ পেলো এগিয়ে চলো সংঘ। মামন রবি দাসের দুরন্ত বোলিংয়ে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। বুধবার সকালে এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘ ১০ উইকেটে পরাজিত করে জি বি প্লে সেন্টারকে। বিজয়ী দলের মামন রবি দাস চার উইকেট দখল করেন। টানা দুই ম্যাচে জয়লাভ করে শীর্ষে এগিয়ে চলো সংঘ। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে জি বি প্লে সেন্টার। দল গুটিয়ে যায় মাত্র ৩৭ রানে। দলের পক্ষে দলনায়িকা দীপিকা পাল ৩৫ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। এগিয়ে চলো সংঘের পক্ষে মামন রবি দাস নয় রানে চারটি এবং অন্নপূর্ণা দাস আট রানে দুটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ৩৫ বল খেলে কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নিয়ে এগিয়ে চলো সংঘ। দলের পক্ষে তানিশা দাস ১৮ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি সাহায্যে ২২ রানে এবং মৌচৈতি দেবনাথ ১৯ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে নয় রানে অপরাজিত থেকে যান। মামন পেয়েছে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব।

মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে গ্রুপ এ-র অপর খেলায় ব্লাড মাউথ ক্লাব ১৭৬ রানের ব্যবধানে বিদ্যাসাগর কোচিং সেন্টার কে পরাজিত করেছে। টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্লাড মাউথ নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ৪ উইকেটে ২১৬ রান সংগ্রহ করে। অম্বিকা দেবনাথ ৬২ বল খেলে ১১টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৯৬ রান সংগ্রহ করে। চার রানের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া করলেও দলের স্কোর সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পায়। জবাবে বিদ্যাসাগর কোচিং সেন্টার ৮ উইকেট হারিয়ে ৪০ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ২০ ওভার শেষ করে নেয়। অম্বিকা পেয়েছে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব।

বিলোনিয়া সিনিয়র ক্রিকেটের ফাইনালের ছাড়পত্র ওয়াইসিসির

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে খানিকটা দেরিতে অনুষ্ঠিত বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র ক্লাব লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচে কার্যত বাজিমাত দেখিয়ে ফাইনাল খেলার ছাড়পত্র ছিনিয়ে নিল ওয়াইসিসি। বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ মাঠে বুধবার ফাইনাল খেলার ছাড়পত্র নিতে মুখোমুখি হয় ওয়াইসিসি ও প্রগ্রেসিভ ক্লাব। এক দিবসীয় ম্যাচে প্রগ্রেসিভ কে ৯৩ রানে হারিয়ে প্রথম দল হিসাবে ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করলো ওয়াইসিসি। প্রীতম দাশ ও কৌশিক পালের ব্যাটিং এবং সুমন সাহা ও সুবর্ণ সরকারের বোলিংয়ের সাহায্যেই এদিন শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষদের হারাতে সক্ষম হয় জয়ী দল। সকালে ওয়াইসিসি টসে জিতে প্রতিপক্ষদের বড় রানের টার্গেট দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা কে সামনে রেখে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইনিংসে দল নির্ধারিত ওভারের আগেই সব কয়টি উইকেট হারিয়ে তুলে ২১৯ রান। ওপেনিং ব্যাটসম্যান প্রীতম দাসের ৬৮ রান ও কৌশিক পালের ৪২ রানের সাহায্যে ইনিংসে এই রান তুলে ওয়াই সি সি। এছাড়াও ব্যাট হাতে নিয়ে কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করে তুহিন পাল (১৯), প্রনয় সাহা (১৯) ও আকাশ দে (১৭*)। প্রগ্রেসিভের বোলারদের মধ্যে ইন্দ্রজিৎ মজুমদার একা পাঁচটি উইকেট নিলেও প্রতিপক্ষদের সহজেই থামিয়ে দিতে কার্যত ব্যর্থ। ইন্দ্রজিৎ ছাড়াও দীপঙ্কর মারাক দুটি উইকেট নেয় ইনিংসে। জবাবে জয়ের জন্য ২২০ রানের টার্গেট নিয়ে প্রগ্রেসিভ ব্যাট করতে নেমে সব কয়টি উইকেট হারিয়ে ১২৬ রান তুলতে সক্ষম হয়। পুশন মজুমদারের ২০ রান ও আকাশ দাসের ৪৯ রানের সাহায্যে এই রান তুলে প্রগ্রেসিভ। দুই দলের বোলারদের মধ্যে সুমন সাহা পাঁচটি ও সুবর্ণ সরকার নেয় তিনটি করে উইকেট। আগামীকাল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে লড়বে ওরিয়েন্টাল ক্লাব ও এস ভি এস সি।

মিনমিনে গলায় কোনও মতে প্রশংসা! ১৪ বছরের বৈভবকে কি এখন থেকেই ভয় পেতে শুরু করেছেন শুভমন

কিছু ক্ষণ আগেই তাঁর দল হেরেছে। পিঠের ব্যথায় দ্বিতীয় ইনিংসের বেশিরভাগটা ডাগ আউটে বসেই দেখতে হয়েছে শুভমন গিলকে। তিনি দেখেছেন কী ভাবে ১৪ বছরের বৈভব সূর্যবংশীর শতরান তাঁর দলকে হারিয়ে দিয়েছে। ম্যাচ শেষে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় বৈভবের ইনিংস নিয়ে। সেখানেই চমক। মিনমিনে গলায় বৈভবের প্রশংসা করলেন তিনি। যেন বলতে হয় বলে বলেছেন। বিশেষ ইচ্ছা তাঁর ছিল না। শুভমনের এই প্রশংসার ধরন নিয়ে শুরু হয়েছে আলোচনা। যাঁকে ভারতের ভবিষ্যৎ অধিনায়ক ধরা হচ্ছে তিনি কেন এমনটা করলেন? তবে কি এখন থেকেই বৈভবকে ভয় পেতে শুরু করেছেন তিনি।ম্যাচ শেষে ধারাভাষ্যকার শুভমনকে প্রশ্ন করেন, বৈভবের ইনিংস তাঁর কেমন লেগেছে? জবাবে গুজরাতের অধিনায়ক বলেন, "যে ভাবে বৈভব খেলেছে তা অসাধারণ। এই দিনটা ওর ছিল। ও সেটা ভাল ভাবে কাজে লাগিয়েছে।" তবে শুভমনের মুখে একটুও হাসিও ছিল না। গলাও খুব একটা দরাজ ছিল না। দেখে বোঝা যাচ্ছিল, খুব একটা খুশি মনে বৈভবের প্রশংসা করছেন না তিনি। বলতে হয় তাই বলছেন। ঠিক যত টুকু দরকার তত টুকু বলেছেন। একটা বাড়তি শব্দ খরচ করেননি।শুধু প্রশংসা না করা নয়, খেলা শেষে যখন দু'দলের ক্রিকেটারেরা হাত মেলাচ্ছেন, তখনও একটি অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ে। ১০৮টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা ২৫ বছরের শুভমন কোনও মতে তাড়াতাড়ি বৈভবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যান। কোথায় ১৪ বছরের ক্রিকেটারকে জড়িয়ে ধরবেন, তাঁকে আরও উৎসাহ দেবেন, সে সব কিছুই দেখা গেল না। অথচ দু'জনে তো একই দেশের ক্রিকেটার। শুভমন তো বৈভবের বড় দাদার মতো। তা হলে কেন এমনটা করলেন শুভমন?অথচ বাকিদের থেকে বৈভবের জন্য প্রশংসার খামতি ছিল না। ধারাভাষ্যকার থেকে শুরু করে প্রাক্তন ক্রিকেটারেরা হতবাক হয়েছেন ১৪ বছরের ছেলের ব্যাটিং দেখে। মাত্র ৩৫ বলে শতরান করেছে বৈভব। টি-টোয়েন্টিতে সর্বকনিষ্ঠ হিসাবে এই কীর্তি গড়েছে সে। আইপিএলে নিজের তৃতীয় ইনিংসে ইশান্ত শর্মা, মহম্মদ সিরাজ, রশিদ খানদের বিরুদ্ধে এ রকম ইনিংস খেলা সহজ নয়। সাতটি চার ও ১১টি ছক্কা মেরেছে বৈভব। এই রকম একটি ইনিংস দেখে তো মুখে চওড়া হাসি থাকা উচিত ছিল শুভমনের। দেশের আরও একটি প্রতিভার বিকাশ দেখে দরাজ গলায় তার প্রশংসা করা উচিত ছিল। কিন্তু কোথায় কী?শুভমনের বক্তব্যের পরেই একটা প্রশ্ন উঠছে। তবে কি বৈভবকে নিয়ে ভয় পেতে শুরু করেছেন তিনি? দু'জনেই ওপেনার। এমনিতেই ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে শুভমনের জায়গা হয় না। দলে ওপেনারের সংখ্যা প্রচুর। যশস্বী জয়সওয়াল, অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসনদের টপকে প্রথম একাদশে জায়গা করা সহজ নয়। এ বারের আইপিএলে নজর কেড়েছেন আর এক ওপেনার প্রিয়াংশ আর্য। তার পরে যদি আবার বৈভবও লড়াইয়ে চলে আসেন তা হলে জায়গা পাওয়া আরও কঠিন হবে শুভমনের। সেটাই কি ভাবাচ্ছে তাঁকে?এ বার আইপিএলে ভাল ফর্মে রয়েছেন শুভমন। ৯টি ম্যাচে ৩৮৯ রান করেছেন তিনি। চারটি অর্ধশতরান করেছেন। ৪৮.৬৩ গড় ও ১৫৬.২২ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন। অভিষেক ও সঞ্জু এ বার ফর্মে নেই। ফলে আইপিএলের পর ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে ফেরার স্বপ্ন দেখছেন শুভমন। যশস্বীর সঙ্গে ওপেন করার কথা ভাবছেন তিনি। সেই কারণেই কি বৈভবের ইনিংস তাঁর মুখের হাসি কিছুটা হলেও ম্লান করে দিল? সেই কারণেই কি মিনমিনে গলায় প্রশংসা করলেন তিনি?

বিস্ময় কিশোরের ইনিংসে বিস্মিত প্রাক্তনীরাও

১৯৮৯ সাল। পাকিস্তানের মাটিতে মাস্টার ব্লাস্টারের অভিষেক। নাচতে নাচতে বল করছেন আব্দুল কাদির। পাক স্পিনারকে হেলায় স্টেপ আউট করে শচীনের ছক্কা হাঁকানোর ছবি এখনও ক্রিকেটপ্রেমীর স্মৃতিতে টাটকা। সোমবার রাতে সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে বৈভবের তাণ্ডব দেখে অনেকেরই মনে পড়ছিল ১৬ বছরের শচীনের কথা। মাত্র ১৪ বছর ৩২ দিনের বৈভবের ইনিংসও এক টুকরো মাস্টার ক্লাস। ম্যাচের পর তার মন্তব্য, 'সত্যিই দারুণ অনুভূতি। তবে আমি শুধু নিজের কাজটা করেছি।' অহেতুক আবেগ নেই। পরিণত ইনিংসের মতো গলাতেও প্রবল আত্মবিশ্বাস। বৈভব সূর্যবংশী আনকাট হিরে। ওকে আগলে রেখেছে রাজস্থান টিম ম্যানেজমেন্ট। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ভিভিএস লক্ষ্মণ রত্ন চিনতে ভুল করেননি। কার্যত তাঁর সুপারিশেই বৈভবকে তুলে নেয় রাজস্থান রয়্যালস। কোচ দ্রাবিড়ের বডি ল্যাঙ্গুয়েজেই স্পষ্ট কতটা তৃপ্ত তিনি। অবসরে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে পা ভেঙেছেন। উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলেন দ্য ওয়াল। এরপর ড্রেসিং-রুমে জড়িয়ে ধরেন বৈভবকে। রাজস্থানের ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোরও উচ্ছ্বসিত। প্রাক্তন ভারতীয় ব্যাটারের মন্তব্য, 'এই বয়সে এত পাওয়ারফুল ব্যাটিং সত্যিই অকল্পনীয়।'আইপিএলে কীর্তি গড়ার রাতেই আরও বড় পুরস্কার পেয়েছিল বৈভব। সোশ্যাল সাইটে অভিনন্দন জানান স্বয়ং শচীন তেন্ডুলকর। ১৯৮৩'র বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য শ্রীকান্তও মোহিত। তাঁর মন্তব্য, 'ওর বয়সটা ভাবুন। এইসময় বাচ্চারা আইসক্রিম খেতে ভালোবাসে। বৈভব সেখানে বাঘা বাঘা বোলারদের বল গ্যালারিতে পাঠাচ্ছে। ও ভবিষ্যতের তারকা।' যুবরাজ সিংয়ের বার্তা-'নামটা মাথায় গেঁথে নিন। কোনও প্রশংসা যথেষ্ট নয়। ওকে অভিনন্দন।'

‘মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু’-তে আজও সাধারণ মানুষকে চিকিৎসায় সহায়তা

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল : মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচির ৪২তম পর্বে আজও সাধারণ মানুষের সাথে সরাসরি কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানাবিধ সমস্যা নিয়ে সাহায্য প্রত্যাশীগণ এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে। চিকিৎসা, কর্মসংস্থান সহ বিভিন্ন বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী সমস্যা-পীড়িতদের সাথে কথা বলেন ও তাদের সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানের চেষ্টা করেন। আগরতলার পশ্চিম প্রতাপগড়ের পেশায় কাঠমিস্ত্রি ক্যান্সার আক্রান্ত অর্জুন সূত্রধর এবং কমলপুর হালহালির দিনমজুর কৃষ্ণ দেবনাথ এসেছিলেন জটিল অসুখে আক্রান্ত তার কন্যার চিকিৎসার সাহায্যের আর্জি নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সূত্রধর এবং কৃষ্ণ দেবনাথের কন্যার চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার পাশাপাশি সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর থেকে তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিবকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেন। খোয়াই হাতিমারা পাড়ার কৃষিজীবী পীযূষ দেববর্মা চিকিৎসা সহায়তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানালে মুখ্যমন্ত্রী তাকে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসার পরামর্শ দেন। রামনগরের দেবযানী ভট্টাচার্য্য তার চিকিৎসা এবং মেয়ের কর্মসংস্থানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য চাইলে মুখ্যমন্ত্রী সাথে সাথে জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারের সাথে কথা বলে দেবযানী ভট্টাচার্য্যের চিকিৎসা নিখরচায় করার ব্যবস্থা করে দেন। উদয়পুরের পেশায় দিনমজুর নন্দদুলাল সাহার চিকিৎসার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিনামূল্যে ওষুধের ব্যবস্থার পাশাপাশি লেবার কার্ডের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন। এছাড়াও এদিন মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে পূর্ব চাম্পামুড়ার মিঠু পাল (দাস) মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলে তার সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে আশ্বস্ত হন। পূর্ব যোগেন্দ্রনগরের ক্যান্সার আক্রান্ত অপর্ণা সাহা, আগরতলার চন্দ্রপুরের রঞ্জন ভৌমিক তার ছেলের চিকিৎসা, পশ্চিম প্রতাপগড়ের জয়নাল আব্দুল প্রমুখ চিকিৎসায় সহায়তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানান। মুখ্যমন্ত্রী তাদের প্রত্যেকের চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, মুখ্যমন্ত্রী সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. সমিত রায় চৌধুরী, জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তী, অটল বিহারী বাজপেয়ী আঞ্চলিক ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার এস দেববর্মা, আইজিএম হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার দেবাশ্রী দেববর্মা সহ আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার।

নেহালচন্দ্রনগরে গভীর রাতে সড়ক দুর্ঘটনা, গুরুতর আহত যুবক

বিশালগড়, ৩০ এপ্রিল: বিশালগড় থানাধীন নেহালচন্দ্রনগর এলাকায় মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন টিটু মজুমদার নামে এক যুবক। জানা যায়, মঙ্গলবার গভীর রাতে নেহালচন্দ্রনগর এলাকায় একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন ওই যুবককে। তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। সেখানকার চিকিৎসকরা তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে দ্রুত জিবি হাসপাতালে রেফার করেন। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আহত যুবকের অবস্থা সংকটজনক বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

বিপুল পরিমাণ মাদক সামগ্রী সহ তিন ভারতীয় নাগরিকের সাথে এক দালাল ধৃত

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল : বিপুল পরিমাণ মাদক সামগ্রী সহ তিন ভারতীয় নাগরিকের সাথে এক দালালকে জালে তুলেছে বিএসফ ও পুলিশের যৌথ বাহিনী। তাদের কাছ থেকে ৮০৫ বোতল নিষিদ্ধ মাদক হিসেবে পরিচিত এসকাফ সিরাপ উদ্ধার হয়েছে। এয়ারপোর্ট থানাধীন নরসিংগড় এবং কাইয়াধেপা বাজার এলাকায় সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযানে নেমে ২৯ এপ্রিল বিএসএফ ও পুলিশের যৌথ বাহিনী ওই সাফল্য অর্জন করেছে। একই দিনে আরেকটি গোয়েন্দা তথ্যে ভিত্তি করে, বিএসএফ-এর কাইয়াধেপা সীমান্ত চৌকির জওয়ানরা কাইয়াধেপা বাজার এলাকা থেকে এক দালালকে আটক করে। ধৃত ব্যক্তি বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা নাগরিকদের ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশে সহায়তা করত এবং তাদের জন্য আশ্রয় ও লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করত। মানব পাচারে জড়িত থাকার অভিযোগেও তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। অন্যদিকে, বিএসএফ-এর পুটিয়া সীমান্ত চৌকির জওয়ানরা এক ভারতীয় নাগরিককে সীমান্তের বেড়া পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশের সময় গ্রেপ্তার করে। তার কাছ থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাংলাদেশি মুদ্রা উদ্ধার করা হয়েছে। এই সমস্ত অভিযানে প্রায় ১৩ লক্ষ টাকার নিষিদ্ধ মাদক ও অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বিএসএফ জানিয়েছে, তারা সীমান্তবর্তী এলাকায় অনুপ্রবেশ ও পাচার রোধে অভিযান আরও জোরদার করেছে এবং এই ধরনের দালাল চক্রকে চিহ্নিত করে নির্মূল করার কাজ চলছে।

তেলিয়ামুড়ায় নাবালিকা বিয়ে বন্ধ করল প্রশাসন
সচেতনতার অভাবেই বারবার ঘটছে এমন ঘটনা

তেলিয়ামুড়া, ৩০ এপ্রিল: নাবালিকা বিবাহের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক স্তরে বারবার সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও বাস্তব চিত্র বলছে, এখনও সমাজের একটি বড় অংশ এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন নয়। এর প্রমাণ মিলেছে সোমবার তেলিয়ামুড়ায়, যেখানে প্রশাসনের তৎপরতায় একটি নাবালিকা বিয়ে বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

জানা গেছে, তেলিয়ামুড়া থানা এলাকায় এক নাবালিকার বিয়ে হওয়ার খবর পায় স্থানীয় প্রশাসন। সঙ্গে সঙ্গে মহকুমা শাসক হরিপদ সরকারের নেতৃত্বে এবং ডিসিএম বিশ্বজিৎ মজুমদারের সহযোগিতায় একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। পুলিশ সদস্য এবং খোয়াই জেলার চাইল্ড প্রটেকশন ইউনিটের কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত ওই টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিয়ের প্রমাণ পায়।

এরপর প্রায় চার ঘণ্টার প্রচেষ্টায় নাবালিকা কন্যাটিকে উদ্ধার করে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং বিয়ে বন্ধ করা হয়। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এমন ঘটনা কেবলমাত্র সচেতনতার অভাবেই ঘটছে। তাই সমাজের সব স্তরে নাবালিকা ও নাবালকদের বিবাহ রোধে আরও জোরদার প্রচারের প্রয়োজন রয়েছে।

মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আবারও আহ্বান জানানো হয়েছে, আইন লঙ্ঘন করে কোনো অবস্থাতেই নাবালক বা নাবালিকার বিয়ে দেবেন না। একই সঙ্গে তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, এমন কাজের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ধর্মনগরে প্রথমবারের মতো চালু হচ্ছে ‘যুগ্নু সায়ারি ইন্ডিয়া কি অ্যাপস’ যাত্রী পরিষেবা

ধর্মনগর, ৩০ এপ্রিল : উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে প্রথমবারের মতো চালু হতে চলেছে আধুনিক অ্যাপ-ভিত্তিক যাত্রী পরিবহন পরিষেবা‘যুগ্নু সায়ারি ইন্ডিয়া কি অ্যাপস’। রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের হাত ধরে এই পরিষেবার শুভ সূচনা হবে অদূর ভবিষ্যতেই। এই পরিষেবার মূল উদ্যোক্তা অভিজিৎ সোম এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, ইতোমধ্যে ধর্মনগরে প্রায় ১৫০টি অটোরিকশা এই অ্যাপের আওতায় নাম নথিভুক্ত করেছে। এছাড়া আরও ৫০-৬০ জন চালক প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিয়ে নাম নথিভুক্তির প্রক্রিয়ায় রয়েছেন। নোয়াপাড়ায় অভিজিৎ সোমের নিজ বাসভবনে অনুষ্ঠিত ওই সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই সম্প্রতি পেললগাঁওতে সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহত ২৭ জন পর্যটকের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। শ্রী সোম জানান, বিশ্বব্যাপী ইতোমধ্যে ২৪০টিরও বেশি দেশে সফলভাবে ‘যুগ্নু সায়ারি’ অ্যাপ চালু রয়েছে এবং যাত্রীদের নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা প্রদান করছে। এবার ধর্মনগর সহ গোটা উত্তর ত্রিপুরাতেও যাত্রীরা এই অ্যাপের মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে যাতায়াতের সুবিধা পাবেন। প্রথম দুইটি যাত্রায় যাত্রীদের জন্য থাকছে ৫০ ছাড়ের বিশেষ সুবিধা। অভিজিৎ সোম আশাবাদ প্রকাশ করে বলেন, “এই অ্যাপসের মাধ্যমে যাত্রীরা ২৪ ঘণ্টা যেকোনো স্থান থেকে বুকিং করতে পারবেন। এটি উত্তর জেলার মধ্যে একটি জনপ্রিয় ও নির্ভরযোগ্য যাত্রীপরিষেবা মাধ্যম হিসেবে দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হবে।”

উল্লেখ্য, উত্তর ত্রিপুরার মতো তুলনামূলক প্রত্যন্ত এলাকায় এমন অ্যাপ-ভিত্তিক পরিষেবা চালুর মাধ্যমে ডিজিটাল পরিষেবার এক নতুন দিগন্তের সূচনা হতে চলেছে।

তেলিয়ামুড়ায় বিদ্যুৎ চালিত মহাশ্মশানঘাট চালুর অপেক্ষায়, বাকি শুধু অফিস কক্ষ

তেলিয়ামুড়া, ৩০ এপ্রিল: তেলিয়ামুড়া পৌর এলাকার বহু প্রতীক্ষিত বিদ্যুৎ চালিত মহাশ্মশানঘাটের পরিষেবা এখনও পর্যন্ত চালু করা যায়নি। যদিও যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং চুল্লি সংক্রান্ত কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, তবু কয়েকটি অবকাঠামোগত ঘাটতির কারণে এখনও পর্যন্ত বিদ্যুৎচালিত দাহ কার্যক্রম শুরু করা যায়নি।

এই পরিষেবার অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে বুধবার শ্মশানঘাট এলাকা পরিদর্শনে যান পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার। তাঁর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল শ্মশানঘাটে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান মধুসূদন রায়, পৌর পরিষদের ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা। স্থান পরিদর্শন করে চেয়ারম্যান রূপক সরকার জানান, প্রকল্পটির বেশিরভাগ কাজ শেষ। এখন কেবল একটি অফিস কক্ষের প্রয়োজন রয়েছে। সেই কক্ষ তৈরি হলেই বা বিকল্প উপায়ে তার ব্যবস্থা করা গেলে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই শ্মশানঘাটে বিদ্যুৎচালিত দাহকার্য শুরু করা সম্ভব হবে। পৌর পরিষদের এই পদক্ষেপে এলাকাবাসীর মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে। তবে শ্মশানঘাট চালু হওয়ার জন্য দ্রুত অফিস কক্ষ নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে পরিবেশবান্ধব ও দ্রুত দাহকার্য সম্পাদনের জন্য এই বিদ্যুৎচালিত মহাশ্মশানঘাট নির্মাণ করা হয়েছে। পরিষেবা চালু হলে এলাকার বহু মানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ হবে।

হালখাতা যাত্রা করাতে ভীড় লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল : আজ অক্ষয় তৃতীয়া। প্রতি বছর বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে পালিত হয় এই বিশেষ দিনটি। আবার পয়লা বৈশাখের মতো অক্ষয় তৃতীয়ার দিনও হালখাতা যাত্রা হয়। এদিন, বহু ব্যবসায়ী মন্দিরে বা দোকানে পুজো দিয়ে ব্যবসার নতুন খাতা লেখেন। শুভ তিথিতে সকাল থেকেই লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়িতে মন্দিরে ভিড় চোখে পড়ার মতো।

প্রসঙ্গত, অক্ষয় শব্দের অর্থ, যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ চিরস্থায়ী। যে কোনও শুভ কাজ যেমন বিয়ে, গৃহপ্রবেশ, উপনয়নের জন্য অক্ষয় তৃতীয়াকে আদর্শ বলে মনে করা হয়। কথিত আছে আজকের এই দিনে যা কিছু করা হয় তা অক্ষয় হয়ে থাকে।অক্ষয় তৃতীয়ার দিন সোনা-রুপো কেনার চল রয়েছে। বিশেষ তিথিতে কুবেরের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবাদিদেব মহাদেব অতুল ধন সম্পত্তি দান করেন। মনে করা হয়, অক্ষয় তৃতীয়ায় সোনা কিনলে ও কুবের দেবের পুজো করলে সংসারে সুখ ও সমৃদ্ধি আসে। সেই কারণেই ব্যবসায়ীরা হালখাতা নিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়িতে পুজো দিয়ে যাত্রা করাচ্ছেন।

সহায়কমূল্যে মোট ৪৯,৯৬,৩৮-৪ কেজি ধান ক্রয়

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল : বিলোনীয়া মহকুমায় গত অর্থবছরে রাজ্য সরকার কৃষকদের কাছ থেকে দুই পর্যায়ে ন্যূনতম সহায়কমূল্যে মোট ৪৯ লক্ষ ৯৬ হাজার ৩৮৪ কেজি ধান ক্রয় করছে। তাতে কৃষকরা মোট ১১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৩৮ হাজার ৩৪২ টাকা পেয়েছেন। উল্লেখ্য গত জুন-জুলাই মাসে ৫৭৭ জন কৃষকের কাছ থেকে ২১.৮৩ টাকা সহায়কমূল্যে মোট ১৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ১৩৬ কেজি ধান ক্রয় করা হয়েছিল। অপরদিকে, ডিসেম্বর, ও জানুয়ারী মাসে ১,৪৪৫ জন কৃষকের কাছ থেকে ২৩ টাকা সহায়কমূল্যে ৩৬ লক্ষ ৪৭ হাজার ২৪৮ কেজি ধান ক্রয় করা হয়েছে। বিলোনীয়াস্থিত খাদ্য দপ্তরের মহকুমা কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা ও শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ সুনিশ্চিত করাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য: জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল : জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধীনস্ত এস.টি. হোস্টেলগুলির পরিকাঠামো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, শিক্ষার মান এবং সার্বিক পরিবেশ উন্নত করার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। আজ জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে প্রজ্ঞাভবনে আয়োজিত এক পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করে একথা বলেন জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। সভায় তিনি বলেন, হোস্টেলগুলিতে অবস্থানরত ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা ও শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ সুনিশ্চিত করাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। এজন্য দপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। হোস্টেলগুলির মান উন্নয়নে হোস্টেল ইনচার্জের আরও নিষ্ঠাবান ও দায়িত্ববান হয়ে সচেতনভাবে কাজ করতে হবে। জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী হোস্টেলগুলিতে সব ধরণের পরিষেবা সুষ্ঠভাবে প্রদান করা হচ্ছে কিনা তার জন্য মহকুমা ও জেলাস্তরের কল্যাণ আধিকারিকদের নিয়মিতভাবে হোস্টেলগুলি পরিদর্শন করার নির্দেশ দেন। হোস্টেলগুলিতে সর্বোত্তম সুবিধা যাতে ছাত্রছাত্রীরা পায় সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া বক্তব্য রাখেন দপ্তরের সচিব রিজেশ পান্ডে। পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে দপ্তরের অধিকর্তা সুভাশিস দাস বলেন, হোস্টেলের ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক সুস্থতার বিষয়েও নজর দেওয়া হচ্ছে। পর্যালোচনা সভার পরবর্তী পর্যায়ে বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্টস সিস্টেম, স্মার্ট ক্লাস, ই-লাইব্রেরী ক্লিন হোস্টেল, গ্রীন হোস্টেল, ফ্রি টেক্সট বুক, বৃত্তিইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়।

পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলায় পর্যটক নিহত, তীব্র নিন্দা ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের

আগরতলা, ৩০ এপ্রিলঃ কাশ্মীরের পহেলগাঁও এলাকায় পর্যটকদের লক্ষ্য করে সন্ত্রাসবাদীদের অতর্কিত হামলায় ২৭ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক ও তীব্র নিন্দা প্রকাশ করলেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রী বিশ্ববন্ধু সেন। একান্ত সাক্ষাৎকারে অধ্যক্ষ সেন বলেন, “কাশ্মীর উপত্যকা যখন বহু বছর পর শান্তির পথে ফিরছে, পর্যটন কেন্দ্রীক অর্থনীতি যখন ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, তখনই পাকিস্তানের মদতে সন্ত্রাসবাদীরা এই বর্বর হামলা চালিয়ে এক ন্যাক্কারজনক বার্তা দিল। এই হামলার মূল উদ্দেশ্য ভারতের শান্তি নষ্ট করা এবং জাতীয় অখণ্ডতায় আঘাত হানা।” তিনি ইতিহাস স্মরণ করিয়ে বলেন, “১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান জন্মের ঠিক পরেই কাশ্মীরে আক্রমণ করেছিল। আজ সেই চিত্রই আবার ফিরে এসেছে। পাকিস্তান কখনো ভারতের অগ্রগতি মেনে নিতে পারেনি। এবার এমন শাস্তি দিতে হবে, যাতে তারা ভারতের দিকে তাকানোর সাহস না পায়।” অধ্যক্ষ সেন আরও অভিযোগ করেন, “বাংলাদেশের ইউনুস সরকারও পাকিস্তানের সাথে হাত মিলিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। শুধু তাই নয়, দেশের অভ্যন্তরেও কিছু বামপন্থী ও সুবিধাবাদী মানুষ রয়েছেন, যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় পাকিস্তানের গুণগান গেয়ে ভারতের শত্রুদের পক্ষে সুর চড়াচ্ছেন। এদের বিরুদ্ধেও অবিলম্বে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।” তিনি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে এই ধরনের ষড়যন্ত্র রুখতে সজাগ থাকার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সন্ত্রাসবাদ ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে কঠোরতম পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান। কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে ঘটে যাওয়া এই নির্মম ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেশজুড়ে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। আহত পর্যটকদের চিকিৎসা ও নিহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও প্রশাসনের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন অধ্যক্ষ সেন।

বন দপ্তরের উদ্যোগে বনকর্মীদের হাতে মোটর বাইক তুলে দেন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা।

রাজ্য সরকার নতুন করে আরও ৫ হাজার ৪৫৮ জনকে সামাজিক ভাতা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে: সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

আগরতলা, ৩০ এপ্রিল : রাজ্য সরকার নতুন করে আরও ৫ হাজার ৪৫৮ জনকে সামাজিক ভাতা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক সহায়তা প্রকল্পে ভাতা প্রাপকগণ কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক ভাতা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং ভাতা প্রাপকদের মৃত্যুজনিত কারণে শূন্যস্থান সৃষ্টি হওয়ায় আরও ৫ হাজার ৪৫৮ জনকে ভাতা প্রদান করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে সমাজ কল্যাণ এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় একথা জানান। তিনি সমাজকল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের সফল্যের তথ্য তুলে ধরেন।

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী টিংকু রায় জানান, সমাজ কল্যাণ এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তর রাজ্যের গরীব অংশের জনগণের জন্য ৩৪টি বিভিন্ন ধরণের সামাজিক ভাতা (৩টি কেন্দ্রীয় এবং ৩১টি রাজ্যস্তরের) প্রদান করে থাকে। বর্তমানে মোট ৩ লক্ষ ৯০ হাজার গরীব অংশের মানুষ ৩৪টি বিভিন্ন ধরণের সামাজিক ভাতা পাচ্ছেন। তিনি আরও জানান, জাতীয় পারিবারিক সহায়তা প্রকল্পের (এনএফবিএস) মাধ্যমে অন্ত্যোদয় পরিবারে মূল উপার্জনকারী ব্যক্তির মৃত্যু হলে সংশ্লিষ্ট পরিবারকে জাতীয় পারিবারিক সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে ২০ হাজার টাকা সহায়তা করা হয়। গত ১ বছরে এই প্রকল্পে জনকে ভাতা প্রদান করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাদের মোট ৬১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী মাত্র বন্দনা যোজনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৯ হাজার ৮২৩ জন গর্ভবতী মহিলা অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তিনি জানান, এছাড়াও গত ২০১৭ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে যেসমস্ত সুবিধাভোগী আর্থিক সহায়তা পাননি তাদের মধ্য থেকে ২৭ হাজার ৪৭০ জনকে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এর জন্য ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ব্যয় হয়েছে ১৬ কোটি ৩১ লক্ষ ২৩০ টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ২১ হাজার গর্ভবতী মহিলাকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী মাতৃ পুষ্টি উপহার প্রকল্পে এখন পর্যন্ত ৪৩ হাজার ৬৬৪ জন গর্ভবতী মহিলাকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এর জন্য মোট ব্যয় হয়েছে ৮ কোটি ৭৩ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। সাংবাদিক সম্মেলনে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায় মিশন বাৎসল্য প্রকল্পের সাফল্যের চিত্রও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এই প্রকল্পের আওতায় মোট ২ হাজার ৫৯ জন শিশুকে প্রতিমাসে ৪ হাজার টাকা করে স্পনসরশিপ প্রদান করা হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হয়েছে ৯ কোটি ৮৮ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৬ হাজার ৩০১ জন শিশুকে এই স্পনসরশিপ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, এই প্রকল্পের আওতায় শিশুরা তাদের ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এই অর্থ পাবে। সক্ষম অঙ্গনওয়াড়ি ও পোষণ মিশন ২.০ প্রকল্পের বিষয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাজ্যে ৫৬ টি আইসিডিএস প্রকল্প রয়েছে। ধলাই জেলার গঙ্গনগর ব্লকের নতুন একটি আই সি ডি এস প্রকল্প খোলার অনুমোদন পাওয়া গেছে। তিনি জানান, রাজ্যে আই সি ডি এস প্রকল্পের অধীনে ১০ হাজার ২২২টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে ২লক্ষ ৭৯ হাজার ৩৪০ জন শিশু (৬ মাস ৬ বছর) এবং ২৮ হাজার ২৯২ জন গর্ভবতী মহিলা ও প্রসূতি মা নথিভুক্ত রয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান প্রকল্পের অঙ্গ হিসাবে জনজাতি বসতি এলাকায় ৮৮টি নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অঙ্গ হিসাবে জনজাতি বসতি এলাকার ৮৮টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পাকাভবন নির্মাণের জন্য ১০

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2025 darpan print.pmd 2
5/1/2025, 12:51 AM